BANGLAPDF EXCLUSIVE

জাকি আজাদ

অপারেশন শেমলেডী

শেখ আবদুল হাকিম

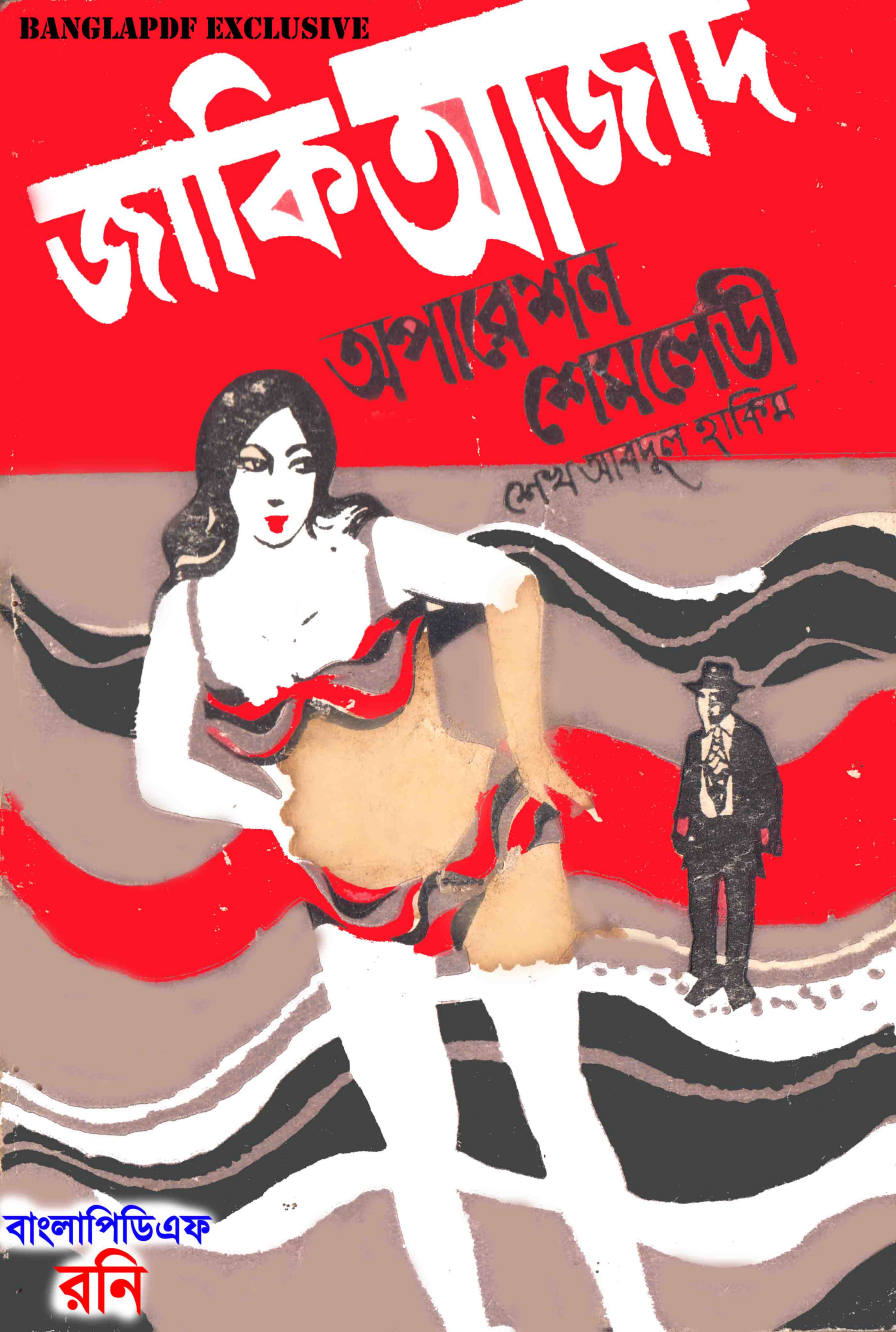

বাংলাপিডিএফ
রনি

বাংলাপিডিএফ

জ্যাকি আজাদ

কে এই দুঃসাহসী যুবক ?

আজ হয়ত সে উগাণ্ডায়। পরদিন তাকে দেখা যে... পারে ফ্লোরিডা বা মস্কোয় কিংবা করাচী অথবা আজারবাইজানে পকেটে থাকে তার লোডেড রিভলবার। মাপা, দৃঢ় পদক্ষেপে চারিদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে হাঁটে সে। সদা সতর্ক। ক্ষুদ্র একটা মরচে ধরা পেরেক বা কাঁথা সেলাই করার সরু একটা সূঁচ দিয়ে খুন করতে পারে সে মানুষকে। বিপদ সঙ্কুল যাত্রা তার প্রিয়, রোমাঞ্চকর অ্যাডভেঞ্চারের পূজারী সে, অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলতে অকুতোভয়ে শত্রুর মুখোমুখী দাঁড়ায়। ভালবাসা, স্নেহ, মমতাও তার সুপ্রশস্ত বুকের অনেকখানি জুড়ে বিরাজ করে। মেয়েদের ভালবাসে সে। বিশেষ করে রূপবতী যুবতী কুমারী মেয়েদের প্রতি তার প্রচণ্ড লোভ। আর মেয়েরা! মেয়েরা তাকে কামনা করে।

বাংলাদেশ সিক্রেট সার্ভিসের অন্যতম স্পাই জ্যাকি আজাদ। আসুন বাংলাদেশের গর্ব এই দুঃসাহসী যুবকের সাথে পরিচিত হই।

রূপসী
সুলভ মূল্যে রোমাঞ্চ...

রনি

সৃজন
সুলভ পুস্তক প্রকাশনী

রনি
@roni060007

বাংলাদেশ সিক্রেট সার্ভিসের দুর্ধর্ষ এজেন্ট

জাকি আজাদ

সিরিজের ২নং বই

রক্তের বদলে

কোনো মৃত বা জীবিত ব্যক্তির কিম্বা বাস্তব কোনো ঘটনার সাথে এই সিরিজে বর্ণিত চরিত্র বা ঘটনার কোনো মিল যদি পাওয়া যায় তাহলে তা নির্ভেজাল দৈব দুর্ঘটনা হিসেবে জ্ঞান করতে হবে।

অপারেশন শেমলেডী

শেখ আবদুল হাকিম

বাংলাদেশ সিক্রেট সার্ভিসের দুঃসাহসী এজেন্ট

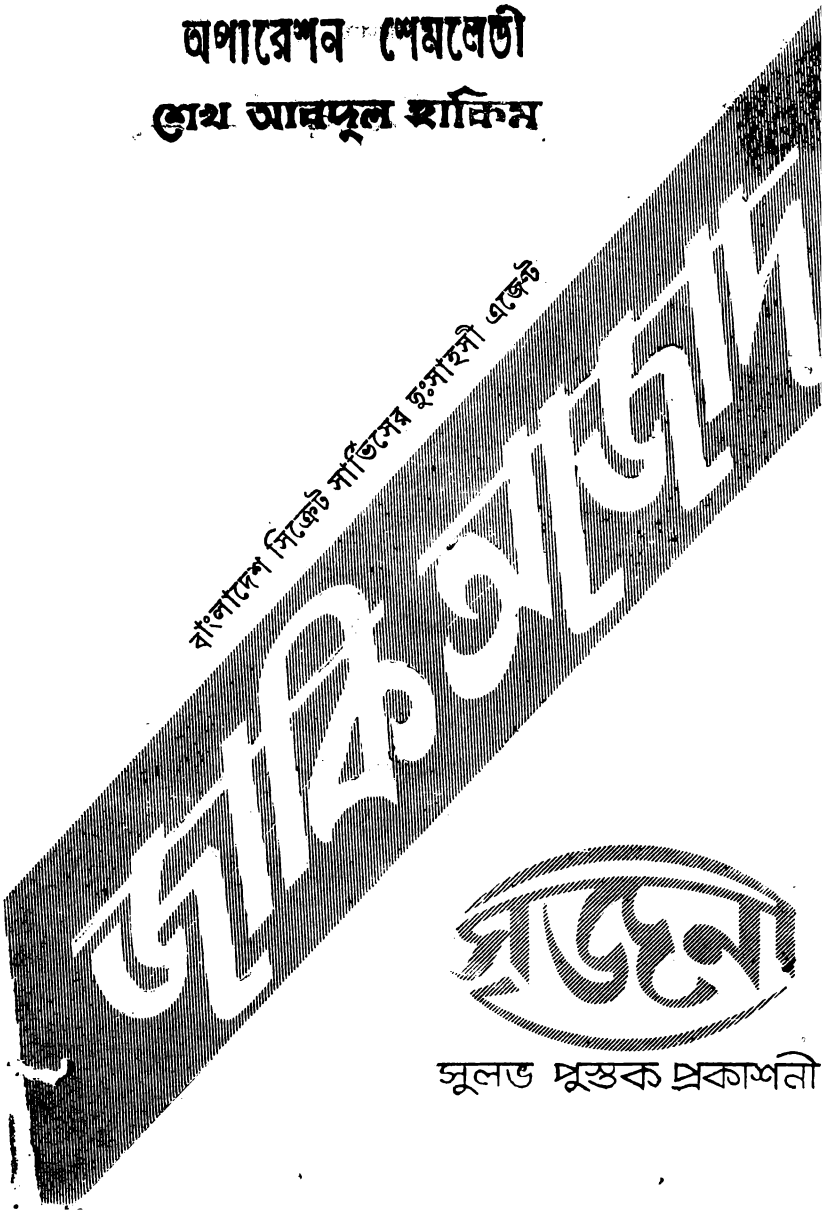

সুলভ পুস্তক প্রকাশনী

প্রকাশক :
শরীফ হোসেন
৩১/৩২, পি, কে, রায় রোড
(ইস্পাহানী বিল্ডিং)
বাংলাবাজার,
ঢাকা—১
এপ্রিল, ১৯৭৪
প্রচ্ছদ : স্বপন চৌধুরী
মুদ্রণে :
আবদুর রউফ
দিগন্ত ছাপাখানা
২৬, কুমারটুলী,
ঢাকা—১
ঢাকা শহরের একমাত্র পরিবেশক
রোমাঞ্চ গ্রন্থালয়
লিয়াকত এভিনিউ,
ঢাকা—১
[সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

মূল্য :

এক

'আই হ্যাভ এ্যান ইনট্রুশন সিগন্যাল ফ্রম সেক্টর ফোর। ইনট্রুশন সিগন্যাল ফ্রম সেক্টর ফোর। কণ্ট্রোল স্পিকিং। আই অ্যাম রিসিভিং এ সিগন্যাল ফ্রম সেক্টর ফোর।'

অন্ধকারের সাথে মিশে আছে লোকটা। একটা একটা শব্দ উচ্চারণ করে ধীরে ধীরে মাইক্রোফোনে কথা বলছে সে।

মাথার উপরের রাডার স্ক্রীনের স্বল্প আলো কালো রুমের ভিতর ছড়িয়ে আছে।

ছোট্ট একটা রুম।

লোকটা মাথা উঁচু করে তাকাল রাডারের পাশের বোর্ডে। দপ্ দপ্ করে জ্বলছে ছোট ছোট লাল, হলুদ, বেগুনী বাল্ব্গুলো। মাথা নামিয়ে নিল সে।

হাত বাড়িয়ে সামনের ক্লোজ সার্কিট টেলিভিশন সেট এ্যাডজ্যাষ্ট করল লোকটা। আলোর আভায় চেনা না গেলেও তাকে দেখা যাচ্ছে এবার। ক্যানভাসের পিঠ ওয়ালা কালো পাঁচটা চেয়ারের একটিতে বসে আছে সে সামনের দিকে খানিকটা ঝুঁকে।

'আই হ্যাভ দ্য ইনট্রুডর নাউ। দেখতে পাচ্ছি লোকটাকে। চার নম্বর সেক্টরে রয়েছে। ম্যান অ্যাবাউট টোয়েনটি ফাইভ। ইস্টিমেটেড ফাইভ ফিট নাইন টল, ফেয়ার হেয়ার। লম্বা লম্বা হাত, ভারী ঘাড়। জিপ জ্যাকেট, ডার্ক ট্রাউজার।'

কয়েক মুহূর্তের বিরতি।

স্ক্রীনের দিকে তাকিয়ে দেখছে লোকটা। দেখতে দেখতে আবার মাইক্রোফোনে বলতে শুরু করল সে, 'মনে হচ্ছে এইমাত্র দেয়াল টপকে ভিতরে ঢুকেছে লোকটা। এক্সিট সাউথ দিয়ে যদি না ঢুকে থাকে। চেক এক্সিট সাউথ। দাঁড়িয়ে আছে লোকটা। তাকাচ্ছে এদিক ওদিক। সঙ্গে অস্ত্র আছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না। এবার সে গাছগুলোর মধ্যে দিয়ে এগোচ্ছে। স্কয়ার ছাব্বিশে অবস্থান করছে সে এখন। রিপিট স্কয়ার টোয়েনটি সিক্স।'

আরো একটু নুয়ে পড়ল সামনের দিকে অপারেটর। লা প্যারিস এর ফিলটার টিপড্ সিগারেটে শেষ সুখটান দিয়ে সেটা কালো মোজাইক করা মেঝেতে ফেলে, নীচের দিকে না তাকিয়েই, জুতো দিয়ে চেপে ধরে নিভিয়ে ফেলল আগুন। লম্বা একটুকরো আলো ঢুকল রুমে। কয়েকজন পেশীবহুল লোক ঢুকল ভিতরে। সোজা হেঁটে এলো তারা চেয়ারগুলোর দিকে। কেউ কথা বলল না। চেয়ারে বসে দেখতে লাগল তারা স্ক্রীনের ছবি।

'আগন্তুক বাইরের সরু পথের দিকে এগোচ্ছে। ঝোপের

পাশ দিয়ে যাচ্ছে সে এখনও। মুভিং স্লোলি। থমকে দাঁড়িয়েছে। মনে হচ্ছে কোনো শব্দ শুনছে যেন সে। সোজা হয়ে এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে আবার এগিয়ে যাচ্ছে। হি ইজ অ্যাবাউট ফাইভ ফিট সিক্স; আই কারেক্ট ফার্স্ট ইস্টিমেট। একশো পঁচিশ পাউণ্ড। থিন ফেস। সিম টু বী এলোন।'

বাঁ দিকের রীলে স্পীকার থেকে বেরিয়ে এলো যান্ত্রিক, একটু মোটা কণ্ঠস্বর, 'সেক্টর ফোর কলিং কণ্ট্রোল। আগন্তুক বাইরে একটা গাড়ী রেখে এসেছে। ব্লু সিমকা মিলি। হ্যাভ নাম্বার। এমটি। এক্সিট সাউথ ও. কে।'

রীলে স্পীকারের দিক থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে অপারেটর মাইকের মাউথপীসের কাছে মুখ নামিয়ে বলল, 'আগন্তুক এখন উনিশ নম্বর স্কয়ারে। স্কয়ার নাইনটিন। স্লোলি মুভিং।'

স্ক্রীনের মৃদু আলোর আভা রুমের গাঢ় অন্ধকারকে আরো গভীর আরো থমথমে করে তুলেছে। অপারেটর ছাড়া আর সবাই চুপচাপ বসে আছে। ওদের প্রত্যেকের পরনে সর্ট-জ্যাকেট এবং বুক খোলা চেক সার্ট। মৃদু আলোয় ফুটে উঠেছে ওদের মুখগুলো আবছাভাবে। ওদের মধ্যে একজনের চুল ঢেউ খেলানো এবং তার কপালের ডান পাশে একটা বড় লাল দাগ। ইঞ্চি দুয়েক লম্বা, আধা ইঞ্চি চওড়া বিশ্রী জন্মদাগ। সবাই নিশ্চুপ। কেউ বিশেষ নড়াচড়া করছে না। সিগারেটের

নীলচে ধোঁয়া শুধু উঠে যাচ্ছে একেবেঁকে উপর দিকে।

টেলিভিশনের স্ক্রীনে দেখা যাচ্ছে বাইরের পার্ক। বিকেল পেরিয়ে যাচ্ছে। মৃদু দিনের আলোয় পার্কটাকে কেমন যেন রহস্যময় দেখাচ্ছে। গাছপালা এবং ঝোপঝাড় গুলো এতোক্ষণ নিঃসাড় দাঁড়িয়ে ছিল। এখন পাতা নড়ছে। বাতাস বইতে শুরু করেছে। দু'টো ঝোপের মাঝখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে সেই যুবক আগন্তুকটি। চোখেমুখে তার নিদারুণ কৌতূহল। মাঝে মাঝে চমকে উঠছে সে। ভয়ের রেখা, দুশ্চিন্তার রেখা ফুটে উঠছে মুখে। সিগারেট বের করে ধরাল যুবক লোকটি। তারপর নিঃশব্দে, সতর্ক-ভাবে পা বাড়াল আবার। বাতাসে উড়ছে তার সার্ট, মাথার চুল।

'আগন্তুককে স্থানীয় মানুষ বলেই মনে হচ্ছে। লোকাল ফ্রেঞ্চম্যান। মনোপ্রিক্স টাইপের একটি কোট পড়েছে সে। লুকস্ লাইক এ ক্লার্ক। গোয়িং টুয়ার্ডস পেরিমিটার পাথ থ্রি নাউ। স্টিল স্কয়ার নাইনটিন। মুভিং টু সিক্সটিন।'

টেলিভিশনের উপর, রাডারের পাশে বালবগুলো দ্রুত জ্বলছে নিভছে। রাডারের পর্দায় আলোকসঙ্কেত গ্রিলের ধারে সরে এসেছে।

অপারেটর মাইকে কথা বলছে, 'বাইরে কোনও এ্যাক-টিভিটি দেখা যাচ্ছে?'

যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর পরক্ষণেই রীলে স্পীকার থেকে বেরিয়ে

এলো, 'নাথিং' 'নো এ্যাকটিভিটি' 'নাথিং ডুয়িং।'

অপারেটর টিভির নব ঘুরাচ্ছে। পার্কের লোকটি সরে এলো বড় হয়ে একেবারে সামনে। ক্লোজ আপ। লোকটার চোখ, চোখের পাতা, নাক, নাকের গর্ত, জুলফি, ভুরু, সব পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে।

সবাই দেখছে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লোকটাকে। হঠাৎ লোকটার চেহারা বদলে গেল। ঠোঁট জোড়া পরস্পরকে চেপে ধরল, কুচকে উঠল ভুরু, বড় বড় হয়ে উঠল একটু চোখ দুটো। নীচের দিকে তাকিয়ে আছে লোকটা, একটু দূরে। টিভির পর্দায় লোকটাকে এখন সম্পূর্ণ দেখা যাচ্ছে না।

অপারেটর নব ঘোরাল। আবার দূরে দেখা গেল লোকটাকে। এবার আপাদমস্তক, আগের মতোই। লোকটা তাকিয়ে আছে নীচের দিকে।

'লোকটা কেবলের খানিক অংশ দেখে ফেলেছে, স্কয়ার এগারো থেকে যেটা বারোর দিকে গেছে। লোকটা কেবল অনুসরণ করে এগোচ্ছে। দাঁড়িয়ে পড়ল আবার। ফিরে আসছে। মুভিং ইন, ফলোয়িং দি কেবলস্ ইন টুয়ার্ডস স্কয়ার টেন।'

আবার বিরতি।

জন্ম-দাগওয়ালা লোকটা তার পাশের লোকটির কানের কাছে ঠোঁট নিয়ে গিয়ে একটি শব্দ উচ্চারণ করল, 'অস্কার।'

শব্দটা কানে নিয়ে উঠে দাঁড়াল লোকটা। চলে গেল সে কালো রুম ছেড়ে। কপালে জন্ম-চিহ্নওয়ালা লোকটা আবার টিভির পর্দায় মনোনিবেশ করল। ভাবলেশহীন মুখ। তারপর সে-ও উঠে দাঁড়িয়ে নিঃশব্দ পায়ে বেরিয়ে গেল রুম থেকে। আপারেটর ঘাড় ফিরিয়ে লোকটার চলে যাওয়া দেখল। কাশল একবার খুক্ করে।

পর্দায় দেখা যাচ্ছে কেবল আবিস্কার করে উত্তেজিত হয়ে উঠেছে লোকটা। ঘাসের উপর দিয়ে কেবল অনুসরণ করছে সে। দর্শকরা দেখছে সে আপনমনে বিড় বিড় করছে, ঠোঁট দুটো নড়ছে থেকে থেকে। একমুহূর্ত পর দাঁড়িয়ে পড়ল সে পাথরের মতো নিঃসাড় হয়ে। তারপর ধীরে ধীরে সে নত হলো। কেবল অনুসরণ করে ডানদিকে দেখছে সে। গাল হা হয়ে গেছে একটু।

তার পিছনে আর একজন লোককে দেখা গেল। ঝোপের আড়াল থেকে হঠাৎ যেন একটা গরিলা বেরিয়ে এলো। গরিলার মতোই কালো সে। কালো ট্রাউজার, কালো টি-সার্ট—সিল্ক। লম্বা লম্বা পা ফেলে এক ঝোপের আড়াল থেকে আরেক ঝোপের আড়ালে চলে আসছে সে। হাঁটার সময় হাত দুটো এতোটুকু নড়ছে না তার। কাঁধ দুটো সামনের দিকে নুয়ে আছে। যুবক লোকটি কোনও শব্দ শুনতে পায়নি, বোঝা যাচ্ছে। কালো গরিলাটা তার পিছনে চলে এসেছে।

'অস্কার ইন।'

অপারেটর সম্বিত ফিরে পেয়ে মাইকে ঘোষণা করল।

যুবক লোকটি শেষ মুহূর্তে সোজা হয়ে দাঁড়াল। তাকাল পিছন ফিরে। হা হয়ে গেল তার গাল। ঠোঁট জোড়া গালের ভিতর ঢুকে গেল বেশ খানিকটা বিপদগ্রস্ত কুকুরের মতো ভয়ে। অস্কারের দু'হাত এতোক্ষনে নড়ে উঠল। লোকটাকে ধরল সে দু'হাত দিয়ে। এখন পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে অস্কারের চেহারাটা। প্রকাণ্ড শরীর। মুখটা ভরাট, তেল চকচকে, শিশুসুলভ। ছোট্ট গাল তার। যেমন মোটা তেমনি টাওয়ারের মতো লম্বা দেহ। কামানো মাথা। মাথায় মটরগুটির মতো কয়েকটা ফোঁড়া। মাছি উড়ছে, বসছে ফাটা ফোঁড়ায়। ডানদিকের চোখের উপর, নাকের ব্রীজের পাশে, একটি ক্ষতচিহ্ন।

যুবক লোকটি হাত-পা ছুড়ছে এলোপাথাড়ী। অস্কার তুলে নিল তাকে। কাঁধে একটা হালকা ছোট বাঁশ তুলে নিয়ে যাচ্ছে যেন অস্কার। ঝোপ এবং গাছগুলোর মধ্যে দিয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে চলেছে সে।

ঝোপের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল অস্কার লোকটাকে কাঁধে নিয়ে।

অপারেটর টিভি অফ করে দিয়ে অন্য একটা সুইচ টিপে ধরে অ্যাডজ্যাস্ট করল সেট।

আবার ছবি ফুটে উঠল পর্দায়। কেটে গেল এক মিনিট। তারপর দেখা গেল ঝোপের আড়াল থেকে

বেরিয়ে আসছে অস্কার।

অস্কারের কাঁধে রয়েছে আগন্তুক। লাথি মারছে সে প্রাণপণে অস্কারের পিঠে। হাঁটছে অস্কার আগের মতোই। কাঁধের বন্দী তার কোনও অসুবিধে করছে বলে মনে হচ্ছে না।

সামনেই একটি পুকুর। পুকুরে ঢালু পাড় ধরে নীচে নামল অস্কার। লোকটাকে কাঁধ থেকে নামিয়ে নিজের পায়ের কাছে কাদায় শুইয়ে দিল। হাতীর মতো একটা পা রাখল সে লোকটার পেটে। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পুকুরের দিকে তাকাল সে। কোনো চিন্তার রেখা নেই মুখে। কোনও বিরক্তির বা আনন্দের আভাষও নেই মুখের রেখায়।

যুবক লোকটা মাথা উঁচু করে তাকাল পাগলের মতো এদিক ওদিক। হাঁটু দুটো ভাঁজ করে অস্কারের পা'টা দুই হাতে ধরল সে।

নীচু হলো অস্কার। লোকটার কোর্টের কলার আর কোমরের কাছে প্যান্টের বেল্ট ধরল। মাটি থেকে সামান্য একটু উপরে লোকটাকে তুলে অস্কার হঠাৎ তার মাথাটা নামিয়ে দিল পানিতে। কোমরের বেল্ট ছেড়ে সে লোকটার হাত দুটো ধরেছে।

লোকটার গলা, তারপর বুক অবদি অদৃশ্য হয়ে গেল পানির ভিতর।

লোকটা উন্মাদের মতো শূন্যে পা দুটো ছুড়ছে।

বাঁকা হয়ে গেছে ধনুকের মতো তার পিঠ। গলা থেকে চিৎকার বের হচ্ছে কিন্তু শোনা যাচ্ছে না। বড় বড় বুদবুদ উঠছে পানির নীচ থেকে।

অস্কার নড়ছে না। হঠাৎ লোকটা নিজের বাঁ হাতটা মুক্ত করে ফেলল অস্কারের মুঠো থেকে। প্রচণ্ড ভাবে মাটিতে বাড়ি খাচ্ছে হাতটা। অস্কার খপ্ করে আবার ধরে ফেলল হাতটা। লোকটার একটা জুতো পা থেকে খসে উড়ে গিয়ে পড়ল একটু দূরে। ঢালু পাড় বেয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে নেমে আসতে শুরু করল আবার সেটা। কিন্তু পুকুরে পড়ল না। আঁটকে গেল কাদায়।

বড় বড় বুদ বুদ আর দেখা যাচ্ছে না পানিতে। ছোট ছোট বুদ বুদ দেখা যাচ্ছে। হঠাৎ আবার বড় বড় বুদ বুদ দেখা গেল। তারপর আর বুদ বুদ দেখা গেল না। লোকটা আর নড়ছে না।

কোনও ভাবাবেগ নেই অস্কারের মধ্যে। যেন হাতের ছড়িতে কাদা লেগেছিল, সেটা এতোক্ষণ ধরে ধুয়ে পরিষ্কার করল। অর্ধেক পানির ভিতর লোকটার দেহ, অর্ধেক কাদার উপর। ছেড়ে দিল অস্কার লোকটার হাত দুটো। তারপর, কি যেন মনে করে, আবার নুয়ে পড়ে লোকটাকে ধরে তুলল।

পুকুরের পাড় বেয়ে উঠে এলো অস্কার। ঘাসের উপর নামিয়ে রাখল সে আস্তে আস্তে মৃতদেহটা। সোজা

হয়ে দাঁড়িয়ে পকেটে হাত ঢোকাল। সার্টের পিচ্ছিল আস্তিন দিয়ে নাক মুছল। খালি হাত বের করল পকেট থেকে। কয়েক মুহূর্ত আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল পিছনে হাত বেঁধে। তারপর নিচের দিকে তাকিয়ে গোলাপের পাঁপড়িগুলো দেখতে লাগল।

গোলাপী এবং লাল পাঁপড়ি ইতস্তত ছড়িয়ে রয়েছে। নুয়ে পড়ে কুড়োতে শুরু করল অস্কার পাঁপড়িগুলো। অনেকগুলো সংগ্রহ করে মুঠোর মধ্যে রাখল সে। সোজা হয়ে দাঁড়াল আবার। পা দিয়ে মাড়াল আরো কয়েকটা পাঁপড়ি। পুকুরের দিকে তাকিয়ে মুঠো থেকে একটা একটা করে পাঁপড়ি গালে ফেলে দাঁত দিয়ে কামড়াতে শুরু করল অলস ভাবে।

অস্কারের গাল ভরে গেল গোলাপের পাঁপড়িতে। তারপর, হঠাৎ থু থু করে ফেলে দিল লালা সিক্ত চটকানো পাঁপড়িগুলো। ঠোঁটে লেগে রইল লাল আর গোলাপী পাপড়ির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ। জিভ দিয়ে সেগুলো গালের ভিতর টেনে নিয়ে থু থু করে ফেলছে অস্কার।

কালো রুমের ভিতর বসা লোকগুলো টিভির পর্দায় সব দেখছে। একজন জোরে দম ছেড়ে বলে উঠল, 'সাংঘাতিক!'

এক মুহূর্ত পর পর্দায় দেখা গেল অস্কারের পিছনে একজন লোক এসে দাঁড়িয়েছে। তাকাল অস্কার অন্যমনস্ক-ভাবে। নতুন লোকটা বেঁটে। ব্রাউন রঙের চুল মাথায়।

গোল, প্রকাণ্ড মাথা।

'ইব্রাহিম এসেছে অস্কারের পাশে।'—অপারেটর মাইকে ঘোষণা করল।

মৃতদেহ সার্চ করল ইব্রাহিম। কিন্তু নিল না কিছু। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলল, 'দেহটা তুলে নিয়ে এসো আমার সাথে।'

গাছের আড়ালে হারিয়ে গেল ওরা।

কন্ট্রোল অপারেটর মাইকে বলল, 'কন্ট্রোল কলিং সেক্টর ফোর। আর ইউ স্টিল ক্লিয়ার আউট সাইড?'

রীলে স্পীকার থেকে শব্দ ভেসে এলো, 'অল ক্লিয়ার। সিমকা মিলি কেউ ছোঁয়নি। স্থানীয় পেট্রল-স্টেশনের মালিকের ছেলে তার গাড়ী নিয়ে পাস্ করেছে আট মিনিট আগে। নাথিং এলস্। রোড ইজ এমটি।'

অপারেটর রিপিট করল মাইকে কথাগুলো। টিভির নব ঘুরিয়ে অফ করল সেট। তারপর আবার অন করল। পর্দায় দেখা গেল অস্কার এবং ইব্রাহিমকে। পাঁচিলের বাইরে ওরা এখন। নির্জন রাস্তা। রাস্তার দু'ধারে গভীর জঙ্গল। অস্কার এবং ইব্রাহিম মৃত লোকটার দু'পাশে। লোকটার হাত দুটো নিজেদের কাঁধে তুলে নিয়ে এগিয়ে চলেছে ওরা। যেন মাতাল কোন লোককে হাঁটতে সাহায্য করছে।

সিমকার ভিতর ঢুকিয়ে দিল ওরা মৃত দেহটাকে।

'অস্কার ফিরে আসছে এখন।'—কন্ট্রোল অপারেটর মাইকে বলল, 'ইব্রাহিম গাড়ী চালাচ্ছে। স্টার্ট নিয়েছে গাড়ী। অট টু বী ক্লিয়ার ইন এ মিনিট···দেয়ার দে আর··· নাউ গন।'

সিমকা নির্জন রাস্তা ধরে ছুটে চলেছে। বাতাস থেমে গেছে কখন যেন আবার। সন্ধ্যা নামছে শান্ত এবং শব্দ-হীন ভাবে। পোকামাকড় ডাকছে রাস্তার দু'পাশের লম্বা লম্বা ঘাসের ভিতর থেকে। জঙ্গলের মাথার উপর দিয়ে তীর বেগে উড়ে গেল একটি ব্যস্ত পাখি তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চেঁচাতে চেঁচাতে।

পাঁচশো গজ সামনে রাস্তাটা আচমকা মোড় নিয়েছে। দু'পাশেই জঙ্গল। গাছের ডালগুলো রাস্তার উপর এসে পড়েছে। নীচে রাস্তা—উপরে শাখা, সবুজ পাতা। জঙ্গলের ভিতর থেকে পানি পড়ার শব্দ আসছে। পাহাড় থেকে পড়ছে পানি। কেউ নেই আশেপাশে।

মাইল দেড়েক পর ডেঞ্জার লেখা একটা রোড সাইন পেরিয়ে সিমকা দাঁড়াল। সামনে আবার একটা বাঁক। বাঁকের একদিকে জঙ্গল। আরেক দিকে খাদ। গভীর খাদ। খাদের নীচে বয়ে যাচ্ছে পানি, পানির শব্দ উপরে আসছে অস্পষ্টভাবে।

গাড়ী থেকে নামল ইব্রাহিম। স্টার্ট বন্ধ করল না সে। মৃত লোকটাকে সে বসাল ড্রাইভিং সিটে এবং তার একটি

অসাড় পা ক্লাচে আঁটকে দিল। গিয়ার দিল ইব্রাহিম। তারপর, এক ঝটকায় মৃত লোকটার পা সরিয়ে দিল ক্লাচ থেকে।

সিমকা চলতে শুরু করল। রাস্তার ধারের সিমেন্ট করা হাত খানেক উঁচু রেলিংয়ে ধাক্কা খেল সিমকা। রেলিং ভেঙে গেল। নীচু হয়ে গেল সিমকার নাক। তারপর অদৃশ্য হয়ে গেল রাস্তা থেকে।

ইব্রাহিম রাস্তার কিনারায় গিয়ে দাঁড়াল। পাহাড়ী নদী বয়ে যাচ্ছে খাদের নীচে। সিমকার ছাদের খানিকটা অংশ মাত্র দেখা যাচ্ছে। কিনারা থেকে সরে এলো ইব্রাহিম। পকেট থেকে সিগারেট বের করে ধরিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল সে।

খানিকপরই একটা ফ্রেঞ্চ মোটরসাইকেলের পপ্ পপ্ শব্দ শোনা গেল। লাল একটা পগেট মো-পেড এসে দাঁড়াল ইব্রাহিমের সামনে। মোটরসাইকেল চালক কথা বলল না। ইব্রাহিমও কথা না বলে উঠে বসল পিছনে।

মোটরসাইকেল ঘুরিয়ে নিয়ে ফিরে চলল ওরা।

দুই

ফ্লোরিডা থেকে নিউ ইয়র্ক। অবিরাম বিদ্যুতবেগে ছুটছে ট্রেন।

চারটে বাজে। এক ঘণ্টার মধ্যে থামবে ট্রেন নিউ-ইয়র্কে। পাশের শূন্য তেপয়ে এসকোয়্যারের পাশে বোটেগ ও' কোর-এর সর্বশেষ সঙ্কলনটা সশব্দে রেখে দিয়ে হাত-পা ছড়িয়ে আরাম করে বসল জাকি আজাদ পুলম্যান চেয়ারে।

কেবিন প্রায় জনশূন্য। সবাই স্মোকিং কারে ভিড় জমিয়েছে। আজাদ সরাসরি তাকাল উরু এবং বুক প্রদর্শনরতা মেয়েটার দিকে। ম্যাগাজিন পড়ছে। মানে, পড়ার ভান করছে। কেউ তাকালেই টের পেয়ে চোখ তুলছে, হাসছে। পরিষ্কার লোভনীয় আমন্ত্রণ চোখের দৃষ্টিতে।

দেখতে ভাল মেয়েটা। হাঁটুর মালাই চাকীর উপর চার ইঞ্চি উরু দেখা যাচ্ছে। টপলেস নয়, কিন্তু টপলেসের চেয়ে কমই বা কোথায়। স্তনের বোঁটা দেখার ইচ্ছা থাকলে একটু কষ্ট করে ঝুঁকে পড়লে নিরাশ হতে হবে না। নতুন কোনো আরোহী উঠলেই তাকাচ্ছে তার দিকে,

হাসছে। কিন্তু কেউ সাড়া দিচ্ছে না তার নিঃশব্দ আমন্ত্রণে। মেয়েটি অসম্ভব কল্পনাপ্রবণ, অনেক বেশী দাবী ওর, দুনিয়াটাকে নিজের আরাম এবং আনন্দের জায়গা বলে মনে করে—হেসে ফেলল আজাদ নিজের মনে। অযৌক্তিক হয়ত তার ব্যাখ্যা। মেয়েটি হয়ত সুবোধ বালিকা মাত্র। বুদ্ধিমতী মেয়ে। কোনো ম্যাডিসন এভিনিউ এক্সজিকিউটিভের সেক্রেটারী।

উঠে দাঁড়াল আজাদ। সিগারেট খেতে হয়।

স্মোকিং কারে ভিড়। সর্বশেষ কোণায় একটা চেয়ার পেল আজাদ। পাশেই একটা গ্রুপ পোকার খেলছে। আজাদ হাত নেড়ে কাছে ডাকল পোর্টারকে, 'পোর্টার, এ ডাবল বারবন।'

'ইয়েস, শা।'

হেলান দিয়ে বসে আপন মনে হাসল আজাদ। ক্রীস্টমাস ঈভে এর আগে নিউইয়র্কে আসে নি ও। ফ্লোরিডার লারগো বীচে নিজেকে প্রায় হারিয়েই ফেলেছিল ও গতকাল অবদি। নিজেকে হারাবার মধ্যে একটা আনন্দ আছে। আছে দর্শন। কিন্তু বাধ সাধল বাংলাদেশ সিক্রেট সার্ভিসের লণ্ডনস্থ ভাইস প্রেসিডেন্ট কর্নেল আলমগীর কবীর।

লণ্ডন থেকে যে মেসেজটা গতকাল পেয়েছে আজাদ, সেটা তেমন গুরুত্বপূর্ণ না হলেও গুরুত্বহীনও নয় যে দেরী

করে নিউ ইয়র্কে পৌঁছুলে চলে। মেসেজে একটা মেয়ের নাম উল্লেখ করে কর্নেল নির্দেশ দিয়েছে তার সাথে নিউ ইয়র্কে দেখা করার জন্যে। উদ্দেশ্য সম্পর্কে কিছু বলা হয় নি। 'ইন্সট্রাকশন উড ফলো।' লিখেছেন কর্নেল।

আজাদ ভাবছিল নিউ ইয়র্কের অ্যাসাইনমেন্ট সেরে নতুন বছরের উৎসবে গা ভাসাতে ফ্লোরিডায় সে ফিরে যেতে পারবে কিনা।

ফিরে যাবার অধিকার তার আছে। ছুটি ছুটিই। ছুটি উপভোগ করতে এসেছে সে। তাও দেশ থেকে নয়, ঈজিপ্ট থেকে। তিনমাস হাইফা বন্দরের ইসরাইলী জাহাজে বন্দী থেকে, মিশর সরকারের পাঁচ কোটি টাকার আর্মস অ্যামুনেশন আরবদের জাত শত্রুদের হাত থেকে উদ্ধার করে, ফায়ারিং স্কোয়াডের হাত থেকে কৌশলে প্রাণ বাঁচিয়ে, অ্যাসাইনমেন্ট সফল করে ছুটি কাটাচ্ছিল সে লারগো বীচে। কেন তাকে বিরক্ত করা হলো?

প্রথমে বিরক্ত পরে নিজের উপর রেগে গেল আজাদ। সে যাই ভাবুক না কেন বাংলাদেশ সিক্রেট সার্ভিসের চীফ মেজর জেনারেল সোলায়মান চৌধুরীর ইচ্ছার উপর তার কোনও হাত নেই। মেজর জেনারেলের নির্দেশেই কর্নেল আলমগীর মেসেজ পাঠিয়ে ছুটি বাতিল করেছেন আজাদের।

পাশে পোকার খেলোয়াড়রা সমস্বরে শোরগোল তুলল। একজন খেলোয়াড় তিনটে টেক্কা দেখিয়েছে। বাহ্!

টায়রার মুখটা ভেসে উঠল মানসপটে। লারগো বীচ ক্লাবে অপেক্ষা করবে টায়রা আজাদের জন্যে। দূর, ভাল্লাগে না!

সময় বয়ে চলছে।

নিউইয়র্কের কাছাকাছি চলে এসেছে ট্রেন! কয়েক মিনিট পরে পেনসিলভ্যানিয়া স্টেশনে থামল। ব্যাগ হাতে নিয়ে প্লাটফর্মে নামল আজাদ। ব্রাউন উলের স্যুট পরণে ওর। সাথে হালকা ব্লু-চেকের ব্রাউন গেলোট হ্যাট। হ্যাটের কার্ণিশের নীচে কোঁকড়ানো চুল দেখা যাচ্ছে খানিকটা। দুটো কিশোরী মেয়ে ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে আছে। পাশ ঘেঁষে হেঁটে গেল আজাদ।

'সিন্ধু!'—আজাদ লম্বা একজন লোকের দিকে তাকিয়ে হাসল।

এগিয়ে আসছে সিন্ধু। শোফারের পোশাক পরে এসেছে সে। নিউইয়র্কস্থ বাংলাদেশ সিক্রেট সার্ভিসের অপারেটর। জুনিয়র। আজাদ ভাবল—পোলাপান!

'খবর পেয়েছ তাহলে?'

জিজ্ঞেস করল আজাদ। ভীড় খুব কম স্টেশনে।

বাংলায় উত্তর দিল সিন্ধু। একমুখ হেসে।

'জী স্যার।'

নাক ভাঙা একজন নিউইয়র্ক আইরিশ পুলিশ সবেগে ঘুরে দাঁড়াল ওদের দিকে। সিন্ধুর দিকে তাকিয়ে সহাস্যে,

সকৌতুকে জিজ্ঞেস করল সে, 'And by the holy grace o' Jesus, me bhoy, hwhat part of the counthry are ye from ?'

'ডামপাড়া, স্যার, নেয়ার ধোলাইখাল, ঢাকা—ক্যাপিটাল অফ বাংলাদেশ।'

সবিস্ময়ে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হেসে ফেলল পুলিশটা। প্রশংসার হাসি। মুক্তিযুদ্ধের কথা পড়েছে হয়ত।

আজাদের ব্যাগ হাতে নিয়ে আগে আগে চলল সিন্ধু। প্লাটফর্ম থেকে বেরিয়ে সে বলে উঠল, 'সরি স্যার। এটা আজ সকালে পেয়েছি।'—একটা টেলিগ্রাম দিল সিন্ধু আজাদকে।

গাঢ় লাল রঙের একটি রোলসে এসে উঠল ওরা। টেলিগ্রামটা পড়ল আজাদ।

'লেটার এ্যাওয়েটস ইউ অ্যাট নিউইয়র্ক ব্রাঞ্চ। রিগার্ডস্ কবীর।'

ড্রাইভিং সিটে বসে স্টার্ট দিল সিন্ধু গাড়ীতে। 42nd স্ট্রীটে পৌঁছুতে আজাদ নির্দেশ দিল পাইন স্ট্রীটে যাবার জন্যে। বাংলাদেশ সিক্রেট সার্ভিসের ব্রাঞ্চ ওখানেই। ট্রাফিকের বন্যা চারিদিকে। নিউইয়র্কের বিশাল রাস্তাগুলোয় শত শত, হাজার হাজার মোটর গাড়ী পিঁপড়ের মতো লাইন দিয়ে ছুটছে। ফুটপাতে জাঁকিয়ে বসেছে দোকানদাররা। সব মালপত্তর দোকানে রাখার জায়গা নেই। ভাড়াটে গুণ্ডার মতো যুদ্ধ করছে ক্রেতারা দোকানের ভিতর ঢোকার

জন্য। ক্রিস্টমাস ইভ।

মোড় নিয়ে রোলস্ ঢুকল ফিফথ্ এভিনিউ-এর নীচে East 42nd স্ট্রীটে। জানালা দিয়ে আজব এক জগতের দিকে তাকিয়ে রইল আজাদ। পার্সেল, ব্যাগ ইত্যাদি কাঁধে, হাতে নিয়ে বাবা হেঁটে চলেছেন। পিছনে ছেলেমেয়ের দল। দোকানের সামনে একটি করে ফাদার ক্রিস্টমাস সাজানো। চারিদিকে আলো। চারিদিকে ব্যস্ততা। চারিদিকে প্রাণ আর হাসি। আর গতি।

ছোট ছোট বারগুলোর সামনে প্রচণ্ড ভীড়। ছাদ খোলা গাড়ীর ভিতর থেকে গান গাইছে ছোট ছোট ছেলেমেয়ের দল। ক্রিস্টমাস ট্রি নিয়ে যাচ্ছে। বাড়ীতে গিয়ে সাজাবে। দেরী হয়ে গেছে, কিন্তু গান গাইতে আপত্তি কি!

14th স্ট্রীট পেরোতে প্রায় এক যুগ লাগল। ওয়াশিংটন স্কয়ারের দিকে তাকিয়ে বুক ভরে গেল আজাদের। দ্রুত ছুটছে রোলস্ লোয়ার ম্যানহাটনের দিকে।

বাংলাদেশ সিক্রেট সার্ভিসের ব্রাঞ্চ অফিসের প্রকাণ্ড দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ। ব্যাক ডোর দিয়ে ভিতরে ঢুকল ওরা। আজাদ জানে, ঢোকার সাথে সাথে টিভি ক্যামেরা পাকড়াও করেছে ওদেরকে।

আজাদকে দেখে ব্রাঞ্চের কর্মচারীরা হাতের সব কাজ ফেলে যে-যার চেয়ারে শক্ত হয়ে বসল। চেয়ার ছেড়ে

ওঠার ক্ষমতা নেই কারো। কড়া নির্দেশ। সকলে অবাক বিস্ময়ে দেখল আজাদকে। গট গট করে এগিয়ে গেল আজাদ কর্ণেলের চেম্বারের দিকে। কারো চোখের দিকে না তাকিয়ে।

চেম্বারের ভিতর অদৃশ্য হয়ে গেল আজাদ। গুঞ্জন উঠল অফিস রুমে। বছরে দু'বছরে একবার হয়ত আসে আজাদ নিউ ইয়র্কের ব্রাঞ্চে। চেনার কথা নয় কারো। বাংলাদেশ সিক্রেট সার্ভিসের এজেন্ট তো পৃথিবীর প্রায় সব জায়গাতেই আছে। সংখ্যায় অনেক। কিন্তু আজাদকে চেনে না, ওর কথা শোনেনি এমন একজনও নেই সার্ভিসে। আজাদের মতো দুর্ধর্ষ, মেধাবী, দুঃসাহসী এবং শক্তিশালী এজেন্ট হয় না, সবাই স্বীকার করে। আলাপ করা তো অসম্ভব, চোখে একবার তাকে দেখতে পেলেই ভাগ্য বলে মনে করে সবাই। রোমাঞ্চ অনুভব করে।

কর্ণেল শাজাহান হ্যাণ্ডশেক করে কুশল প্রশ্ন করলেন। উত্তর দিয়ে হাতঘড়ি দেখল আজাদ। কর্ণেল বোকা নন; বুঝতে পারলেন তিনি। দেরী না করে একগোছা চাবী এবং একটা বড় এনভেলাপ আজাদের দিকে বাড়িয়ে দিলেন।

উঠে দাঁড়াল বিদায় নিয়ে আজাদ।

রোলস্ চালিয়ে একাই চলে এলো 62nd স্ট্রীটে আজাদ। আগেও সে 62nd স্ট্রীটের বাড়ীতে থেকেছে। বড় আরাম।

প্রকাণ্ড বিল্ডিং। বিয়াল্লিশতলা। পেন্টহাউস অ্যাপার্ট-

মেন্টের দরজা খুলল আজাদ পকেট থেকে চাবী বের করে। সিটিং রুমে ঢুকে আলো জ্বেলে পরিচিতা স্বর্ণকেশী সিবলিকে খোঁজ করল ও। নিউ-ইয়র্কেই থাকে সিবলি। আজাদ যখন এখানে থাকে তখন রান্নাবান্নার কাজ সিবলিকে দিয়েই করায় সে। ভার্সিটিতে পড়ে মেয়েটা। সুন্দরী! ভারী সুন্দর ওর নিতম্বের গড়ন।

পাওয়া গেল না সিবলিকে। নেই সে নিউইয়র্কে।

ড্রয়িংরুম থেকে বেডরুমে এলো আজাদ। সব গোছানো আছে। প্লেট-গ্লাসের জানালা খুলল ও। শহরের চারিদিকে টাওয়ার লাইট। উঁচু, আকাশ ছোঁয়া বিল্ডিংগুলোর দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেললো আজাদ। 'আমরা কি বাংলাদেশকে এমন করে গড়ে তুলতে পারব না!'

ডবল মার্টিনি তৈরী করে ড্রয়িংরুমে এসে বসল আজাদ। কর্নেল শাজাহানের দেয়া এনভেলাপটা খুলতেই দুটো ফটো বের হলো। ওহ্ গড, নগ্ন যুবতী!

দুটো ফটোই একটি মেয়ের। অদ্ভুত সুন্দর লম্বা পা মেয়েটার, বয়স আন্দাজ বাইশ কি তেইশ। একটা ফটো ন্যুড। টেলিফোটো লেন্সে তোলা হয়েছে। আশ্চর্য তো! মেয়েটা রোদে পুড়েছে নাকি? নাকি নেচারকুলিষ্ট?

নাভির নীচে ছোট্ট একটি নাইলনের মোটা মেট। উরু দুটো অসম্ভব গোল। ব্রা উপচে বেরিয়ে আসতে চাইছে স্তন দুটো। সুস্বাদু!

এনভেলাপ থেকে চিঠিটা বের করল আজাদ।

'প্রিয় জাকি আজাদ! তুমি, সময় নষ্ট না করে, এই ফটোর মেয়েটির সাথে, দেখা করতে পারো কি? ওর নাম ইয়াসমিন ফারজানা। বাঙালী। বর্তমানে বাস করছে 76A East 25th স্ট্রীটে। মেয়েটির সাথে পরিচিত হও। কিছু কথা বলতে চায় ও বিশ্বস্ত একজন লোককে। ওর বিশ্বাস অর্জন করার চেষ্টা কর। ও যতোটুকু বলতে চায় তার চেয়ে বেশী বলার আছে। সেই বেশীটুকুও জানবার চেষ্টা করবে তুমি। আপাততঃ এটুকুই তোমার কাজ। আপাততঃ এর বেশী তুমি আমার কাছ থেকে আশা করো না। গোটা ব্যাপারটার পিছনে, অবশ্যই, আরো অনেক রহস্য এবং তথ্য আছে। কিন্তু সময়মতো তুমি সব জানতে পারবে। তখন আমিও তোমাকে সব বলার অনুমতি পাবো। তোমার শুভাকাঙ্খি; কবীর।'

মার্টিনির গ্লাসে চুমুক দিয়ে উঠে দাঁড়ায় আজাদ। তেপয়ের উপর রাখা টেলিফোনের সামনে একটা ফোল্ডিং চেয়ারে বসল ও। ডায়াল করতে শুরু করল। নগ্ন ফটোটা সামনেই।

রিঙ হচ্ছে অপর প্রান্তে। কয়েক সেকেণ্ড পর একটি মেয়ে কথা বলল, 'হ্যালো—ইয়েস? হ্যালো? হু ইজ ইট? কাকে চাইছেন আপনি? ওহ, মিস ইয়াসমিন ফারজানা। ওয়েল, নাউ, কিন্তু এইমাত্র যে বেরিয়ে গেল···

দাঁড়ান, দেখি পিছু ডেকে পাই কিনা···।'

খানিকক্ষণ পর আবার শোনা গেল মেয়েটার গলা, 'দুঃখিত, চলে গেছে ও। মাত্র পাঁচ মিনিট আগে আপনি যদি রিঙ করতেন তাহলে পেতেন ওকে···।'

'ঠিক আছে।'—বলল আজাদ, 'পরে রিঙ করব আমি। কখন ফিরবে ও···?'

মেয়েটি বলল, 'ফিরবে? মিস ফারজানা ফিরবে ডে-আফটার টুমরো, মানে···সে আমাকে তাই বলে গেছে। দাঁড়ান! মনে করি ঠিক কি বলেছিল, মনে থাকে না আজকাল কথা, আই গেস ইটস্ মিডল এজ (কিশোরী সুলভ হাসি)। হ্যাঁ, মনে পড়েছে, পরশুদিন বিকেলে আসবে বলে গেছে।'

'ঠিক আছে। পরে খবর নেবো আমি।'

'সিওরলি। হু ইজ দিস কলিং?'

আজাদ বলল, 'আমার নাম জাকি আজাদ। মিস ফারজানা একজন লোকের খুব বড় একটা উপকার করেছে, আমি তার বন্ধু। বন্ধুটি ফোন করে মিস ইয়াসমিনকে ধন্যবাদ দিতে বলেছিল আমাকে···।'

'আই সি।'

ধন্যবাদ জানিয়ে রিসিভার ক্রাডলে রেখে দিয়ে গ্লাসের পানীয়টুকু শেষ করল আজাদ। তারপর আবার ডায়াল করল। এবার সিন্ধুকে।

'সিন্ধু, একটা ঠিকানা দিচ্ছি। এই ঠিকানায় মিস ইয়াসমিন নামে এক বাঙালী মেয়ে থাকে। দু'ডজন ব্যাকারা গোলাপ নিয়ে ওখানে চলে যাও। পোর্টারকে দিও না, যদি কেউ থাকে। সোজা উপরে উঠে যাবে।'

'জী, স্যর।'

নগ্ন হয়ে সংলগ্ন বাথরুমে ঢুকল আজাদ। দশমিনিট পর তোয়ালে কোমরে জড়িয়ে বেরিয়ে এলো বাথরুম থেকে। লম্বা আয়নায় নিজেকে দেখে নিল একবার। বিয়াল্লিশ ইঞ্চি বুকে চল্লিশ লাখ লোম। নরম, সুন্দর পশমের বিছানা। কে আজ মাথা রাখবে এখানে?

ফোন এলো। সিন্ধুর।

'মিস ইয়াসমিন নেই, স্যর। তিনি বক্সিং ডে-তে ফিরবেন। মিস স্প্রীং নামে একজনের সাথে মিস ইয়াসমিন থাকেন। মিস স্প্রীং আপনার ঠিকানা চেয়েছিলেন যাতে মিস ইয়াসমিন ফেরা মাত্র আপনার নাম ঠিকানা তাকে দিতে পারেন। আমি ঠিকানা দেইনি।'

'ভাল করেছ, সিন্ধু।'

ভালো হলো না কিন্তু। ফ্লোরিডায় ফেরা হচ্ছে না। টায়রার মুখটা ভেসে উঠল। দুর ছাই, ভাল্লাগেনা! ভাল না লেগে উপায়ও নেই, যা হবার হয়েছে—এটাও তো নিউইয়র্ক। ক্রিস্ট্রমাস ইন নিউইয়র্ক—মন্দ কি!

আর একটা মাটিনি তৈরী করল আজাদ। কার

সাথে নাচবে আজ সে? রাত এখনও যুবতী। কার ঠোঁটে চুমু খাবে সে আজকের রাতে?

রনি
@roni060007

ধৈর্য এবং সাধনার চরম পরীক্ষা দিয়ে চলেছে আজাদ। ঊনবিংশতম দফা ডায়াল করতে শুরু করল ও।

'জেলী?···আচ্ছা, কোথায় গেছে বলে যায় নি?··· ঠিক আছে। না, না, পুরনো বন্ধু আমি···না, জরুরী কোনও দরকার ছিল না···ধন্যবাদ। ওহ্, সিওর 'এ্যাণ্ড এ মেরী ক্রিস্টমাস টু ইউ।'

রিসিভার রেখে দিয়ে আরও একটি সিগারেট ধরাল আজাদ। আশ্চর্য! একের পর এক বান্ধবীকে ফোন করছে ও। এবং প্রতিটি জায়গা থেকে খবর পাওয়া যাচ্ছে—হয় কেউ নিউইয়র্কে নেই, নয়তো অসুস্থ, নয়তো বন্ধুদের সাথে বাইরে বেরিয়ে গেছে, কিম্বা মার্কেটিং করতে গিয়ে এখনও ফেরেনি। করবেট, নিউইয়র্কে আজাদের সবচেয়ে প্রিয় বান্ধবী—সে গেছে হলিউডে। ডলি মণ্ড, সে গেছে ফ্লোরিডায়।

ক্রসবী। মনে পড়েছে। গতবার তিনরাত কাটিয়ে ছিল আজাদ ক্রসবীর সাথে। ডায়াল করল ও। সৌভাগ্য, পাওয়া গেল ক্রসবীকে।

'হ্যালো, ক্রসবী ?'

'কে···? আজাদ···নাকি! ডারলিং, কেমন আছো ? বিশ্বাস করতে পারছি না। কোথা থেকে···?'

'কি করছ ? ব্যস্ত নাকি ?'—ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল আজাদ।

'আজাদ, ডারলিং, আই আস্ক ফর নাথিং মোর হেভেনলি বাট আই সিম্পলি ক্যান নট টুনাইট। ম্যামি এখানে এসেছে। এ্যাণ্ড সি নীডস মি। ওয়াল্টার, স্টেপ ফাদার, রচেষ্টার থেকে আজ মাঝরাতে এখানে পৌঁছুচ্ছে···বুঝতেই পারছ ?'

উপায় নেই। এবার কে ? কাকে ফোন করবে সে ? ক্যারল টলমিন ?

ডায়াল করল আজাদ। পাওয়া গেল। কিন্তু রহস্যময় করেকটা কথা বলে ফোন ছেড়ে দিল সে।

জেনকা ফিস ?

আবার ডায়াল করল আজাদ।

কিন্তু কাজ হলো না। দশ মিনিট পর চেয়ারে হেলান দিয়ে বসল আজাদ। পরাজিত।

আবার মার্টিনি।

দশ মিনিট পর গ্লাস নিঃশেষ করে উঠতে যাবে আজাদ, এমন সময় রিঙ হলো। ক্রাডল থেকে রিসিভার তুলল ও।

'আজাদ ডারলিং, আমি শুনলাম তুমি আমাকে ফোন করেছিলে।'

কোনও ভুল নেই। ডলি মণ্ডের গলা।

'ডলি!'—আজাদ চিৎকার করে উঠল, 'তোমাদের বাটলার আমাকে বলল তুমি নাকি ফ্লোরিডায় গেছো!'

'ফ্লোরিডা থেকেই তো বলছি।'—ডলি বলল, 'বিশেষ এক কারণে বাটলার ফোন করেছিল আমাকে নিউইয়র্ক থেকে। ওর কাছেই তোমার ফোন করার কথা শুনলাম। কেমন আছো? আজ রাতের প্রোগাম কি তোমার?'

'প্রোগ্রাম না থাই।'—আজাদ তিক্ত গলায় বলল, 'কেউ নেই শহরে। যারা আছে তারা অন্যান্যদেরকে নিয়ে ব্যস্ত।'

'বুঝতে পারছি।'—ডলি বলল, 'এক কাজ করো না। পরবর্তী প্লেনে চলে এসো এখানে। এখুনি। বাড়ীতে পার্টি দিচ্ছি আমরা। খুব মজা হবে।'

'সম্ভব নয়।'—আজাদ বলল।

'কিন্তু, আজাদ, তোমাকে নিঃসঙ্গ এবং নিরানন্দ মনে হচ্ছে। এর কোনও মানে হয় না। ইটস্ ক্রিস্টমাস ঈভ, মাই লাভ। শোনো। একটা কথা মনে পড়েছে। তুমি সিসিল পার্টির কথা জানো? আগে কখনও গেছো সিসিলদের পার্টিতে? মাই ডিয়ার, তাহলে আজ রাতে অবশ্যই যাও তুমি। ক্রিস্টমাস ইভেই হয় সিসিলদের পার্টি···হ্যালো··· হ্যালো···আজাদ···শুনতে পাচ্ছ তুমি···'

শব্দ অস্পষ্ট হয়ে আসছে। লাইন সম্ভবত কেটে যাবে।

'...অসম্ভব মজা পাবে তুমি ওখানে। সিসিলরা বড় অদ্ভুত দম্পতি...তোমার কথা আমি মোটেও শুনতে পাচ্ছি না আজাদ...ওদের বাড়ীটা চেনো নিশ্চয়ই...চেনো না?'

'কি হলো, কিছুই শোনা যাচ্ছে না।'

'...আজাদ, নিশ্চয়ই ঝড় হচ্ছে...যান্ত্রিক শব্দ ছাড়া আর কিছুই শুনতে পাচ্ছিনা...অপারেটর...অপারেটর...ডারলিং বুঝতে পারছি এখুনি কানেকশন কেটে যাবে...আজাদ লিলিয়ান ভিভাকে ফোন করো—বুঝলে? হ্যাঁ, ফোন করো—নিশ্চয়ই চেনো ওকে। পরিচয় হয়েছিল ওর সাথে তোমার—কোথায় যেন? দাঁড়াও—সম্ভবত, পার্ক প্লেটে—

'হুঁ, হয়ত—।'

'ওকে ফোন করো...ওর নাম্বার দিচ্ছি, দাঁড়াও... (কয়েক মুহূর্তের বিরতি)...মনে করতে পারছিনা ওর নাম্বার। লেখা আছে আমার কাছে। ঠিক আছে...আমি কয়েক মিনিট পর ওকে ফোন করে বলে দিচ্ছি, ও তোমাকে ফোন করবে.....বলে তো যাচ্ছি, কিন্তু তোমার কথা মোটেই শুনতে পাচ্ছিনা...আমার কথা শুনতে পাচ্ছ তুমি?'

'মনে হচ্ছে জেমিনি থেকে কথা বলছ তুমি...।'

লাইন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল হঠাৎ। প্রত্যাশিতভাবেই।

দশমিনিট পর আবার বেল বাজল।

'লিলিয়ান ভিভা বলছি।'—মেয়েটি বলল, 'ডলি বলল তুমি নাকি আমাকে চিনতে পারো নি। যাকগে, তাতে

কিছু মনে করার নেই···।'

বাধা দিয়ে আজাদ বলল, 'ডলি এবং আমি পরস্পরের কথা শুনতে পাচ্ছিলাম না···।'

লিলিয়ান ভিভা। কবে, কোথায়, কার সাথে দেখেছে ও? চেষ্টা করল আজাদ। কিন্তু মনে করতে পারল না।

লিলিয়ান বলে চলেছে, 'ডলি বলল সিসিল দম্পতির বিখ্যাত পার্টি সম্পর্কে তুমি আগ্রহী।'

ব্যাখা দিতে শুরু করল ভিভা।

সিসিলরা কোটিপতি। সাহিত্যিক, আঁকিয়ে, নাট্যকার, অভিনেতা অভিনেত্রী প্রভৃতিদের প্রতি ভীষণ সহানুভূতি-শীল। এদের সৃষ্টির দাম দেয় তারা। সাহায্য করে অর্থ দিয়ে। এই ব্যবস্থাপনার পিছনে একটা ঘটনা আছে।

ডিসেম্বরের কোন একদিন এক যুবক কবি নিউইয়র্কে আসে। এই কবিকে সিসিলরা আর্থিক সাহায্য করতো। কিন্তু নিউইয়র্কে এসে কবি দেখে যে সিসিলরা নেই নিউ-ইয়র্কে। দশদিন অপেক্ষা করল কবি। টাকা পয়সার অভাবে বেপরোয়া হয়ে উঠছিল সে। নিউইয়র্কে সে আর কাউকে চিনতো না। অথচ খাওয়া দাওয়া না করে ক'দিন থাকা যায়? শেষ অবদি আত্মহত্যা করল কবি। সেদিনটা ছিল ক্রিস্টমাস ঈভ।

খবর পেয়ে সিসিলরা ভয়ানক মুষড়ে পড়ল। এবং পরের বছর থেকে তারা ক্রিস্টমাস ঈভে বিরাট পার্টি

দেবার ব্যবস্থা করল। যাতে ক্রিস্টমাস ঈভে কেউ খাওয়ার অভাবে আত্মহত্যা না করে।

ভিভা বলে চলেছে, 'কিচেনে সম্ভাব্য সব রকম খাবার এবং সম্ভাব্য সবরকম পানীয় প্রচুর পরিমাণে পাবে তুমি। চাকরবাকরদের ওপর সব ভার দিয়ে দেয়া হয়। পার্টি সারারাত এবং সাধারনত গোটা ক্রিস্টমাস ডে ধরে চলতে থাকে। এবং সিসিলরা আজকের এবং আগামীকালকের দিনটি কাটায় সবসময় নিউয়র্কের বাইরেই। ব্যবস্থাটা নিঃসঙ্গদের জন্যেই। খুব মজা পাবে, গিয়েই দেখো···।'

নয় কেন? ভাবল আজাদ। ওখানে পরিচিত কাউকে পেয়ে যাওয়াও সম্ভব।

'মারাত্মক শোনাচ্ছে।'—বলল ও।

'ঠিকানাটা দিচ্ছি···!'

অনেক প্রত্যাশা নিয়ে সিসিল ম্যানসনে পা রাখল আজাদ।

বড় সুন্দর বাড়ী। উঠোনে গাড়ী এবং ট্যাক্সি পার্ক করা। সিঁড়ির বাঁকে, মাথার উপর চারটে ফুলসাইজ বোলডিনি প্রতিকৃতি। করিডোরের দু'পাশের রুমগুলোয় লোক গিজ গিজ করছে। কিশোরী এবং যুবতীই বেশী। অদ্ভুত সব মেয়েরা অদ্ভুত সব পোশাক পরে অদ্ভুত সব আচরণ করছে। অর্ধ নগ্ন, নগ্ন মেয়ে যেমন দেখা যাচ্ছে তেমনি সুসজ্জিত

পোশাক পরা মেয়েরও অভাব নেই। কিন্তু কেউ নিঃসঙ্গ না। প্রত্যেকেরই সঙ্গী আছে।

একজন ফুটম্যান নত হয়ে অভ্যর্থনা জানাল আজাদকে। পয়লা রুমের ভিতরই ঢুকে পড়ল ও।

ব্লাক জাজ এক কোণা থেকে চমৎকার ব্যাণ্ডে বাজাচ্ছে। জোড়ায় জোড়ায় যুবক-যুবতীরা নাচছে। ছুটো-ছুটি করছে আর একদল যুবক-যুবতী। মেয়েরা বেশী চঞ্চল এখানে। ওদের হাসিতে কান পাতা দায়।

'শ্যাম্পেন, স্যর?'

একটা গ্লাস নিল আজাদ ট্রে থেকে। স্বর্ণকেশী একটি মেয়ে চোখের পাতার উপরের অংশে রঙ লাগিয়েছে। চোখ বন্ধ করলে দেখা যাচ্ছে তার চোখ দুটোর পাতা নীল। আজাদ বলল, 'হাই!'—কিন্তু মেয়েটি ভিড়ে মিশে গেল।

'গুড এভিনিঙ।'—দাড়িওয়ালা একজন লোক সামনে এসে দাঁড়াল, 'টেরিফিক, না?'

ঝকঝকে মুক্তোর মতো দাঁত বুড়োর।

'আগে কখনও এসেছেন?' জিজ্ঞেস করল আজাদ।

'নো গাড।'—দুলে দুলে হেসে উঠল বুড়ো। তার গ্লাস থেকে ছিটিয়ে পড়ল মেঝেতে শ্যাম্পেন, 'সবাই আসে। প্রত্যেক বছর আসা হয়। কে জানে না এই পার্টির কথা? ওল্ড ক্যাপল, দ্য সিসিল। কিচেনে গিছেন

আপনি? ক্রিস্ট, গিয়ে দেখুন শুধু একবার। রাজ্যের শূকর, ভেড়া, গরু এবং ছাগলের রান ঝলসানো হচ্ছে। এক হাজার চিকেন রোষ্ট করা হয়েছে—আরো লাগলে পাওয়া যাবে। আঙ্গুর আর আপেল শত শত ঝুড়ি ভর্তি। ওয়াইন? ও মাই গড···।'—বৃদ্ধ চোখ বড় বড় করে আনন্দে আত্মহারা, 'বারোজন শোবার মতো চায়নিজ বেড আছে ওপরে, বারোটা রুমে। অ্যাই এ্যাম এ নন্ এক্সপ্রেশনিষ্ট মাইশেলফ। হোয়াট ইউ আর?'

'ওহ্—হার্ড-এজ।'—বলল আজাদ।

একটি কিশোরী ছুটে আসছে। মাথায় তার চোঙা টুপি। মিনারের মতো। পিছনে একটি ফিতের লেজ। ছুটছে মেয়েটি। পিছু পিছু অনুসরণ করছে পাঁচ-ছয় জন যুবক।

এক রুম থেকে আরেক রুমে এলো আজাদ। বুফের সামনে দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরিয়ে এদিক ওদিক দেখতে লাগল ও। মোটামুটি মন্দ না। কিন্তু একটা ব্যাপার খুবই অদ্ভুত। নিউইয়র্কে বন্ধু-বান্ধব ওর অসংখ্য। কিন্তু পরিচিত একজনকেও দেখা যাচ্ছে না কেন এখানে?

'এ লিটিল মোর শ্যাম্পেন, স্যর?'—বুফের পাশ থেকে একজন ওয়েটার সমীহভরে বলল।

'থ্যাঙ্কস্,'—গ্লাসটা বাড়িয়ে দিল আজাদ। ওর গ্লাসের পাশে আর একটি গ্লাস দেখল ও। ফর্সা একটি হাতে

ধরা গ্লাসটা। দৃষ্টি দিয়ে হাতটা অনুসরণ করল আজাদ।

মেয়েটি ওয়েটারের দিকে হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে তাকিয়ে আছে অন্য দিকে। অবশ্যি ফিরে তাকাল পরমুহূর্তেই।

প্রচণ্ড একটা ধাক্কা খেল আজাদ মেয়েটির অদ্ভুত সুন্দর মুখ দেখে। কালো ববড্ চুল। মেয়েটির মুখের একটি পাশ, গালের কাছাকাছি, আশ্চর্য একটা টোল পড়েছে। উজ্জ্বল পিতল গায়ের রঙ। ঠোঁট দুটো আধখোলা। তাকিয়ে আছে সে আজাদের দিকে! বাঙালী মেয়ে।

ধীরে ধীরে হাসল মেয়েটি। মাপা মার্জিত হাসি।

'হ্যালো।'—কথা বলল প্রথম আজাদ।

'হ্যালো।'

খুক্ করে কাশল বুকে ওয়েটার। শ্যাম্পেন ভরা দুটো গ্লাস দু'জনের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে অপেক্ষা করছে সে।

হেসে ফেলল ওরা দু'জন। মেয়েটির হাসি শুনে আনন্দের ঢেউ বয়ে গেল আজাদের বুকের ভিতর। কি মিষ্টি!

পরস্পরের চোখের দিকে তাকিয়ে আছে ওরা।

সাধারণ একটি কার্ডিন পোশাক মেয়েটির পরনে। কালো রঙের কাপড়। গোল করে ছাঁটা। গোল গোল ছিদ্র পোশাকের নানা জায়গায়। উজ্জ্বল পিতলের মতো গায়ের রঙ দেখা যাচ্ছে।

'নাম কি তোমার?'

'বনবন।'

জনান্তিকে উচ্চারণ করল আজাদ। বন বন।

'তোমার?'

'আজাদ।'

'বাঙালী?'

'তুমিও তো।'

পাশাপাশি হাঁটতে শুরু করল ওরা। কোথায় যেন নতুন ক'রে বাজনা বেজে উঠল। রুলেৎ খেলায় বিভোর ছেলে মেয়ে গুলোকে পাশ কাটিয়ে স্বল্প আলোকিত লাউঞ্জে এসে সোফায় বসল ওরা। বনবন আনন্দে, উৎসাহে ডগমগ করছে। কিন্তু অদ্ভুত একটা বোধ পেয়ে বসেছে আজাদকে। এই বিচিত্র অনুষ্ঠানের মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু একটা আছে বলে সন্দেহ হচ্ছে ওর। খুঁত খুঁত করছে মন। অথচ কারণটা খুঁজে পাচ্ছে না আজাদ। সবাই আনন্দ করতে ব্যস্ত। সবাই হাসছে, খাচ্ছে, নাচছে, গাইছে। কোথাও কোনও অস্বাভাবিকতা নেই। কিন্তু তবু কেন এমন সন্দিহান হয়ে উঠছে সে?

'বনবন, আগে কখনও তুমি এ-ধরনের পার্টিতে এসেছ?' —জিজ্ঞেস করল আজাদ।

'হুঁ,'—বনবন সহাস্যে বলল, 'অনেকবার।'

'তার মানে তুমি নিঃসঙ্গ বলে মনে করো নিজেকে?'

'মনের মতো পুরুষ পাওয়া কষ্টকর।'—আবার হাসল বনবন। ছোট ছোট মুক্তোর মতো দাঁত।

মেন রুমে ফিরে এলো ওরা আলাপ করতে করতে। এই প্রথম আজাদ একজন পরিচিত লোককে দেখল। পাশকার ইবনে আনিসুর রহমান। লেটেস্ট ইন্টারন্যাশনাল প্লেবয়, সুপুরুষ. আধডজন কোটিপতি মেয়ের প্রাক্তন স্বামী। তার সম্পত্তির পরিমান, শোনা যায়, ছুশো চব্বিশ মিলিয়ন আমেরিকান ডলার। ধীর পায়ে হেঁটে বেরিয়ে যাচ্ছে সে মেন রুমের আরেক দরজা দিয়ে। তার চারপাশে কয়েক জন কিশোরী এবং যুবতী মেয়ে।

'দেখলে কে এসেছে এখানে?'—বলল আজাদ।

'দেখলাম।'—খুব একটা আগ্রহ দেখাল না বনবন। কারণ এদিকে আরেক কাণ্ড শুরু হয়েছে। কাগজের পোশাক পরেছিল এক মেয়ে! কে যেন তার পোশাকে শ্যাম্পেন ঢেলে ভিজিয়ে দিয়েছে। তার পিছনে যুবকের দল লেগেছে। মেয়েটি হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ছে। ফুলছে তার যৌবন ভারাক্রান্ত দেহ। ছিড়ে যাচ্ছে কাগজ হাসির দমকে। দেখা যাচ্ছে তলপেট, উরু, দুই স্তনের মধ্যবর্তী গিরিপথ ইত্যাদি।

হঠাৎ কে যেন ল্যাং মারল মেয়েটাকে। প্রচণ্ড শব্দে হেসে উঠল সবাই। হুমড়ি খেয়ে উপুড় হয়ে পড়েছে মেয়েটা। ছিড়ে গেছে ভেজা কাগজ। সুন্দর পিঠ দেখা যাচ্ছে। নিতম্বের প্রায় সম্পূর্ণ অংশই এখন উন্মুক্ত।

উঠে দাঁড়াল মেয়েটা খিল খিল করে হাসতে হাসতে। তারপর ছুটল। পিছু নিল যুবকের দল।

'এভাবেই চলবে সারাটা রাত ?'— জানতে চাইল আজাদ।

'হ্যাঁ',—বলল বনবন, 'আগামীকাল রাত অবদি। আজ রাত দুটোয় সবাইকে একটা করে টিকেট দেয়া হবে। টিকেটে যা লেখা থাকবে তাই করতে হবে সবাইকে। এটাই একমাত্র শর্ত এই পার্টিতে আসার।'

চারপাশে হৈ-হট্টগোল। চিৎকারে কান পাতা দায়। কিন্তু আনন্দের চিৎকার বলেই সহ্য করা যায়। কেউ চুপ করে বসে নেই। হাঁটছে, নাচছে কিম্বা ছুটছে। এতো কিছুর মধ্যেও ওরা পরস্পরের সম্পর্কে প্রশ্ন করল। কেন এসেছে আজাদ নিউইয়র্কে ? দেশে কি করে সে ? দেশের অবস্থা এখন কেমন ? দাঁড়িওয়ালা নন্ এক্সপ্রেশনিষ্ট হঠাৎ প্রায় টলতে টলতে এসে হাজির। তার সাথে একদল কিশোরী। দু'জন কিশোরীকে দুই হাত দিয়ে দু'পাশে ধরে রেখেছে সে। পালাক্রমে একবার এর গালে, একবার ওর গালে চুমু খাচ্ছে। দুটো কিশোরীর মধ্যে একজনের ব্লাউজ কাঁধ থেকে নেমে ঝুলে পড়েছে অনেকটা। তার রাঙা স্তন দেখা যাচ্ছে। কিন্তু সেদিকে তার খেয়াল নেই। বুড়োর সাথে খুব মজা লুটছে সে।

'বনবন,'—আজাদ বলল, 'তোমার সম্পর্কে কিছু বলো।'

'অনুমান করে নাও।'

'মডেল ? কিম্বা মেক-আপ গাল ? নাকি কোনও মিলিওনিয়ার ব্যবসায়ীর মেয়ে বা বউ ?'

খিলখিল করে হেসে উঠল বনবন। সারা শরীরে আনন্দের ঢেউ বয়ে গেল আজাদের। হঠাৎ দুই হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল বনবন আজাদকে।

'চুমো খাও।'

আশপাশ থেকে কয়েকজন উৎসাহ দিয়ে নানা মন্তব্য করল। একটি কিশোরী মেয়ে সবচেয়ে বেশী লজ্জা দিল আজাদকে। চিৎকার করে সে বলে উঠল, 'তুমি যদি না পারো তবে সরে যাও! মেয়ে হলে কি হবে, তোমার চেয়ে গুছিয়ে করতে পারি কাজটা…!'

চুমো খেল আজাদ। ঠোঁটকাটা সেই কিশোরীটিই সবার আগে হাততালি দিয়ে উঠল।

কেন যেন, হঠাৎ নিজেকে ক্ষুধার্ত এবং উত্তপ্ত মনে হলো আজাদের। বাড়ীটা প্রকাণ্ড। মেন রুম থেকে বেরিয়ে উপর তালার একটি নির্জন রুমে এলো ওরা। গালে গাল ঠেকিয়ে স্টেরিয়ো নাচল ওরা। নাচের শেষে আজাদ বনবনকে আকর্ষণ করে নিয়ে এলো ডিভানে। বনবনকে শুইয়ে দিয়ে পাশে বসল আজাদ। ব্লাউজের ভিতর হাত ঢুকিয়ে দিয়ে আজাদ হাসল।

কিন্তু উঠে বসল বনবন।

'৮টা বাজে।'—বলল সে রহস্যময় ভাবে হেসে, 'চলো নিচে যাই, টিকেট নিতে হবে।'

নিচে নেমে এলো ওরা। মেন রুমে ভিড় জমিয়েছে

সবাই। টেপ-রেকর্ডে শোনা যাচ্ছে এক বৃদ্ধার গলা। সবাই নিঃশব্দে শুনছে। নিঃসন্দেহে মিসেস সিসিলের বক্তৃতা হচ্ছে টেপে।

'...এবং বিশ্বাস করি তোমরা আজকের উৎসবের দিন প্রাণ ভরে, মন ভরে উপভোগ করবে...।'

বক্তৃতা থামতে একজন মাইকে ঘোষণা করল, 'এবার সবাই ভাগ্য পরীক্ষার জন্যে টিকেট সংগ্রহ করুন।'

বহু লোক টিকেট দেবার দায়িত্বে নিযুক্ত। বনবন ভিড় ঠেলে দুটো টিকেট নিল।

দুটো এনভেলাপ। আজাদকে দিল একটা বনবন, 'দেখি, খোলো, কি আছে ভেতরে?'

এনভেলাপের উপর লেখা, 'তোমার সঙ্গীনিকে স্ট্রেঞ্জার কে-তে নিয়ে যাও সাঁতার কাটার জন্যে। ভেতরে প্লেনের টিকেট আছে।'—স্ট্রেঞ্জার কে? বারমুডায় না?

'তুমি কি পেয়েছ?'—বনবনকে জিজ্ঞেস করল আজাদ।

নিজের এনভেলাপটা দিল বনবন আজাদের হাতে। উপরে লেখা, 'তোমার সঙ্গীর নার্ভ পরীক্ষা করো। তোমার জন্যে এনভেলাপে আছে একটি চেক। টাকাগুলো তুলে এশিয়ার গরীব মিশকিনদেরকে বিলিয়ে দিয়ো।'

বনবন জিজ্ঞেস করল, 'স্ট্রেঞ্জার কে-তে যাচ্ছ নিশ্চয়? সঙ্গীনি হিসেবে কাকে নিচ্ছ?'

'কিন্তু, বনবন,'—চিন্তিত দেখাল আজাদকে, 'আমার

পক্ষে অতোদূর এই মুহূর্তে যাওয়া একেবারে অসম্ভব…।'

'ঠিক আছে।'—বনবন বলল, 'আর একবার ভাগ্য পরীক্ষা করা যেতে পারে।'—ভিড় ঠেলে আবার এগিয়ে গেল বনবন।

বনবন টিকেট বিলিরত লোকটাকে বলল, 'এটা ফরফিট। আর একটা এনভেলাপ দিন।'

'এই যে, আপনার।'

খুলে এনভেলাপে লেখা, 'তোমাকে খালি পায়ে কোনও এক থানায় পুলিশ স্টেশনে যেতে হবে। সেখানে গিয়ে [illegible] সামনে যে কোনো কবিতার একটি লাইন আবৃত্তি করতে হবে। সাক্ষী অবশ্যই সঙ্গে থাকতে হবে।'

লেখাটা পড়ে হেসে ফেলল দুজনেই। বাইরে বেরিয়ে এলো ওরা। বাইরে বেরিয়ে বনবনের বুইক কনভার্টিবলে চড়ে বসল দু'জন।

স্টার্ট দিল গাড়ীতে আজাদ। মেকআপ ঠিক করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল বনবন। আজাদ রেডিও অন করে দিল। হালকা ফ্রেঞ্চ মাস মিউজিক বেজে উঠল। ফরেষ্ট লেকের দিকে যাবার ইচ্ছা আজাদের। টাগ ওয়াকারের একটা ছোট্ট বাড়ী আছে ওখানে। নিউইয়র্কে এলে ওখানে থাকত আগে আজাদ। ঘনিষ্ঠ বন্ধু টাগ। চাবী কোথায় আছে জানে আজাদ। টাগের সাথে কথা বলাই আছে। আজাদ নিউইয়র্কে এলে ওখানে থাকতে পারবে। টাগ

এখন সায়গনে। বেচারা!

ফাঁকা রাস্তা! আজাদের কাঁধে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছে বনবন। তাকাল আজাদ। মুচকি হাসি ফুটে উঠল ওর ঠোঁটে। শিশুর মতো অসহায় দেখাচ্ছে বনবনকে। নিজের অজান্তেই বনবনের বুকের দিকে চোখ পড়ল ওর। বড় বন্য গড়ন বনবনের স্তনের।

মারলো গ্রামের উপর দিয়ে ছুটে চলেছে গাড়ী। সূর্য উঠছে পূবাকাশে। বরফ পড়তে শুরু করেছে। গুড়ো গুড়ো।

থানার সামনেই গাড়ী দাঁড় করাল আজাদ। ঘুম থেকে জেগে উঠে হেসে ফেলল বনবন, 'ভোলো নি তাহলে?'

নামল ওরা। গেট দিয়ে থানার ভিতরে ঢুকে অফিসের দিকে পা বাড়াল ওরা। হাসি চেপে রাখার চেষ্টা করছে বনবন। পারছে না।

অফিসারটি প্রৌঢ়। মুখ তুলে তাকাতেই আজাদ বলল, 'খালি পায়ে আসার জন্যে ক্ষমা চাইছি। ডাক্তার বলেছে বরফের উপর দিয়ে খালি পায়ে হাঁটতে—কাফিমোবিয়া, বড় বিশ্রী অসুখ।'

'উদ্দেশ্য, স্যর?'

এতোটুকু হাসল না আজাদ। পিছনে দাঁড়িয়ে খুক খুক করে কাশছে বনবন। গালে হাত চাপা দিয়ে হাসি চাপার চেষ্টা করছে সে।

'একটা সিগারেট কেস চুরি গেছে, অফিসার।'—গম্ভীরভাবে বলল আজাদ, 'উপরে লেখা হুইট ম্যানের একটি লাইন—"'I'rais'd be the fathomless universe." '

অফিসার ডায়রী লিখতে শুরু করল। নিঃশব্দে বেরিয়ে এলো ওরা বাইরে।

স্থানীয় পোষ্টম্যানের বাড়ী থেকে চাবী নিয়ে টাগের বাড়ীর ভিতর ঢুকল ওরা পনের মিনিট পর।

কিচেনে একটি মিটসেফে পাওয়া গেল এক বোতল ক্লজ না বারে বভারী। বোতল এবং গ্লাস নিয়ে ফিরে এলো আজাদ বেডরুমে। শুয়ে পড়েছে বনবন কাপড় খুলে।

বাইরে বরফ পড়ছে।

'ঘুমালে নাকি?'

চাদরের ভিতর থেকে মাথা বের করল বনবন, 'না, এসো।'

'গরম হয়ে নিই।'

চাদর গায়ে জড়িয়ে খাটের কিনারায় চলে এলো বনবন।

চটপট বোতল আধখালি করে আজাদ বলল, 'এবার?'

'এবার।'

সরে যেতে শুরু করল বনবন। খপ্ করে চাদরের একটা কোনা খামচে ধরে টান মারল আজাদ। নিরাবরণ হয়ে পড়ল বনবন। চাদরটা ফেলে দিল মেঝেতে আজাদ।

'আজাদ!'—লজ্জায় দু'হাত দিয়ে শরীরের গুপ্তস্থান ঢাকার চেষ্টা করতে করতে বনবন কৃত্রিম রোষকষায়িত দৃষ্টিতে তাকাল।

সার্ট খুলে ফেলল আজাদ। স্যাণ্ডো গেঞ্জির ভিতর প্রকাণ্ড বুকটার দিকে তাকিয়ে বনবন দম বন্ধ করল, বলল, 'তাড়াতাড়ি এসো। মাগো, তোমাকে দেখে ভয়ই করছে!'

প্যাণ্ট খুলে ফেলল আজাদ। বলল, 'ভয় পাওয়া তোমার উচিৎ। আমি ভয়ঙ্কর ক্ষুধার্ত।'

নগ্ন হয়ে বিছানায় উঠল আজাদ। দুই হাত দিয়ে বনবনের নগ্ন নরম উজ্জ্বল লাবণ্যময় দেহটাকে গুইয়ে দিল চিৎ করে।

'মাগো!'—চুলুচুলু চোখে তাকিয়ে থেকে বলে বনবন, 'কি বড় বড় চোখ তোমার! গিলে খেয়ে ফেলবে নাকি!'

'কী সুন্দর তুমি বনবন।'—আজাদ হাত রাখল বনবনের কদলীকাণ্ডের মতো গোল উরুতে।

শিরশির করে উঠল বনবনের সর্ব শরীর।

ঝুঁকে পড়ল আজাদ। বনবন অনুভব করল ওর তলপেটে আজাদের ঠোঁটের স্পর্শ।

'এসো।'—অসহ্য আনন্দে ছটফট করছে বনবন। পা দুটো ভাঁজ করছে একবার তারপর আবার সমান্তরাল ভাবে মেলে দিচ্ছে, 'আজাদ, ডারলিং—এ-এ-এসো না!'

একটা হাত উঠে এলো আজাদের! বনবনের শক্ত বাঁ স্তনের উপর হাতটা থামল। পাঁচ আঙুল দিয়ে মুঠো করে ধরল আজাদ নরম মাংস।

'এসো।'—অধৈর্য হয়ে উঠছে বনবন।

'এখুনি নয়, ডারলিং।'—বলল আজাদ, 'আগে গরম হও। তা না হলে আমার উত্তাপে পুড়ে যাবে যে।'

'দুষ্টু, পাজী!'—বনবন আজাদের মাথার চুল খামচে ধরল, 'আজ আমার কপালে খারাবী আছে বুঝতে পারছি। মেরে ফেলবে না তো আমাকে···?'

উত্তর দিল না আজাদ। বড় বেশী ব্যস্ত হয়ে পড়েছে ও।

তিন

সেণ্ট্রাল পার্কের উত্তর প্রান্তে নামিয়ে দিল বনবন পরদিন সকালে আজাদকে। পরে ফোন করবে জানাল।

পেণ্টহাউস অ্যাপার্টমেণ্টে ফিরে এলো আজাদ হেঁটে! পোশাক ছেড়ে শাওয়ার সারল ও। শেভ করল। তারপর ফোনে নীচের রেঁস্তোরায় লাইট ব্রেকফাষ্টের অর্ডার দিল: গ্রেপফ্রুট টোষ্ট, মারম্যালেড্ আর কফি।

ব্রেকফাষ্ট সারতে সারতে ইয়াসমিন ফারজানার বিষয়টা নিয়ে ভাবল আজাদ। ফোন করার কথা ভাবছিল ও! কিন্তু সিদ্ধান্ত পাল্টে ফেলল। দশ মিনিট পর অ্যাপার্টমেণ্ট থেকে নামল এলিভেটরে চড়ে নীচে। ট্যাক্সি নিল আজাদ।

76A নম্বর বিল্ডিংটা খয়েরী রঙের। ঢোকার মুখে, দরজার দু'পাশে, চক দিয়ে বাচ্চাদের হাতের লেখা দেখল আজাদ। পাঁচ তালায় উঠে গেল ও এলিভেটের চড়ে। নির্জন করিডোর। ইয়াসমিন ফারজানার রুমটা বন্ধ। পকেট থেকে এক টুকরো কাগজ বের করে লিখল আজাদ, 'তোমাকে না পেয়ে দুঃখিত। খবর ছিল। পরে খোঁজ নেব। জাকি আজাদ।'

দরজার সামান্য ফাঁকের ভিতর দিয়ে কাগজের টুকরোটা রুমের ভিতর ঢুকিয়ে দিল আজাদ। তারপর ফিরে যাবার জন্য ঘুরে দাঁড়াল ও।

পাঁচ হাত দূরে দাঁড়িয়ে আছে এক অসম্ভব মোটা মেয়ে। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সে আজাদের দিকে।

হাসি পেলো আজাদের। এতো মোটা মেয়ে সে দেখেনি আগে। দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরলেও কূল পাওয়া যাবে না।

'কে তুমি? উঁকি ঝুঁকি মারছ যে বড়?'—ঝগড়াটে গলা মেয়েটার।

'মিস ইয়াসমিনকে খুঁজছিলাম।'—বলল আজাদ।

'সে নেই।'—বিরক্তির সাথে উত্তর দিল মেয়েটা।

'মিস স্প্রীং কোথায়? ইয়াসমিনের সাথে একই রুমে থাকে সে—।'

'স্প্রীং?'—মেয়েটার শরীরের থলথলে মাংস দুলে উঠল, 'বেশ্যা মাগিটার কথা আমাকে জিজ্ঞেস করো না! ওই খানকীই তো সব্বোনাশ করছে অমন ভাল মেয়েটার। আমার বিশ্বাস, বুঝলে মিষ্টার, ওই ছেনাল মাগীই দায়ী ওদের ফুড পয়জনিংয়ের জন্যে—।'

'ফুড পয়জনিং?'

'হ্যাঁ। ইয়াসমিনও আক্রান্ত হয়েছে।'

'তারমানে?'—খাড়া হয়ে উঠল আজাদের ঘাড়ের লোম, 'কখন?'

'অতো কথা জানিনা বাপু,'—মেয়েটা ঘুরে দাঁড়ালো। হাঁটার সময় অদ্ভুত ছন্দে দুলে দুলে উঠছে থলথলে চর্বি আর মাংস, 'কিন্তু তুমি কে হে, শুনি? পুলিশ, ডিটেকটিভ?'

'মিস ইয়াসমিন এখন কোথায়?'—পিছু ধাওয়া করল আজাদ।

'হাসপাতালে।'

'কোন হাসপাতালে?'

'বেলেভে।'—মেয়েটা প্রকাণ্ড দেহটা নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল একটি রুমের ভিতর।

EAST 62nd স্ট্রীটে ট্যাক্সি নিয়ে দ্রুত ফিরে এলো আজাদ। চাবী দিয়ে সিটিং রুম খুলেই ভায়াল করতে শুরু করল ও। ইয়াসমিন ফারজানার কথা জিজ্ঞেস করতেই অপরপ্রান্ত থেকে সুইচবোর্ড অপারেটর জিজ্ঞেস করল, 'কোন ওয়ার্ড, স্যার?'

'জানিনা।'

খানিকক্ষণের বিরতি। তারপর অপর এক লোকের গলা শোনা গেল, 'ইয়াসমিন ফারজানার খবর চান, স্যার?'

'হ্যাঁ।'

'দুঃখিত। মারা গেছেন তিনি।'

'মাই গড।'—কেউ যেন বুকের উপর ধাক্কা মারল হঠাৎ আজাদের, 'কোনও ভুল হচ্ছেনা তো আপনাদের?'

ভুল, স্যার ? সরি, স্যার, কোনও ভুল হতে পারে না।'

এরপর আজাদ আরো অনেক প্রশ্ন করল। কিন্তু মিস ইয়াসমিন ফারজানাকে কোথায় সমাধিস্থ করা হবে এ তথ্য ছাড়া আর কোনও তথ্য দেয়া সম্ভব নয় জানানো হলো। এমনকি মৃত্যুর কারণ অবদি বলা যাবে না। লোকটি ক্ষমা চেয়ে নিয়ে বলল, 'এটাই নিয়ম, স্যার। আমরা সংশ্লিষ্ট ডাক্তাদের অনুমতি ছাড়া রুগী, রুগীনী বা মৃতদের সম্পর্কে বাইরে কাউকে কোনও তথ্য জানাতে পারি না! তাদের কোনও আত্মীয় যদি জানতে চান তাহলে ডাক্তারের অনুমতি লাগবে। আপনি বরং ডাক্তার গর্ডনের সাথে আলাপ করুন।'

ফোন রেখে দিল ধীরে ধীরে আজাদ। ছিঃ, ছিঃ! একি দুর্ঘটনা ঘটল। মেয়েটাকে চোখের দেখাও দেখার সুযোগ পেল না সে! কিছুই জানা হলো না তার মেয়েটি সম্পর্কে। সে শুধু জানে মেয়েটি সুন্দরী ছিল, যুবতী ছিল। অপূর্ব সুন্দর ফটোর দেহটা এখন ছবির মতোই নিষ্প্রাণ, মৃত।

মোসলেম গোরস্থানে কবর দেয়া হবে ইয়াসমিনকে। ফোন করল আবার আজাদ। গোরস্থানের কেয়ারটেকার জানাল যে আগামী কাল সকাল আটটায় দাফনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

রাতে ফোন করল আজাদ ডাক্তার গর্ডনকে। প্রথমবার

পাওয়া গেল না। একঘন্টা পর আবার করল ফোন।

'ডঃ গর্ডন স্পিকিং।'

'জাকি আজাদ বলছি।'—আজাদ বলল, 'ডক্টর, মিস ইয়াসমিন সম্পর্কে জানতে চাই আমি।'

'কে আপনি? তার আত্মীয়?'

মিথ্যে বলল আজাদ, 'হ্যাঁ। আপনার সাথে আমি ওর মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে আলাপ করতে চাই! শুনলাম—।'

'এখন আমার সময় হবে না।'—ডাঃ গর্ডন গম্ভীর ভাবে জানালে, 'এলেভেনথ জানুয়ারী চারটের সময়। গুড ইভিনিং।'—অপ্রত্যাশিতভবে কানেকশন কেটে দিলেন ভদ্রলোক!

পরদিন সকালে দেখা গেল আবহাওয়া বড় বিশ্রী, ঘোলাটে। বরফ পড়ার সমূহ সম্ভাবনা। সাড়ে সাতটার সময় ট্যাক্সি নিল আজাদ। কিন্তু ট্রাফিক ভিড়ে অসম্ভব দেরী হয়ে গেল মোসলেম গোরস্থানে পেঁছুতে।

গেট কীপার জানাল উনআশি নম্বর গলির এক'শ বারো নম্বর প্লটে মিস ইয়াসমিনের কবর দেবার ব্যবস্থা হচ্ছে।

দ্রুত পা চালাল আজাদ। নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে দেখল দু'জন মাত্র আণ্ডারটেকার, একজন মৌলভী এবং অপর একজন অপরিচিত লোক। ব্রাউন রঙের স্যুট পরনে লোকটার। ব্রাউন রঙের হ্যাট। ওভার কোট পরেনি।

কবর দেবার কাজ প্রায় শেষ হয়ে গেছে। কয়েক হাত দূরে দাঁড়িয়ে রইল বোকার মতো আজাদ।

আণ্ডারটেকারদ্বয় এবং মৌলবী সাহেব ফিরে যাচ্ছেন। সিগারেট ধরাল আজাদ একটা।

অপরিচিত লোকটা ঠায় দাঁড়িয়ে রইল কবরের পাশে। মুসলমান নয় বোঝা যাচ্ছে। লোকটার দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করে রইল আজাদ।

আণ্ডারটেকার দু'জন এবং মৌলবী সাহেব চলে গেছেন। লোকটা ভুলেও একবার আজাদের দিকে না তাকিয়ে গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ঘুরে দাঁড়িয়ে হাঁটতে শুরু করল গেটের দিকে।

পিছু নিল আজাদ। দ্রুত পা চালিয়ে লোকটার পাশে চলে এলো ও। বলল, 'গুড মর্নিং। একটা কথা জিজ্ঞেস করব। মিস ইয়াসমিনের বন্ধু নাকি —?'

অকস্মাৎ লোকটা কোটের পকেট থেকে তীক্ষ্ণধার একটা বড় ছোরা বের করে বিদ্যুতবেগে লাফিয়ে পড়ল আজাদের উপর।

অতি দ্রুত আক্রান্ত হলো আজাদ। অপ্রত্যাশিতভাবে। ঝট করে বসে পড়েই ছোরা ধরা হাতটা ধরে ফেলে সজোরে মোচড় দিল ও।

ককিয়ে উঠল লোকটা।

ছোরাটা বাঁ হাত দিয়ে কেড়ে নিয়ে পিছন দিকে

ছুড়ে ফেলে দিয়ে লোকটাকে ধাক্কা মারল ও।

ছিটকে পড়ে গেল লোকটকে পাঁচ হাত দূরে। স্পেনীয় ভাষায় অনর্গল মা-বাপ তুলে গালিগালাজ করছে সে। উঠে দাঁড়িয়ে আবার পকেটে হাত দিল।

পিছন ফিরে ছোরাটা দেখার চেষ্টা করল আজাদ। অল্প দূরে সেটা পড়ে রয়েছে। দ্রুত পিছন দিকে পা বাড়াল ও।

ছোরাটা তুলে নিয়ে ঘুরে দাঁড়াতেই আজাদ দেখল লোকটা দৌড়ুতে শুরু করেছে। ছুটল আজাদ।

কিন্তু গেটের বাইরে এসে লোকটার ছায়াও কোথাও দেখতে পেল না আজাদ। গোরস্থানের ভিতর ফিরে এসে গলিগুলোয় খোঁজ করল ও। কিন্তু সেখানেও লোকটা নেই।

ট্যাক্সি নিয়ে ফিরে এলো আজাদ অ্যাপার্টমেন্টে। রাগে রী রী করছে ওর সর্ব শরীর। গোটা ব্যাপারটা সম্পর্কে প্রায় অজ্ঞ রাখা হয়েছে তাকে। সে যদি সব কিছু জানতো তাহলে অনেক কিছু করার ছিল তার। কর্ণেল কবীরের উপর বিরক্ত বোধ করল আজাদ।

দুপুরে লণ্ডনে ফোন করল আজাদ। প্রতিটি ঘটনা নিখুঁত ভাবে বর্ণনা করল ও। কর্ণেল আলমগীর কবীরকে মনে হলো উত্তেজিত। তিনি বললেন, 'আজাদ, তুমি পরবর্তী প্লেনেই চলে এসো লণ্ডনে। দিস ইজ সামথিং ভেরি বিগ। আমি মারাত্মক বিপদের গন্ধ পাচ্ছি।'

বাংলাদেশ সিক্রেট সার্ভিসের লণ্ডনস্থ ব্রাঞ্চে ঢুকল আজাদ রাত ন'টার পর প্রাইভেট প্রবেশ পথ দিয়ে।

কর্ণেল চেম্বারে একাই ছিলেন।

আজাদ সন্ধ্যার সময় ফোনে কথা বলে নিয়েছে এক দফা।

'বসো,'—মোঁচে পাক ধরেছে কর্ণেলের, দেখল আজাদ।

হাতলওয়ালা উঁচু স্পঞ্জের চেয়ারে বসল আজাদ, সিগারেট ধরাল একটা, বলল, 'বলুন কর্ণেল। আমি যা জানি সব বলেছি। এবার আপনি ব্যাখা করুন।'

আটত্রিশে পড়েছেন কর্ণেল। উল্টে আচড়ানো পরিপাটি চুল। লম্বা লম্বা আঙুল। স্বাধীনতা যুদ্ধে বন্দী হয়েছিলেন পাক-সৈন্যদের ক্যাম্পে। দুজন ক্যাপ্টেন একজন লেফটেন্যান্ট এবং আটজন সৈন্যকে হত্যা করে পালিয়ে যান মুক্তাঞ্চলে সেপ্টেম্বর মাসে।

বলতে শুরু করলেন কর্ণেল আলমগীর কবীর, 'খুব বেশী কিছু বলবার নেই, অবশ্যি। ইয়াসমিন ফারজানা ভিয়েনায় ছিল, গত কয়েক বছর ধরেই ছিল, কাজও করছিল ওখানে। কয়েকটি ব্যাঙ্ক এ্যাকাউন্টের হিসেব নিকেশ রাখার দায়িত্ব ছিল ওর। কে ওকে নিযুক্ত করেছিল জানিনা। প্রচুর জাল কাগজপত্র থাকতো ওর কাছে। কাজের সেই কাগজের সাহায্যে প্রচুর টাকা=কোটি কোটি টাকা—ট্র্যান্সফার করে বিশেষ কয়েকটি এ্যাকাউন্টে জমা রাখতো ও। টাকাগুলো আসতো রাশিয়া থেকে। বেআইনীভাবে। প্রচুর টাকার

ট্র্যান্সফার, কিন্তু অত্যন্ত সুচতুরভাবে, সুকৌশলে কাজটা করা হচ্ছিল। ইয়াসমিন কাজটা করছিল নিশ্চয়ই কোনো একজন লোকের হয়ে। লোকটি কে? নিশ্চয়ই রাশান সরকারের উচ্চপদস্থ কোনও আমলা। তার হয়ে, তার নির্দেশে ইয়াসমিন এ্যাকাউন্টগুলোর যাবতীয় খুটিনাটি হিসেব দেখা শোনা করছিল। শুধু যে টাকা তাও না, সোনাও ট্র্যান্সফার হচ্ছিল। মেয়েটিকে আমরা হঠাৎ আবিষ্কার করি কিন্তু ওর সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানার আগেই আচমকা ও ভিয়েনা ত্যাগ করে নিউইয়র্কে চলে আসে। আমরা জানিনা তার এই হঠাৎ পালাবার কারণ কি। হয়ত ভয় পেয়েছিল সে। হয়ত সেই রাশিয়ান আসলে জানতে পেরেছে আমরা আবিষ্কার করে ফেলেছি মেয়েটিকে। তাই পাঠিয়ে দিয়েছিল ওকে।'

'নাকি ছাঁটাই করা হয়েছিল ওকে?'

কর্ণেল বাধা দিয়ে বললেন, 'না। রাশিয়ান সে কাজ করতে পারে না। ইয়াসমিনই কেবল এ্যাকাউন্টগুলোর ভেতর-বারের নিখুঁত খবরাখবর জানে। তার কাছে ইয়াসমিন মহামূল্যবান। ওকে ছাড়া আমলা ভদ্রলোক হয়ত এ্যাকাউন্টগুলো থেকে টাকা তুলতে পারবে না, রাশিয়া থেকে পালিয়ে আসার পর।'

'পালিয়ে আসবে কেন?'

'তাছাড়া কি করবে?'—কর্ণেল গম্ভীরভাবে বললেন,

'দেশ থেকে কোটি কোটি টাকা বেআইনীভাবে বাইরে পাঠিয়ে দিচ্ছে রাশান স্টেটব্যাঙ্কের চোখে ধুলো দিয়ে—কারণ কি? ক্যাপিটালিষ্টিক দেশে শেষ বয়সটা দু'হাতে টাকা উড়িয়ে কাটাবার ইচ্ছা।'

আজাদ বলল, 'ইয়াসমিনের সাথে আমার দেখা হওয়া উচিৎ ছিল।'

'আর একবার বলো তো দেখি ঘটনাটা।'

আজাদ বলল, 'নিউইয়র্কে পৌঁছেই ফোন করি আমি ইয়াসমিনকে। পাই নি। সিন্ধুকে পাঠিয়ে ছিলাম তবু। সে-ও পায় নি। স্প্রীং নামে একটি মেয়ে ওর সাথে একই রুমে থাকে। সে বলেছিল ইয়াসমিন ফিরবে বক্সিং ডে-তে।'

সিগারেট ধরাল আজাদ আবার, 'সে-রাতে একটি পার্টিতে গেলাম আমি ইয়াসমিনের সাথে দেখা করার কোনও উপায় নেই দেখে। রাতেই নিউইয়র্কের বাইরে চলে গিয়েছিলাম। বক্সিং ডে-এর সকাল অবদি ছিলাম বাইরে।'

'পার্টিতে?'

'সিসিল দম্পতির নাম শুনেছেন তো?'

'ওয়েল, গ্রেট ক্যাপল!'

'একজন বলল ওখানে যেতে। প্রকাণ্ড বাড়ী, 64th স্ট্রীটে...।'

'হ্যাঁ,'—কর্ণেল বললেন, 'তবে 64th স্ট্রীটে নয়, 96th স্ট্রীটে

ওদের বাড়ী।'

'না,'—বলল আজাদ, '64th স্ট্রীটেই। লেক্সিংটন এ্যাণ্ড থার্ডের মাঝখানে।'

'ভুল করছ,'—বললেন কর্ণেল একটু বিরক্ত হয়েই, 'বাড়ীটা 96th স্ট্রীটেই। সিসিলরা ওখানেই বাস করে।'

'বোলডিনি প্রোটেট আছে সিঁড়ির বাঁকে?'

'কই, না।'—গম্ভীর হয়ে উঠছেন কর্ণেল, 'আগে তো ছিল না।'

নিস্তব্ধতা নামল চেম্বারে। পরস্পরের দিকে তাকিয়ে আছে ওরা।

কর্ণেল বললেন, 'লম্বা কালো মার্বেলের ডাইনিংরুম —দু'ভাগে ভাগ করা,—দেখেছ নিশ্চয়ই?'

'কই, নাতো।'—আজাদ ঢোক গিললো, 'সন্দেহ হচ্ছে একই বাড়ী নয়।'

ভুরু কুচকে তাকিয়ে রইলেন কর্ণেল।

'কোনও যোগাযোগ থাকতে পারে?'—জানতে চাইল আজাদ।

'ইয়াসমিনের মৃত্যুর সাথে?'—কর্ণেল বিরতি নিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'কে যেতে বলেছিল তোমাকে ওই পার্টিতে?'

'অনেকদিনের পুরনো বন্ধু আমার।'—আজাদ ব্যাখা করল ডলি মণ্ডের ফোন কলের ব্যাপারটা, তারপর বলল, 'যাই হোক, কর্ণেল, আপনি কি সিসিলদের সাথে ঘনিষ্ট-

তাঁরে পরিচিত? ওদেরকে কি ফোন করে জিজ্ঞেস করতে পারেন না এ সম্পর্কে?'

'অবশ্যই।'—বললেন কর্ণেল, 'কিন্তু এখন রিঙ করা খারাপ দেখায়। ওখানে মাঝরাত। আমার সাথে লাঞ্চ খাচ্ছ তুমি?'

লাঞ্চ খেতে বাইরে গেল ওরা। রেঁস্তোরায় নিঃশব্দে খাওয়া শেষ করল দুজন। অফিসে ফিরে ফোন করলেন কর্ণেল। কুশল প্রশ্নাদি করার পর কর্ণেল মিঃ সিসিলকে প্রশ্ন করলেন, 'এ বছরের পার্টি কেমন হলো?'

মিঃ সিসিল জানালেন, 'শরীর ভাল যাচ্ছে না, মাই ডিয়ার। দুজনেরই। পার্টি এ বছর দিই নি।'

রিসিভার নামিয়ে রেখে কর্ণেল বললেন, 'সিসিলরা এবছর কোনও পার্টি দেয়নি। নিউইয়র্কে ওদের বাড়ীতে তালা ঝুলছে।'

কয়েকমুহূর্ত সম্পূর্ণ নীরবতার মধ্যে কাটল। আজাদ গভীর ভাবে চেষ্টা করছিল ঘটনাগুলো স্মরণ করে জোড়া লাগাবার।

'কিন্তু ডলি···অসম্ভব।'—একসময় বলে উঠল আজাদ, 'সে আমার সাথে বিশ্বাসঘাকতা করতে পারে না।'

কর্ণেল বললেন, 'খোঁজ নিলে হয়ত দেখা যাবে সে তোমাকে ফোনই করে নি।'

'তাই মনে হচ্ছে।'—তিক্ত কণ্ঠে বলল আজাদ, 'মাই গড, কী ভয়ঙ্কর নিখুঁত ভাবে ঠকিয়েছে আমাকে।'

'ওরা তোমাকে ইয়াসমিনের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখার জন্যে এতো সব করেছে।'—চিন্তিত দেখাচ্ছে কর্ণেলকে।

আজাদ বলল,' ঠিক তাই। ওরা ভাগ্য পরীক্ষার নাম করে আমাকে বারমুডায় পাঠাবার চেষ্টা করেছিল। এমনকি কানেকটিকাট অবদি পাঠিয়েও ছিল।'—আজাদ টিকেট এবং এনভেলাপের ব্যাপারটা ব্যাখা করল।

'ওরা চেয়েছিল ইয়াসমিনের কবর না হওয়া অবদি তুমি নিউইয়র্কের বাইরে থাকো। নিশ্চয়ই ওরা ফ্লোরিডা থেকে অনুসরণ করছিল তোমাকে। তোমার উদ্দেশ্য ওরা জানতো, যেভাবেই জেনে থাকুক। জেনেই ওরা এই পার্টির ব্যবস্থা করেছিল।'

'গত কালও যদি একথা বলতো কেউ তাহলে মনে করতাম ঠাট্টা করছে।'—বলল আজাদ, 'পার্টির পরিবেশটা কেমন যেন রহস্যময় মনে হয়েছিল আমার। খুঁত খুঁত করছিল মন। কিন্তু চোখে কিছুই ধরা পড়ে নি। অবশ্যি, পরিচিত কাউকে ওখানে না দেখে অবাক হয়েছিলাম বেশ একটু। না, পরিচিত একজনকে দেখেছিলাম। আসকার ইবনে আনিসুর রাহমান।'

'আনিস!'—প্রায় চিৎকার করে উঠলেন কর্ণেল, 'আসকার ইবনে আনিসুর রাহমান? বলো কি···!'

'এই ষড়যন্ত্রের মধ্যে থাকতে পারে সে?'—জিজ্ঞেস

করল আজাদ।

'গুড গড্!'

পরস্পরের দিকে নিঃশব্দে তাকিয়ে রইল ওরা।

বনবন বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, ষড়যন্ত্রের মধ্যে সেও আছে একথা বিশ্বাস করতে পারে নি আজাদ। তবু গত তিন হপ্তা ধরে সম্ভাব্য সবরকম উপায়ে বনবনের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করার চেষ্টা করেছে ও। সফল হয় নি।

কর্ণেল কবীর আজাদকে লণ্ডন ত্যাগ করতে নিষেধ করে দিয়েছেন। যে কোনো মুহূর্তে রাশিয়ান আমলার দেশত্যাগের খবর পাওয়া যেতে পারে। সেক্ষেত্রে মুভ করতে হবে সাথে সাথে আজাদকে।

ডলি মণ্ডকে ফোন করেছিল আজাদ। নিউইয়র্কেই পাওয়া গেল তাকে। সে জানাল ফ্লোরিডা থেকে আজাদকে ফোন করার প্রশ্নই উঠে না তার, কারণ সে ফ্লোরিডায় সে সময় ছিলই না, ফ্লোরিডা থেকে হলিউডে চলে গিয়েছিল সে রাতের ট্রেনে।

লণ্ডনে এখন বৃষ্টি। বিশ্রী আবহাওয়া। বাইরে বেরুতেই ইচ্ছে করে না। কিন্তু কিছু মার্কেটিং করার জন্যে সেদিন বেরুতেই হলো আজাদকে।

মার্কেটিং সেরে পার্ক করা গাড়ীর উদ্দেশ্যে সেন্ট জেমস রোড ধরে হাঁটতে শুরু করল আজাদ। কর্ণেলের মরিস

ব্যবহার করছে ও।

মরিসে উঠে ব্যাক গিয়ার দিয়ে ক্ল্যাচ থেকে পা সরাল আজাদ। পিছিয়ে যেতে শুরু করল মরিস। এমন সময় একটা লাগোনডা গাড়ী লাফিয়ে উঠে ধাক্কা মারল মরিসের পিছনে।

স্টার্ট বন্ধ করে ক্ষতির পরিমান দেখার জন্যে বৃষ্টির মধ্যেই নেমে পড়ল আজাদ। রেনকোটটা গাড়ীতে উঠেই খুলে রেখেছে ও।

গাড়ী থেকে নেমে আজাদ দেখল লাগোনডা থেকে নেমে দাঁড়িয়েছে একটি মেয়ে। অবিশ্বাসভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল আজাদ মেয়েটির দিকে।

'বনবন!'

বনবন চমকে ঘুরে দাঁড়াল।

সত্যি সত্যি চমকাল, না,অভিনয়? ভাবল আজাদ।

'আজাদ! সত্যি না স্বপ্ন!'—সহাস্যে এগিয়ে এলো বনবন।

'অদ্ভুত সুন্দর দেখাচ্ছে তোমাকে।'—বলল আজাদ বনবনের কাঁধে একটা হাত রেখে, 'কোথায় হারিয়ে গিয়েছিলে বলো তো? নিউইয়র্কের সব জায়গায় খোঁজ করেছি তোমায় ফোনে। লণ্ডনে কি করছ?'

'আমি একজন বোটানিষ্ট, বলিনি তোমাকে?'—বনবন অদ্ভুত সুন্দর ভাবে হাসল গালে টোল ফেলে, 'সিমপোজিয়ম

হচ্ছে। বড় ব্যস্ত। কলা সম্পর্কে একটা বক্তৃতা দেব। জানো, কলার ওয়ার্লড ফুড ইমপোর্টান্স আছে।'

'চলো, কোনো রেস্তোরায় গিয়ে বসি···।'

'আজ নয়। আগামীকাল রাতে। আটটায়। বোল্টন স্ট্রীটের গিলগিল এ্যাণ্ড গিলগিল চেনো? আমি যাব, থেকো তুমি, কেমন? এখন চলি···।'

চলে গেল বনবন।

পরদিন রাত আটটায় রেস্তোঁরায় দেখা হলো আবার। ডিনার খেতে খেতে আজাদ জিজ্ঞেস করল, 'নিউইয়র্কের পার্টিতে কিভাবে গিয়েছিলে বলো তো বনবন।'

বনবন সহজ ভাবেই বলে উঠল, 'সিসিলদের পার্টিতে প্রায় প্রত্যেক বছরই যাই আমি। কিন্তু এবার কে যেন ফোন করে আমাকে জানায় সিসিলদের পার্টি এবছর হচ্ছে না তবে এই পার্টিটা হচ্ছে—প্রায় একই রকম। তাই গেলাম···।'

স্বস্তিতে ভরে উঠতে চাইল বুক। কিন্তু আজাদ ভাবল —বনবন মিথ্যে কথাও বলতে পারে···।

'ফোন কে করেছিল? টাউনের বাইরে থেকে কেউ?'

'মনে নেই ঠিক···হ্যাঁ বাইরে থেকেই যেন মনে হচ্ছে— কেন? পার্টিটা বেশ জমেছিল, তাই না?'

'হু।'—বলল আজাদ, 'লণ্ডনে থাকছো কদিন, বনবন?'

'ঠিক নেই···।'

'কদিন থাকো না। দুজনে আনন্দে সময় কাটাব···।'

'এই আবহাওয়ায় আনন্দে সময় কাটাবার কথা ভাবতে পারছ তুমি?'—বনবন বলল, 'তারচেয়ে চলো অন্য কোথাও যাই।'

'কিন্তু লণ্ডন ছেড়ে যেতে পারব না যে, বনবন।'

'বারমুডায় যাবার বেলায়ও এই কথা বলেছিলে তুমি।' —অভিমান ভরে খানিকক্ষন চুপ করে থাকার পর আবার সে বলল, 'শেষ অবদি আনিসের অফারটাই গ্রহণ করতে হবে আর কি।'

'আনিস?'—আজাদ সতর্কভাবে কথা বলছে, 'আসকর ইবনে আনিসুর রাহমান? বন্ধু বুঝি?'

'পরিচয় আছে।'—বলল বনবন, 'মরক্কোয় ওর একটা জায়গা আছে। প্রায়ই যেতে বলে। যাব এবার ভাবছি। চেনো তো? মনে আছে, পার্টিতে একবার দেখেছিলে?'

খুব সহজ, স্বাভাবিক এবং শান্ত ভাবে কথাগুলো বলল বনবন। তারপর আজাদের দিকে তাকিয়ে হাসল। মিষ্টি হাসি। বলল, 'যাবে তুমি?'

এক মুহূর্ত পর উত্তর দিল আজাদ। বলল, 'যাব কিনা ভাবছি।'

'প্লিজ, আজাদ, চলো।'

'খুশী হও?'

আনন্দে, খুশীতে চকচক করে উঠল বনবনের দু'চোখ,

বলল, 'একশোবার খুশী হই! সত্যি যাবে?'

সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে ইতিমধ্যে আজাদ।

ও বলল, 'যাব।'

এটা কি আকস্মিক একটা সুযোগ? ভাগ্য? নাকি বনবনও ওদের দলের একজন?

'আগামীকালই তাহলে প্লেনে চড়ি এসো।'

'নিশ্চয়ই।'—বলল আজাদ, 'রাতটা তুমি আমার সাথেই কাটাচ্ছ।'

চার

প্রাইভেট DASSAULT জেট নীচে নামতে শুরু করল। রিএ্যাক্টরের গুঞ্জন কেবিনেও ভেসে আসছে মৃদু। বনবনের কাঁধের উপর দিয়ে বাইরের দিকে তাকাল আজাদ। নীল সাগর এবং মরুভূমি দেখা যাচ্ছে।

'আর একটু শ্যাম্পেন, স্যর?'—স্টুয়ার্ড কাছে এসে বলল।

মাথা নেড়ে অনিচ্ছা প্রকাশ করে আজাদ জিজ্ঞেস করল, 'কতক্ষণ পর ল্যাণ্ড করছি আমরা?'

'পনের মিনিট, স্যর।'

লণ্ডন থেকে বাংলাদেশ বিমানে করে কাসাব্লাঙ্কা এয়ারপোর্টে নামার পর এই প্রাইভেট DASSAULT জেটে চড়েছে ওরা। পাইলট এবং স্টুয়ার্ড শুধুমাত্র ওদের দু'জনের জন্যেই অপেক্ষা করছিল। বনবন গতরাতে ফোনে জানিয়ে দিয়েছিল আসকর ইবনে আনিসুর রাহমানকে ওদের ভ্রমণের ইচ্ছার কথা। জেটের ব্যবস্থা করতে দেরী করেনি সে।

মরক্কোর উপকূলে কোথাও নামতে যাচ্ছে প্লেন। ঠিক কোথায় আজাদ জানে না। আনিস নিশ্চয় প্রকাণ্ড একটা

মরুদ্যানে নিজের মনমতো আস্তানা তৈরী করেছে।

আর একবার স্মরণ করতে শুরু করল আজাদ আসকার ইবনে আনিসুর রাহমান সম্পর্কে যা যা সে জানে।

সম্ভবত সবচেয়ে সফল ওম্যানাইজার পুরুষ আনিস। মেয়েরা ওকে পছন্দ করে। যেমন তেমন মেয়েরা নয়, পৃথিবী বিখ্যাত মেয়েরা। হলিউডের তিনজন সেরা অভিনেত্রীকে বিয়ে করেছিল সে। প্রতিটি মেয়েকে বিয়ে করার সময় দেখা গেছে সর্বশেষ মেয়েটির চেয়ে তার টাকার পরিমাণ বেশী। সমাজের উঁচু স্তরে অবাধ যাতায়াত তার। অগাধ পয়সা আছে বলেই শুধু নয়, যে কোনো মানুষকে সে সহজেই আকৃষ্ট করতে পারে। অসম্ভব কয়েকটি গুণ আছে তার। মোট আটটি ভাষায় অনর্গল কথা বলতে পারে।

জন্ম বাংলাদেশে। কিন্তু বাবা বাঙ্গালী হলেও মা আমেরিকান। সতের বছর বয়সে একটা জাহাজ চুরি করে ব্ল্যাক সি-তে পালিয়ে যায়। সাথে ছিল পঁচিশজন যুবক সঙ্গী। শোনা যায় ডাকাতি করে বেড়িয়েছিল পুরো দু'বছর ধরে। ফ্লোরিডায় ফিরে আসতেই পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে। কিন্তু তার বিরুদ্ধে প্রমাণ খাড়া করা যায় নি। যে জাহাজটা চুরি গিয়েছিল সেটার কোনও সন্ধানই করতে পারেনি কেউ। পঁচিশজন সঙ্গীরও কোনও হদিশ আজ অবদি কেউ জানে না। ফিরেছিল আনিস প্যাসেঞ্জার ক্রুজারে।

মিয়ামীর এক হোটেল মালিকের মেয়েকে বিয়ে করে সে উনিশ বছর বয়সে। বিয়ে করার মাস ছয়েক পর একটি অ্যাক্সিডেন্টে মেয়েটি এবং তার বাবা মারা যায়। হোটেলের মালিক হয় আনিস। লোক বলতে শুরু করে বউ এবং শ্বশুরকে সে-ই হত্যা করেছে। কিন্তু কেউ সেটা প্রমাণ করার চেষ্টা করে নি।

দ্বিতীয়বার বিয়ে করে একজন অভিনেত্রীকে আনিস। বউকে নিয়ে একটি জাহাজে আবার সে সমুদ্রে যায়। বে অব বেঙ্গলের কোথাও নাকি সম্রাট শাজাহানের সোনা এবং মনিমুক্তো ভর্তি জাহাজ ডুবে গিয়েছিল—সেই সম্পদ উদ্ধার করার জন্যে বছর খানেক নাকি কঠোর পরিশ্রম করে সে। বছর খানেক পর নিউইয়র্কে ফিরে আসে এবং অভিনেত্রীকে ত্যাগ করে আর এক অভিনেত্রীকে বিয়ে করে। এরপর তাকে দেখা যায় সমাজের উঁচু স্তরে ওঠাবসা করতে। দু'হাতে টাকা ওড়ায় সে। মদ খায়। মেয়ে নিয়ে হল্লা করে। শোনা যায় তিন দিন ধরে পার্টিতে থেকে মদ খেয়েও তার শরীরের কোনও ক্ষতি হয় না—তিনদিন পরও সে ঘোড়ায় চড়ে পঞ্চাশ মাইল দূরত্ব অতিক্রম করতে পারে।

খুব ভাল গলা আনিসের। লেখার হাতও চমৎকার। প্রায়ই জটিল বিষয়ে প্রবন্ধ লেখে সে বিখ্যাত পত্রিকাগুলোয়। আমেরিকান পত্রিকাগুলো তাকে প্লেবয় বলতে শুরু করে পাঁচ নম্বর বিয়ে করে যখন সে।

রেডিও ফ্যাক্টরী, জাহাজ কোম্পানী, সেন্ট রিসার্চ ইণ্ডাস্ট্রি, ইত্যাদি ছাড়াও ব্যাঙ্ক আছে তার।

সিটের বিপরীতে ফিট করা প্যানেল জ্বলে উঠলঃ যে-যার সিট বেল্ট বেঁধে নিন।

রানওয়ে ছুঁলো জেটের চাকা।

উজ্জ্বল আলোর মধ্যে বেরিয়ে এলো ওরা। সিঁড়ি বেয়ে নামতে নামতে চিৎকার করে উঠল বনবন, 'আনিস!'

'বনবন, টেরিফিক দেখাচ্ছে তোমাকে।'—ভারী গলা শোনা গেল আমকার ইবনে আনিসুর রাহমানের।

আনিসের সামনে দাঁড়াল আজাদ সিঁড়ি থেকে নেমে। অকৃত্রিম হেসে আজাদের কাঁধে হাত রাখল সে। বলল, 'আসতে পেরেছেন দেখে খুব খুশী হয়েছি।'

'বনবনের কৃতিত্ব।'—হাসিমুখে বলল আজাদ।

পা বাড়াল ওরা এক সাথে। আনিস টারম্যাকের উপর দিয়ে আগে আগে লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে যাচ্ছে। বনবন আনন্দে ডগমগ করছে। চোখমুখ ফেটে উপচে পড়ছে আনন্দ। চঞ্চল চোখে দেখছে সে চারিদিক।

জেট এইমাত্র যে রানওয়েতে নেমেছে সেটা ছাড়াও আর একটি রানওয়ে দেখা যাচ্ছে। বোয়িং নামার জন্যে যথেষ্ট প্রশস্ত। কিন্তু হ্যাঙ্গার একটিই এবং খুব ছোট। হ্যাঙ্গারের নীচে একটি ক্যাডিলাক এবং কয়েকটি টয়োটা জীপ দেখা যাচ্ছে। একটি ক্ষুদ্র মনোপ্লেনও দাঁড়িয়ে আছে।

আসার দিকেই এগোচ্ছে ওরা। পিছু পিছু স্যুয়াড ব্যাগ নিয়ে আসছে।

ক্যাডিলাকে চড়ে বসল ওরা। ড্রাইভিংসিটে আনিস। পাশে বনবন। পিছনে একা আজাদ।

হলুদ ঘাস এবং বালি চারিদিকে। রাস্তার কোথাও কোথাও দু'একটা মাটির কুঁড়েঘর দেখা যাচ্ছে। কিন্তু নির্জন।

বিস্মিত হলো আজাদ। জায়গাটা এমন কেন? লোক নেই নাকি? নো ম্যানস ল্যাণ্ড?

অনর্গল কথা বলে চলেছে বনবন। আজেবাজে বকছে খুশীর চোটে। আজাদ লক্ষ করল আনিস প্রায় কোনও কথাই বলছে না।

হঠাৎ রাস্তাটা ঢালু হয়ে নীচের দিকে নেমে গেছে। দ্রুত, সবেগে নামছে গাড়ী। হঠাৎ মোড় নিল। অবাক হয়ে গেল আজাদ। মোড় নেবার সাথে সাথে ধূসর মরুভূমির মাঝখানে, অল্পদূরে, দেখা গেল সবুজ ঘাস, ফুল গাছ, কলা গাছ, আপেল গাছ এবং ইউক্যালিপটাস।

গেটের ভিতর ঢুকল গাড়ী।

নামল ওরা। ছুটে এলো খালি পায়ে দু'জন লম্বা সুদানী মেয়ে—চাকরাণী। আনিস ওদের দুজনকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল। এয়ারকণ্ডিশনড্ ড্রয়িংরুমে মার্বেলের মেঝে, ঠাণ্ডা। আধ ঘণ্টা পর শাওয়ার সেরে নিজের কামরা থেকে বেরিয়ে বারান্দায় বসল আজাদ। আনিস এবং

বনবন আগে থেকেই বসে আছে। মার্টিনির গ্লাসে চুমুক দিয়ে চেয়ারে হেলান দিয়ে তাকাল আনিসের দিকে আজাদ, জিজ্ঞেস করল, 'ইয়াসমিন ফারজানার কি হয়েছিল?'

দপ্ করে জ্বলে উঠলো যেন আনিসে চোখ দুটো। কিন্তু পরমুহূর্তে সহজভাবে মৃদু হাসল, 'মনে হচ্ছে চিনি। এই মেয়েটাই হাসপাতালে মারা গেছে না? নিউইয়র্কে, তাই না?'—কোনও অস্বাভাবিকতা নেই গলায়।

'কোথায় পরিচয় হয়েছিল ওর সাথে?'

'কে যেন জানিয়েছিল যে মেয়েটা আমাকে ফোন করেছিল। পায়নি। পরে কে যেন বলল, মারা গেছে। ভুল বলে নি তো?'

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকাল বনবনের দিকে আজাদ। প্রায় একই সময় চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল শিস দিতে দিতে আনিস। বলল, 'লাঞ্চ রেডী।'

বারান্দায় উঠে এলো ওরা। ডাইনিং টেবিল আগেই সাজানো হয়েছে। সুন্দর বাতাস আসছে সমুদ্র থেকে। বারান্দার পাশে পামগাছের শাখা প্রশাখা। সুন্দর, মনোরম পরিবেশ। কিন্তু খুঁত খুঁত করছে আজাদের মন। নিউ-ইয়র্কের পার্টিতে যেমন মন সন্দিহান হয়ে উঠেছিল। অথচ এখানেও অস্বাভাবিক কিছু নেই।

বননের কৌতূহল জায়গাটা সম্পর্কে। আনিস বলে চলেছে।

'আল্ তাবেলা এই জায়গার নাম। কয়েক মাইলের মধ্যে কোনও লোকবসতি নেই। আমেরিকানরা ঘাঁটি তৈরী করার জন্য জায়গাটা কিনেছিল। এয়ারপোর্ট তৈরী করা হয়ে যেতে হঠাৎ তাদের কী খেয়াল হলো, সব ফেলে দিয়ে চলে গেল।'—আনিস কিনে নিয়েছে তারপর জায়গাটা।

লাঞ্চ শেষ করে কফি খেতে খেতে গল্প করতে লাগল ওরা। বেশীর ভাগ প্রশ্ন আসছে বনবনের তরফ থেকে। মেয়েলি কৌতূহল। সব জান চাই।

একটা ছোট পোকা ঢুকল আজাদের গলার নীচে। দ্বিতীয় বারের চেষ্টায় পোকাটাকে দু'আঙ্গুলে ধরে বের করে আনল ও। এমন সময় আশ্চর্য এক ঘটনা ঘটল।

বিদ্যুতবেগে চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল আনিস, চিৎকার করে উঠল আজাদের দিকে তাকিয়ে, 'কী ওটা?'

'মানে?'

'পোকা, ঠিক তাই, তাই না?'—চাকরদের দিকে অগ্নিদৃষ্টি হানল আনিস, রাগে চোখমুখ উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে তার, মৃদু মৃদু কাঁপছে, 'একটা সোনা দিসনি কেন তোরা এখানে—অ্যাঁ? পোকা, দেখছিস না! সোনা কই?'

চাকরদ্বয় বোকার মতো ভীত হয়ে উঠল।

'পোকা, মাইগড! কী আশ্চর্য, একটা সোনাও নেই! কিভাবে পোকা আসে এখানে—মাহমুদ! মাহমুদ কোথায়? পোকা উড়ছে এখানে, মাইগড। এখুনি কোকোনাট বীটল্,

ফ্লায়িং অ্যান্টস উড়ে আসবে—মাহমুদ!'

চাকরবারকদের হেড মাহমুদকে ছুটে আসতে দেখা গেল। নিজেকে শান্ত করার প্রয়াস পেল আনিস। বসল সে আবার। সিগারেট ধরাল, 'এখানে একটা সোনাও নেই মাহমুদ! কেন নেই? গেট ওয়ান, ফর গডস্ সেক্!'

মাহমুদ মাঝপথ থেকে আবার ছুটতে ছুটতে ফিরে যাচ্ছে।

আজাদের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসবার চেষ্টা করল আনিস্, 'ঘৃণা করি, বুঝলেন। আমরা যখন এখানে আসি তখন কোটি কোটি পোকা ছিল। বোধহয় আমেরিকানরা এই পোকার জ্বালাতেই ভেগেছে। আমরা এখানে দুষ্প্রাপ্য ফুলগাছের চারা লাগিয়েছি। পোকা থাকলে চলে? তাই বিশেষ একটা যন্ত্র ব্যবহার করি।'

মাহমুদ ফিরে এলো লোহার শিকের গ্রিল দেয়া একটা যন্ত্র হাতে নিয়ে। পোর্টেবল ট্রানজিস্টরের মতো দেখতে। মাহমুদ বারান্দার উপর সেটা রেখে দিল। তারপর সুইচ অন করল। কিন্তু কোনও শব্দ বের হলো না ভিতর থেকে।

'এটা একটা আলট্রাসোনিক্স জেনারেটর। ভিতরে একটা অসিলেটর আছে। ওটা সাউণ্ড সিগন্যাল দিচ্ছে। কিন্তু শুনতে পাবো না আমরা। কারন শব্দটা এমন অতি প্রচণ্ডভাবে হয় যে তা কানে শোনা যায় না। শব্দের এই রহস্যের কথা নিশ্চয়ই জানা আছে? কিন্তু পোকারা এই সাউণ্ড সিগন্যাল সইতে পারে না। পালিয়ে যায় দূরে।

পোকাকে আকর্ষণ করার একটা সাউণ্ড সিগন্যাল পাঠাবার যন্ত্রকে উন্নত এবং পরিবর্তন করে এটা আবিষ্কার করেছি আমরা।'

জিনিসটা পরীক্ষা করল আজাদ উঠে গিয়ে। দেখতে সাধারন কিন্তু কাজের।'

খানিক পর বনবনের অনুরোধে পাঁচিল ঘেরা এলাকাটা দেখাবার জন্যে আনিস ওদেরকে নিয়ে বারান্দা থেকে নামল।

কড়া রোদ। কিন্তু পাথরের পথের উপর আঙুর গাছের শাখা। ফল-ফুলের গাছ চারিদিকে। মাঝখান দিয়ে রাস্তা। বিশাল এলাকা। দুটো স্ট্যাচু দেখল ওরা। ছোট একটা নদী, কৃত্রিম, পাথরের উপর দিয়ে বয়ে চলেছে। লেকের পিছনের দিকে একটা নাইন-হোল গল্‌ফ্ কোর্স, টেনিস কোর্ট এবং একটি স্কোয়াস কোর্ট। একট চওড়া রাস্তা চলে গেছে সমুদ্র সৈকতের দিকে। দুর থেকে দেখা যাচ্ছে পাম গাছের ছায়া সৈকতে। একটা ভেলা এবং একটা মটর লঞ্চও দেখল আজাদ।

গার্ডেনারকে ডেকে কেয়ারটেকারকে খবর দিতে বলল আনিস। খানিক পর পপ্ পপ্ শব্দ শোনা গেল।

পাথরের পথের উপর দিয়ে ফোরসিটার একটা হুয়িল-চেয়ার সামনে এসে থামল। চালক লোকটার পা নেই।

'বাওরা, আমাদের কেয়ারটেকার।'—বলল আনিস।

'ইয়েসসার, ইয়েসসার।'—বাওরা হলুদ দাঁত বের করে

তাকাল আজাদের দিকে, 'গুড আফটার নুন, স্যার ; গুড আফটার নুন, ম্যাডাম।'

চোখ ফিরিয়ে নিয়ে দূরে তাকাল আজাদ। খোলা মাঠ দেখা যাচ্ছে, বাঁ পাশে আস্তাবল। তারপর পোলো-গ্রাউণ্ড।

'একটা দুষ্প্রাপ্য জিনিস দেখবে ?'

'কি ?'—জিজ্ঞেস করল বনবন।

'ব্লু রোজ।'

'কই ?'

'না, নেই। ফোটেনি আজ।'—বলল আনিস, 'তবে এটা দেখো। নাইজিরিয়ানরা এর নাম দিয়েছে শেমলেডী। পাতাগুলো দেখছ কী সুন্দর ডোরাকাটা ? পাতাগুলোর কাছে গিয়ে ফিসফিস করে কিছু বলো—দেখো কি হয়।'

বনবন এগিয়ে গেল। ফিসফিস করে বলল, 'কি গো, লজ্জাবতী লতা।'

নড়ে উঠল শেমলেডীর পাতা। ধীরে ধীরে পাতাগুলো পরস্পরের সাথে জোড়া লেগে গেল।

খুশীতে হাততালি দিয়ে উঠল বনবন।

ড্রয়িংরুমে ফিরে এলো ওরা। বনবন বলল, 'সাঁতার কাটতে ইচ্ছে করছে।'

'তোমরা যাও।'—বলল আজাদ।

নিজের রুমে ফিরে এসে দরজায় তালা লাগিয়ে দিল

আজাদ। ওরারড্রোবে ওর কাপড়-চোপড়। স্যুটকেস খালি। স্যুটকেসের গোপন কুঠরী পরিক্ষা করে নিশ্চিন্ত হলো আজাদ। কোল্ট জায়গা মতোই আছে। আনিস তার চাকরানীদেরকে নিশ্চয়ই উপযুক্ত নির্দেশ দিয়েছিল। কিন্তু অস্ত্রটা খুঁজে পায়নি ওরা। না পাবারই কথা। মেজর জেনারেল সোলায়মান কাঁচা কাজ করেন না। স্যুটকেসের গোপন ঘর হাতড়ে বের করা অসম্ভব।

নগ্ন হয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল আজাদ। ঘুমই সত্যি, আর সব মিথ্যে।

সূর্য অস্তাচলে ঢলে পড়েছে। ঘুম ভাঙল আজাদের। কারা কথা বলছে? রুমের মাঝখানে দাঁড়িয়ে রইল আজাদ। চেনা যাচ্ছে না গলাটা। পোশাক পরে নিল। রুমের দরজা খুলল প্রায় নিঃশব্দে। কোথা থেকে আসছে শব্দ?

করিডোরে নেই কেউ। সিঁড়ি বেয়ে পা টিপে টিপে নেমে হলরুমে বেরিয়ে এলো আজাদ। কেউ নেই। ফ্রেঞ্চ ডোরের সামনে গিয়ে দাঁড়াল ও।

আনিস দাঁড়িয়ে আছে প্রকাণ্ড দেহী একজন লোকের সামনে। সবিস্ময়ে তাকিয়ে রইল আজাদ। সাত ফিট উঁচু লোকটা। মাথা কামানো। ঘা ভর্তি মাথায়। কপালের কাছে, ডান চোখের পাশে একটা ক্ষতচিহ্ন। কালো, ময়লা একটা স্যুট পরণে লোকটার। আনিসের দিকে তাকিয়ে আছে সে। চোখের পাতা পড়ছে না। এমনকি

নড়ছেও না। লোকটার পেটের কাছে একটা হাত। হাতে ধরা একটা ছোট কাঠের ঘোড়া।

কেন যেন হুশিয়ার হয়ে উঠল আজাদ। ঠিক সেই সময়, ফিরে তাকাল আনিস। কষ্টার্জিত হাসি দেখা দিল তার ঠোঁটে, বলল, 'হাই!'

পা বাড়াল আজাদ।

আনিস বলল, 'যাও, অস্কার। তোমাকে না বলেছি এদিকে এসো না?'—আজাদের দিকে তাকাল আনিস, 'অস্কার আমাদের একজন,'—হঠাৎ প্রায় চিৎকার করে উঠল আনিস, '—ভাল লোক। অস্কার খুব ভাল লোক।'—আনিসের চোখের দৃষ্টিতে শঙ্কা। পরিষ্কার।

আশ্চর্য! অস্কারের চোখের পাতা নড়ছে না।

অস্কার ছোট্ট শিশুর মতো গাল ফাঁক করে বলল, 'ইয়েস, ইয়েস! অন্যসময়, তাহলে? ইয়েস—ইয়েস—!'

'এবার যাও, কেমন, অস্কার?'—আনিস আদর করে একটা হাত রাখল অস্কারের কাঁধে।

অস্কারের চোখের পাতা নড়ল না বটে কিন্তু দৃষ্টি বদলে গেল। আজাদ আশা করল লোকটা বিরুদ্ধ ব্যবহার করবে। কিন্তু পর মুহূর্তে নরম হয়ে এলো তার দৃষ্টি। আনিস তার কাঁধ থেকে সরিয়ে নিল হাতটা। ঘুরে দাঁড়াল অস্কার। উঠোন ছেড়ে কোনাকুনি ঘুরে বাড়ীর পিছন দিকে চলে গেল সে।

'কে লোকটা?'—জানতে চাইল আজাদ। সিগারেট ধরাল ও।

'অস্কার?'—স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করছে এতোক্ষণে আনিস, 'গোটা পাগল ছিল একটা। একেবারে রেভিং ল্যুনাটিক। ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক প্রকৃতির হয় এরা। ওকে ভাল করার জন্যে চেষ্টার কোনও ত্রুটি করা হয় নি—কিন্তু! ওষুধ, শক, হিপনোসিস্, ইনসুলিন। দু'জন ডাক্তারকে এমনভাবে মারল যে মরে যায় যায়। হাল ছেড়ে দিয়েছিল সবাই। তারপর একজনের পরামর্শ মতো প্রিফন্টাল ল্যাবোটমি প্রয়োগ করা হলো—জানো এ সম্পর্কে?'

সম্বোধনে পরিবর্তন লক্ষ করল আজাদ। মাথা নাড়ল ও। বলল, 'অস্কারের চোখের উপর দাগটা সেজন্যেই, কি বল?'

'জানো তাহলে!'—আনিস বলে চলল সপ্রতিভ ভাবে, 'আমি নিজে ভাল বুঝি না। ব্রেনের সামনের ভাগ কেটে ফেলা হয়, ব্যস! ভাল হয়ে যায় রোগ। একেবারে ভাল মানুষ বনে যায়। ভয় পায় না, উত্তেজিত হয় না, দুশ্চিন্তায় ভোগে না। মার্টিনি?'

'ধন্যবাদ।'—আজাদ বলল, 'ওকে পেলে কোথায়?'

'ভাল কথা জিজ্ঞেস করেছ!'—হাসল আনিস, 'কোথায় থেকে পেয়েছি মনেই নেই, কবে—তাও মনে নেই। তবে কাজ দেয় আমার। অপারেশনের পর একটা ক্ষমতা লাভ করে

ও। প্রচণ্ডভাবে বেড়ে গেছে ওর ঘ্রাণ শক্তি। আমরা পারফিউমারি ব্যবসায় জড়িত, জানোই তো। গন্ধ তৈরী করি আমরা। দারুন ব্যবসা। ধরো প্লাস্টিকের একটা জিনিস—কিন্তু—গন্ধ শুকে দেখো, চামড়ার! একড্রাম কেরাসিন—গন্ধ কিন্তু পেট্রলের। এই কাজে অস্কারকে ব্যবহার করি আমরা।'—মাটিনি তৈরী করে আজাদের দিকে বাড়িয়ে দিল সে।

আনিসের ভীত মুখটা স্মরণ করল আজাদ। কিন্তু এখন, হাস্যরত, চঞ্চল লোকটা সম্পূর্ণ অন্যরকম। লোকে ওকে কেন পছন্দ করে বুঝতে পারল আজাদ। স্পোর্টস-ম্যানের মতো দেখতে ওকে। কথায় বার্তায় আপনজনের মতো। কিন্তু এই লোকটার ভিতরে লুকিয়ে আছে মাংসাশী একটা নখ্-দাঁতওয়ালা বন্য জন্তু—একজন খুনী।

চুমুক দিল আজাদ গ্লাসে। বাতাস দিচ্ছে। সমুদ্রের গর্জন শোনা যাচ্ছে। হিংস্র বাঘের সাথে খাঁচার ভিতর রয়েছে এখন সে। জানতে হবে বাঘটা কি শিকার করতে চায়।

পরদিন সকালে আজাদ শুনল আনিস ব্যবসা দেখতে বাইরে গেছে। ফিরতে ক'দিন দেরী হবে।

অলসভাবে সূর্যস্নাত সময়গুলো কাটাতে লাগল ওরা। আনিসের ঘোড়া নিয়ে সমুদ্রের কাছাকাছি বালিয়াড়ির উপর দিয়ে ছুটোছুটি করল। নির্জন চারিদিক। কখনও

কারো সাথে দেখা হয় না বাড়ীর সীমানার বাইরে। নগ্ন হয়ে সাঁতার কাটল দুজনে সমুদ্রে। সমুদ্র সৈকতে, পাম-গাছের ছায়ায়, বনবনকে উপভোগ করল একদিন আজাদ।

সমুদ্রসৈকত থেকে তিনমাইল দূরে ছোট একটি দ্বীপ দেখা যায়। ওখানে যাবার কথা ভাবছিল আজাদ। কিন্তু বনবনের তেমন উৎসাহ দেখা গেল না। পেলোটা খেলল ওরা পর পর দু'দিন সকালে। দড়িবাধা বল বনবনের হাতে লাগায় খেলা বন্ধ হলো।

তারপর, একদিন, বিকেলে বনবনকে কিছু না বলে, ক্রেপসোলের জুতো পরে গলফ্ কোর্স কারটা নিয়ে বাড়ীর পিছন দিকে চলে এলো আজাদ।

পপ্ পপ্। পিছন থেকে শব্দ আসছে শুনতে পেল আজাদ। বাওরার হুয়িল চেয়ার! পিছন দিকে তাকিয়ে আজাদ কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে চলমান চেয়ারটাকে দেখতে পেল। একটি সরু পথের বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেল বাওরা। আজাদ ভাবতে লাগল আনিস কেন সহ্য করে এই বিরক্তিকর শব্দ? রহস্য নয়?

বিরাট চওড়া বাগানের উপর দিয়ে পোলো গ্রাউণ্ডের দিকে চলল আজাদ গাড়ী চালিয়ে। তারপর হঠাৎ স্টার্ট বন্ধ করে দিল গলফ্-কোর্স কারের। গাড়ীটাকে ঠেলে একটি ঝোপের ভিতর ঢুকিয়ে দিল ও। কেউ নেই আশেপাশে।

একটা সরু পথ চলে গেছে বাঁ দিকে। আনিস সেদিন এদিকে আসে নি। অথচ লোকজনকে ঘন ঘন যাওয়া আসা করতে দেখেছে আজাদ এই পথ দিয়ে।

বাঁক নিয়ে দ্রুত এগিয়ে চলল আজাদ। প্রায় ত্রিশ গজ যাবার পর একটি কাঠের শেড দেখতে পেল ও। শেডের নীচে একটি ইলেকট্রিক ট্রান্সফরমার। পিছন ফিরে তাকাল আজাদ। মাত্র দশ ফিট দূর দিয়ে পাশের একটি সরু পথ ধরে এগিয়ে যাচ্ছে বাওরা। হুয়িল চেয়ারেই বসে আছে সে। কিন্তু কোনও শব্দ প্রায় হচ্ছে না। এগজ্যাষ্ট থেকে যে শব্দ বের হচ্ছে তা মৃদু গুঞ্জন মাত্র। তীক্ষ্ণদৃষ্টি বাওরার চোখে। কেয়ারটেকার নয় লোকটা। গার্ড।

তিন মিনিট পর বাওরার কাণ্ড দেখার জন্যে আজাদ পা বাড়াল। ঝোপের আড়াল থেকে গাড়ীটা বের করে ঠেলে নিয়ে চলল ও সেটাকে। একশো সোয়া'শ গজ যাবার পর পামগাছের ফাঁক দিয়ে ও দেখল একটি গ্যারেজ।

গ্যারেজটা বাড়ীর প্রাচীর ঘেঁষে। দুটো মাত্র দরজা গ্যারেজের। প্রথম দরজাটা খুলে বাওরা বিপরীত দিকের দরজা খুলছে।

গাছের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে আরো সামনে এগিয়ে গেল আজাদ।

গ্যারেজের দ্বিতীয় দরজা খুলে বাওরা তাকিয়ে আছে

ডান দিকে। কপালে বাঁ হাত দিয়ে কার্নিশ তৈরী করে চোখ দুটোকে সূর্যের আলো থেকে বাঁচিয়ে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সে। খুঁজছে আজাদকে। ভেবেছে প্রাচীর ডিঙিয়ে আজাদ বাড়ীর বাইরে চলে গেছে।

নীচু ঝোঁপ আচ্ছাদিত মরুভূমিতে আজাদকে দেখতে না পেয়ে গ্যারেজে দুটো দরজা বন্ধ করে দিয়ে ফিরে গেল বাওরা মিনিট পাঁচেক পর।

লোহার টায়ার লিভারটা আগেই দেখে রেখেছিল আজাদ। লাফ দিয়ে সেটা তুলে নিয়ে তালা ভাঙ্গার চেষ্টা না করে কড়া তুলে ফেলল লৌহ-দণ্ড দিয়ে চাপ দিয়ে। ভিতরের দরজায় হুড়কো আঁটা।

বিপরীত দিকের দরজাটা খুলে আজাদ গাড়ীতে স্টার্ট দিল। কেউ নেই আশপাশে। উঁচু নিচু রাস্তা। চওড়া। কাঁকর বিছানো। দু'পাশে নীচু ঝোপ। পিছন দিকে তাকাল আজাদ। না, বাওরা ফিরে আসে নি।

প্রকাণ্ড বাড়ীটা দেখা যাচ্ছে না। আড়ালে পড়ে গেছে উঁচু ঢিবির। তিন মাইল পর কাঁটাওয়ালা নাশপাতি গাছ দেখা গেল ডানদিকে। দুটো ছাগল চরছে। নর্থ আফ্রিকার পরিচিত দৃশ্য। নাশপাতি গাছের পিছনে মাটির ঘর আছে। তাই থাকে। হাড্ডিসার কুকুর ছুটে আসবে এখুনি। অভুক্ত উলঙ্গ ছেলেমেয়েরা বড় বড় চোখ মেলে ছুটে আসবে।

মাঝখান দিয়ে রাস্তা। স্টার্ট বন্ধ করে নামল আজাদ।

পা বাড়াল ভিতর দিকে।

মিনিট তিনেক পর নিজেকে নাশপাতি বনের ভিতর হারিয়ে ফেলল আজাদ। রীতিমতো বিস্মিত হয়ে পড়েছে ও। কেউ নেই আশেপাশে। একটা হাড্ডিসার কুকুরও না। এদিকে ওদিকে তাকাতে তাকাতে আরো কয়েক পা এগোল আজাদ। বাঁক নিয়েছে সরু পথটা। পথের শেষে একটা কুঁড়েঘর। এগিয়ে গেল আজাদ। প্রকাণ্ড ঘর। জানালা দেখা যাচ্ছে সামনেই একটা। সন্তর্পণে ভিতরে তাকাল জানালা পথে আজাদ। চকচক করছে কুঁড়ে ঘরের সাদা মার্বেলের মেঝে। স্টীল কেবিনেট সারি সারি সাজানো। প্রতিটি কেবিনেটে ইণ্ডিকেটর আর ডায়াল। জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছে রীল। ফিতেগুলো সর সর করে সরে যাচ্ছে একদিক থেকে আরেক দিকে। সাদা ওভারঅল পরে ডায়াল চেক করছে আর ক্লিপবোর্ডে নোট লিখছে একদল লোক। জানালার মুখোমুখি আরো অনেক গুলো লোক নিশ্চিন্তে লাইট এবং সুইচের কী বোর্ডে কাজ করছে। রঙিন আলো জ্বলেছে আর নিভছে। মৃদু ইলেকট্রিক গুঞ্জন কানে আসছে।

কমপিউটর!

বন্ধ দম ছাড়বার উপক্রম করছিল আজাদ। খপ্ করে ওর হাত দুটো ধরে ফেলে পিছন দিকে হেঁচকা টান মারল কেউ। প্রায় একই সাথে একটা কালো ব্যাগ পরিয়ে দেয়া হলো ওর মাথা।

ব্যাগের ফিতেগুলো চেপে বসল আজাদের গলার চার পাশে।

পাঁচ

সকৌতুকে হাসছিল আসকার ইবনে আনিসুর রাহমান, 'খোলো, খুলে নাও! খোলো ওগুলো, ফর গডস্ সেক!'

ব্যাগটা তুলে নিল কেউ। আর একজন হাতের বাঁধন খুলতে শুরু করল। আজাদের সামনে বসে আছে আনিস চেয়ারে হেলান দিয়ে। ক্রীম রঙের ওপেন নেক সার্ট, সাদায় সবুজে মেশানো কাশ্মীরী সিল্কের স্কার্ফ গায়ে। উঠে দাঁড়াল আনিস। হাত রাখল আজাদের কাঁধে। আবার হাসতে শুরু করে বলল, 'হাই! লীলার সাথে পরিচয় করিয়ে দিই এসো—বড় রহস্যময়ী মেয়ে!'—কমপিউটরের অঙ্গ প্রতঙ্গের দিকে আঙুল নির্দেশ করল সে।

অ্যান্টিসেপটিকের গন্ধ পাচ্ছে আজাদ। গুনগুন ধ্বনি ভিতরে যেন ভারী শোনাচ্ছে। এয়ারকণ্ডিশন চালু। আনিস হাসছে তার মাথা পিছন দিকে সরিয়ে নিয়ে। বাকী সবাই নিঃশব্দে লক্ষ করছে আজাদকে।

এক সারি স্পটলাইটের আলো পড়েছে কমপিউটরে। বাইরে থেকে যতোটা বড় অনুমান করেছিল আজাদ তার চেয়ে অনেক অনেক বড় ঘরটা।

'ভাল কথা, এদের সাথে পরিচিত হও।'—আজাদের কাঁধে মৃদু চাপড় মেরে বলল আনিস, 'স্টাফ।'—আনিস কপালে জন্মচিহ্নওয়ালা লোকটার দিকে আঙুল ওঠাল, 'আজরা।'

আজরা তার মুখের কাঠিন্য বজায় রেখে মাথাটা একটু নত করল কি করল না! খাঁটি আফ্রিকান, লম্বা ছুঁচোর মতো মুখ। গম্ভীর এবং বিরক্ত।

'ইব্রাহিম।'—বেঁটে, প্রকাণ্ড মাথা।

আনিস অন্যান্যদের পরিচয় দিয়ে বলে চলল, 'সবাই বিশ্বস্ত, পরিশ্রমি, প্রভুভক্ত। সিগারেট?'

সিগারেট নিয়ে আনিসের লাইটার দিয়ে আগুন ধরাল আজাদ।

'এসো,'—বলল আনিস, 'হ্যাভ এ ড্রিঙ্ক। রিল্যাক্স, বয়। বিরাট ব্যাপার, কেমন? হ্যাঁ হ্যাঁ, এন্টারপ্রাইজ। রিসার্চ এস্টাবিলিশমেন্ট।'

প্রতিটি দরজায় দু'জন করে লোক।

বারান্দায় বেরিয়ে এলো ওরা একটি দরজা পেরিয়ে। প্রবেশ করল দামী আসবাবে সাজানো অফিসরুমে। জানালাগুলোর বাইরে পামগাছের শাখা। দামী মরোক্কান কার্পেট মেঝেতে। নিচু, গদী আঁটা চেয়ার। বুক শেলফ্ প্যানেল খুলে পানীয় সাজানো একটা ট্রলি বের করল আনিস, 'হেলপ্ ইওরসেলফ।'

সিঙ্গেল হুইস্কি সোডা ঢেলে চুমুক দিল গ্লাসে আজাদ, 'গোটা ব্যাপারটাকেই ঠাট্টা হিসেবে নিচ্ছ তাহলে ?'—জিজ্ঞেস করল ও।

'ঠাট্টা ?'—অবাক হয়ে তাকাল আনিস, 'ক্ষমা চাই নি আমি ? ওহ হো, দুঃখিত। ভুলের জন্যে মাপ করো, আজাদ। তবে এক অর্থে ওদেরকে দোষ দিতে পারো না তুমি। সাধারনত বাইরে কেউ না কেউ থাকে! কিন্তু বর্তমানে আমরা একটা প্রবলেম নিয়ে ব্যস্ত আছি কিনা।'

'পারফিউম বিজনেস ?'

হাসল আনিস। বলল, 'ওটাও একটা বিজনেস, অবশ্যই। কিন্তু এখানের ব্যাপারটার সাথে তার কোনও সম্পর্ক নেই। বিশ্বাস করো, এখুনি তোমার সহযোগিতা আমি চাইব ভাবি নি। যাকগে, একটা কথা তোমাকে জানানো দরকার। এখানকার কাজকর্ম সত্যি বলছি ইউরোপ বা আমেরিকার বিরুদ্ধে নয়। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ? মাথা খারাপ, আমার জন্মস্থান যে!'

'সহজ করে সংক্ষেপে বলো।'—বলল আজাদ।

কথা বলল না আনিস। তাকালও না আজাদের দিকে, চুপচাপ দশ সেকেণ্ড সিগারেটে টান দিল। গ্লাসটায় শেষ চুমুক দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে আবার গ্লাস ভরল, তারপর বসল, বলল, 'আমি কি জানি, আজাদ, কি রকম মানুষ তুমি ? জানি সত্যি ? হয়ত জানি, হয়ত জানি না। হয়ত তুমি

আমার কথা বুঝতে পারবে না সারা জীবন চেষ্টা করলেও। কিন্তু তাসত্ত্বেও আমি তোমাকে বলতে যাচ্ছি—কী সম্পর্কে? নৈরাশ্য, হতশ্বা, একঘেয়েমি সম্পর্কে, বিলিভ মি! কি করার আছে একজন মানুষের? কোথায় গিয়ে পৌঁছাতে চাও তুমি শেষ পর্যন্ত? এই পৃথিবী কি দিচ্ছে তোমাকে? কি, কতটুকু তুমি আদায় করতে পারো তুমি এই গড ড্যাম পৃথিবীর কাছ থেকে? পলিটিক্স, অফিস-পলিটিক্স, বীটনিক, অ্যাবস্ট্রাক্ট প্রিন্টিং, বয়েজ ক্লাব, মেয়ে মানুষ, মদ, জুয়া? জেসাস্! হয়ত এসব তুমি কয়েক বছরের জন্যে করতে পারো। কিন্তু শুধুমাত্র এসব নিয়ে কিভাবে তুমি বাঁচতে পারো?'

লাল টকটকে আনিসের মুখ। ভীষণ আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছে সে।

'জানো, আমার একজন আদর্শ পুরুষ আছেন। পারসনাল হিরো। তিনি হলেন জেমস্ কুক। বৃটিশ নেভিগেটর। মানুষ ছিলেন বটে একজন। বাঁচার মতো বেঁচে ছিলেন, মাই গড! প্রতি মুহূর্তে উত্তেজনা, শঙ্কা,—থ্রিল! কিন্তু আমি, এই যুগে, কিভাবে বাঁচার চেষ্টা করব? সভ্যতাকে নির্মল করতে চাও? মুক্তি চাও? কিন্তু মুক্তি যখন পাবে তখন কি করবে তুমি তা দিয়ে? মুক্তির জন্যে সংগ্রাম করে বাঁচা যায়, কিন্তু মুক্তি পাবার পর?'

সিগারেট ধরাল আনিস, 'লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি টাকা আছে তোমার। কি লাভ? জীবনটাকে···।'

বাধা দিল আজাদ।

'তুমি এখানে যে অপারেশনের প্ল্যান করছ সে সম্পর্কে কিছু বলছ না।'

'ভালকথা,'—বলল আনিস সপ্রতিভ ভবে, 'বলছি। ব্যাপারটা রাশিয়ানদের বিরুদ্ধে।'—হাসছে বাঘটা, 'এই অপারেশনে থাকো আমাদের সাথে তুমি, আজাদ। তারপর এর পরেরটায় থাকতে না চাও থেকো না। ক্ষতি কিছু না, লাভই পাবে। কি বল?'

গভীরভাবে চিন্তা করছে আজাদ। আসলে ভান।

'ভেবে দেখি,'—অনেকক্ষণ পর বলল আজাদ।

'না।'—বলল আনিস, 'এখুনি ভেবেচিন্তে দেখে নাও। সময় খুব কম আমাদের হাতে। তুমি যদি···।'

আনিসের কথা যেন কানে যাচ্ছে না আজাদের। চিন্তা করছে সে। আদতে তা নয়।

'ঠিক আছে। আছি আমি সঙ্গে।'

হ্যাণ্ডশেক করল ওরা।

আনিস বলল, 'ঢাকায় এবং লণ্ডনে দুটো মেসেজ পাঠাও তুমি। লেখো, আমি পাঠাবার ব্যবস্থা করব। ছুটি চাও শুধু। জেনুইন মেসেজ হতে হবে। প্রশ্ন না, শুধু জানিয়ে দাও ওদেরকে।'

'বেশ।'

ড্রয়ার থেকে ফর্ম এনে দিল আনিস। কলম নিয়ে

আজাদ টেলিগ্রাম ফর্মে লিখল, 'ছুটি নিচ্ছি পরবর্তী নোটিশ না দেয়া পর্যন্ত দাঁড়ি রিপোর্ট করব যথাসময়ে জাঃ আজাদ দাঁড়ি।

'জাঃ' হলো কোড ওয়ার্ড। শব্দটার মানে ষড়যন্ত্রের মধ্যেই পড়ে এটা পাঠাচ্ছি।

দরজা খোলা রেখে বারান্দায় বেরিয়ে গেল আনিস ফর্মটা নিয়ে। বাইরে একজন সাদা কোট পরা লোক দাঁড়িয়ে আছে। তার পকেট থেকে কলমটা নিয়ে আনিস 'জাঃ' শব্দটা ঘচ্ করে কেটে দিয়ে বলল, 'দুটো টেলিগ্রামই রোম থেকে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করো।'

নতুন একটা সিগারেট ধরাতে ধরাতে দরজার দিকে তাকাল আজাদ। ফিরে আসছে আনিস।

আজাদ একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলল, 'কমপিউটর সম্পর্কে তুমি আমাকে কোনও ব্যাখা এখনও দাও নি।'

'লীলা? বড় অদ্ভুত মেয়ে। এসো, তোমাকে আমাদের ওয়র-রুম দেখাই।'

কমপিউটর-রুমের পাশ ঘেঁষে বারান্দা ধরে শেষ মাথার একটি দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকল আজাদ আনিসের পিছু পিছু। স্বপ্নেও যা ভাবেনি আজাদ তাই দেখতে পেল ওয়র-রুমে ও।

জায়গাটার প্রকৃত আকার বোঝার উপায় নেই। প্রকাণ্ড সন্দেহ নেই। বড় বড় মেশিন ঝুলছে সিলিং থেকে।

প্রকাণ্ড একটা গর্তের ভিতর একটা অর্ধগোলাকৃতি টেবিল, টেবিলের উপর উজ্জ্বল বাল্‌ব। তিনটে পৃথক ডেস্ক একপাশে, সেটার মুখোমুখি কালো গ্লাস প্যানেল, বারো ফিট উঁচু, অপটিক টেস্টবোর্ডের মতো দেখতে অনেকটা। ওটার উপরে সবরকম রঙের বালব জ্বলছে নিভছে, ঘুরছে ইস্পাতের বার, ডায়ালগুলো নড়ছে অবিরত, উজ্জ্বল ইনডিকটরের সারি দেখা যাচ্ছে—নিচে নামছে, উপরে উঠছে। গ্রিল দেয়া স্ক্রিনের উপর আলোক রেখা একেঁবেকে ছুটছে নানা দিকে।

লাইট গ্রীন জীপ সাইরেন স্যুট পরে আটজন লোক কালো লেদার সিটের উপর বসে যন্ত্রপাতির তৎপরতা লক্ষ্য করছে। দু'এক মুহূর্ত পর পরই উঠে দাঁড়িয়ে সুইচ টিপছে এক বা একাধিক, ডায়াল টেনে ধরছে, নোট লিখছে, তারপর আবার বোর্ডের সামনে বসে পড়ছে। রুমের মাঝখানে আড়াআড়িভাবে একটি বোর্ড। সেখানে বোর্ডের উপর টেপ ছুটছে এক দিক থেকে আর এক দিকে। ডান দিকে প্রকাণ্ড একটা ভারী মেশিন। সেটার তিনটে লিভার ধরে দাঁড়িয়ে আছে তিনজন সাদা স্যুটপরা লোক। ওদের পিছনেই একটি ডেস্ক। ডকুমেন্টের ফাইল এবং কয়েক'শ ভাঁজ করা কাগজের পাতা দেখা যাচ্ছে। তার পাশেই ছোট একটা গোল টেবিল। টেবিলের উপর ছোট একটা মাইক এবং টেপ্ ক্যান। মাইকে প্রায়ই কথা বলছে ইঞ্জিনিয়াররা।

আজাদ তাকাল। হাসছে আনিস।

'এ সবের মানে?'

'বিজনেস।'—বলল আনিস সগর্বে, 'এবং পারফিউম বিজনেসের কথা বলছি না। ওয়র রুমের কাজ হলো আমরা যে সব তথ্য পাচ্ছি সেগুলোকে রেকর্ড করা, পৃথক করা এবং ইংরেজী থেকে METROD-এ অনুবাদ করা। METROD হলো মেট্রোপলিটান অপারেশন ডাটা। বিশেষ একটি সাঙ্কেতিক ভাষা। এই ভাষাই ব্যবহার করে আমাদের কমপিউটর লীলাদেবী।'

'ঠিক কি ধরনের ডাটা—?'

'ধরো,'—বলে চলল আনিস, 'কিন্তু তার আগে তোমাকে বলা দরকার যে আমরা ওয়াররুমে যে তথ্য দিই তা হাজার রকমের হতে পারে। হয়ত একটি ব্যাঙ্কের ম্যানেজারের নাম, কোথায় বাস করে সে, কোন মদ খায়, কতটা খেয়ে সহ্য করতে পারে, টিপস্ দেয় কিনা—ইত্যাদি। হয়ত, কোনো একটি রাস্তা সম্পর্কে আমরা আগ্রহী। তথ্য দিলাম ওয়র রুমে। কি দিলাম? ধরো, রাস্তাটা দিয়ে কত গাড়ী সারা দিন যাওয়া আসা করে, ট্রাফিক লাইট সার্কিট বাল্‌বটা কোথায় অবস্থিত, সার্কিটের ডিটেলস, কতবার আলো জ্বলে নেভে ইত্যাদি। এগুলো অত্যন্ত সহজ আর সাধারণ ব্যাপারের কথা বলছি। তোমাকে বোঝাবার জন্যে। আসল ব্যাপার এই রকমই বটে, কিন্তু আরো জটিল। তথ্য অনেক রকম

হয়, তাই না? হয়ত উত্তর ফ্রান্সের আবহাওয়া আগামী হপ্তায় কেমন যাবে জানা দরকার—উপযুক্ত তথ্য দিলাম—ওয়র রুম সেগুলো রেকর্ড করল, বাছাই করল, বিশেষ ভাষায় রূপান্তরিত করে পাঠিয়ে দিল লীলার কাছে। ব্যস! লীলা জানিয়ে দেবে আগামী হপ্তার ঠিক কি রকম থাকবে উত্তর ফ্রান্সের আবহাওয়া। এভাবে আমরা জানতে পারি পৃথিবীর যে কোনও জায়গার পলিটিক্স ভবিষ্যত কোন্ দিকে মোড় নেবে, শেয়ার মার্কেটের ভবিষ্যৎ গতি উপর দিকে না নীচের দিকে, জুট প্রোডাক্টস কি পরিমাণ হবে, মিডল্ ঈষ্টে যুদ্ধ কবে বাঁধবে, ভিয়েৎকংরা কবে বড় ধরনের আক্রমণ চালাবে—সব আগে থেকে জানতে পারি। অপারেশনে হাত দেবার আগে সব ডাটা সংগ্রহ করতে হয় আমাদেরকে। ডাটা সংগ্রহ হলে সেগুলোকে পাঠানো হয় লীলার কাছে, লীলা সিদ্ধান্ত নেয়। অপারেশনের অনুকূলে লীলা সিদ্ধান্ত দিলেই আমরা মুভ করি।

'মুভ করি মানে?'

'ধরো, একটি ব্যাঙ্কের ভল্টে হাত দিই আমরা। কোনও বিপদের আশঙ্কা নেই। সব আমরা জানি। কী ভাবে খুলতে হবে ভল্টের তালা, তালা খোলার সময় ওয়র্নিং সিগন্যাল বাজলে কি ব্যবস্থা নিতে হবে, গার্ডরা কি আচরণ করবে—সব আমাদের নখদর্পনে। ধরো, প্রেসিডেন্টের ডেস্ক থেকে ফাইল চুরি করলাম। ধরো একজন আবিষ্কারের

গুপ্তস্থানে হাত ঢুকিয়ে ফর্মুলটা নিয়ে এলাম। বুঝতে পারছ?'

কমপিউটরের ক্ষমতা অসাধারণ। জানে আজাদ। জিনিসটা অসম্ভবকে সম্ভব করে।

'পারফিউম বিজনেসের আড়ালে তোমরা আসলে কি কাজটা করো?'—প্রশ্ন করল আজাদ।

'ওটা একটা খাঁটি ব্যবসা।'—আনিস বলল, 'আরও একটা কোম্পানী আছে আমাদের। পেড প্ লিমিটেড। পুলিশ ইউনিফর্ম তৈরী করার দায়িত্ব এই কোম্পানীর। ইউনিফর্মের বোতামগুলো স্পেশাল পদার্থ দিয়ে তৈরী এবং পোর্টেবল রাডারে বড় উজ্জ্বল দেখায় ওগুলোকে। আমরা যখন কোনও অপারেশনে যাই তখন পোর্টেবল রাডার থাকে সঙ্গে। রাডারের পর্দায় পুলিশদের ইউনিফর্মের বোতাম উজ্জ্বল তারার মতো জ্বলে—আমরা টের পাই পুলিশেদের অবস্থান, গতিবিধি। আরও একটা ব্যাপার আছে। আমাদের এখানে একজন সাউণ্ড ইঞ্জিনিয়র আছে। ক্যামাস। দেখেছ নিশ্চয়ই? জিনিয়াস। ভয়েস প্রিণ্ট এর লাইব্রেরী গড়ে তুলছে···।'

'ভয়েসপ্রিণ্ট?'

'ব্যাপারটা ফিঙ্গারপ্রিণ্টের মতোই।'—আনিস সহাস্যে বলে চলল, 'একজন লোকের গলা আর এক জনের সাথে মেলে না। সেইজন্যে টেপ করা কণ্ঠ কার চেনা যায়। কিন্তু ক্যামাস যে কোনো লোকের কণ্ঠস্বর টেপ করে সেগুলোকে

বদলে ফেলতে পারে। ধরো তোমার কথা টেপ করল ক্যামাস। তুমি হয়ত মাত্র একটি কথা বলেছ—'আমি আছি।' ক্যামোস এই একটি মাত্র ব্যক্যকে সহস্রবাক্যে পরিণত করতে পারে। তুমি যে কথা বলোনি সেই কথা বের হবে অন্য একটা টেপ দিয়ে—হুবহু তোমার গলা।'

সিগারেট ধরাল আনিস।

'আরও একটা মজার ব্যাপারে মাথা ঘামাচ্ছে ক্যামাস। অস্ফুট কোনো শব্দকে সে বিশ মাইল দুরে পাঠিয়ে দিতে পারে বিনা তারে।'—আনিস আজাদের কাঁধে একটা হাত রাখল, 'চলো, অফিসে গিয়ে বসি।'

অফিসে ফিরে এসে ড্রয়ার থেকে একটি রিভলবার বের করে আনিস ডেস্কের উপর রাখল, 'আমরা বাইরে যাব এবার ছোট একটা অপারেশনের জন্যে। যাবে তো?'

'কোথায়?'

'ফ্রান্সে। আগামীকাল। আজ রাতেই রওনা হচ্ছি আমরা। এক বন্ধুর সাথে সাক্ষাৎ হবে ওখানে।'

'কে সে?'

আনিসের চোখ আজাদের চোখের দিক থেকে নড়ল না এতটুকু, বলল, 'একজন বন্ধু। রাশিয়া থেকে আসছে।'

ছয়

প্যারিসের উত্তর পূব দিকের কোনো এক অজ পাড়াগাঁয়ে এই শ্যাটো। ঠিক কোথায় আজাদ জানে না। রাতের অন্ধকারে, বন্ধ গাড়ীর ভিতর বসে এসেছে ও। ওর অনুমান শহর থেকে খুব বেশী দুরে নয় জায়গাটা। আল তাবেলার কিম্ভুতকিমাকার ওয়র রুমের সেই দৃশ্যের দশ ঘণ্টা পর প্রকাণ্ড কালো মার্সিডিজে চেপে, বৃষ্টির মধ্যে শ্যাটোর গেটের ভিতর ঢুকেছে ও। শ্যাটো, ফরাসীদের পাল্লীনিবাসকে বলা হয়। এমন জঘন্য শ্যাটো এর আগে দেখে নি আজাদ। ভীষণ ঠাণ্ডা। অন্ধকার।

ডাইনিং রুমে বসে কফি খেতে খেতে সিগারেট ধরাল আজাদ। চরম মুহূর্ত ক্রমেই ঘনিয়ে আসছে।

DASSAULT জেটে চড়ে লিয়নের কাছে পল্ট-কানেটের একটা ক্লাব ল্যাণ্ডিং এয়ারপোর্টে নেমেছিল ওরা সন্ধ্যার পরপরই। সঙ্গে ছিল ইব্রাহিম, আজরা, নাদান, স্যানন ভি মার্কোস। আনিস তো ছিলই। লায়নের পর থেকে কয়েকবার গাড়ী বদল করতে হয়েছে। সারাটা পথ তীরবেগে

ছুটেছে গাড়ী। বৃষ্টিরও বিরাম ছিল না। সকাল হবার আগেই গাড়ী পৌঁছেছে শ্যাটোয়।

দোতালার ডাইনিং রুমে আজাদকে পৌঁছে দিয়েই আনিস নেমে গেছে। বলে গেছে বন্ধুকে নিয়ে কয়েক মিনিটের মধ্যে ফিরে আসবে সে।

দশ মিনিট পর, কফি শেষ করে উঠে দাঁড়াল আজাদ। জায়গাটা ভাল করে দেখে নেয়া দরকার। ডাইনিং রুমের দরজার কাছে পৌঁছুবার আগেই গাড়ীর শব্দ এলো।

বারান্দায় বেরিয়ে সিঁড়ির দিকে পা চালাল আজাদ। সিঁড়ির মাথায় গিয়ে দাঁড়ল ও। হলরুমের দরজা খুলে গেল। আনিস ঢুকল আগে। পিছনে রোগা, লম্বা, চশমা পরা একজন লোক। ওভারকোট পরা।

সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতে আনিস হাসল। বলল, 'রোডিয়ন নিকোলায়ভিচ ক্যানকিনকে চেনো?'

'গুড মর্নিং।'—হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল আজাদ।

রাশিয়ান ক্যানকিন সবেগে মাথা তুলে তাকাল আনিসের দিকে। আনিস বলল, 'মিঃ জাকি আজাদ। বন্ধু।'

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ফিরে তাকাল ক্যানকিন। হ্যাণ্ডশেক করল।

'কাম আপ।'

ডাইনিং রুমে ব্রেকফাস্ট নিয়ে বসল ওরা।

খেতে খেতে ক্যানকিন বলল, 'মেটাল স্থু—ভোলোনি তো?···দুজন কি তিনজন লোক ওরলিতে থাকবে ওয়েভ লেনথ

মিডিউল নিয়ে, না? গেট? গেট বন্ধ থাকবে কিনা! কেউ যেন বেরুতে না পারে···।'

'দুপুর বেলা প্লানিং কনফারেন্সে বসব আমরা।'—আনিস ক্যানকিনের গোগ্রাসে গেলা দেখছে। লোকটা যেন কয়েক দিন কিছু খেতে পায় নি।

এই তাহলে সেই লোক। রাশিয়া থেকে টাকা পাচার করে ভিয়েনার ব্যাঙ্কে পাঠাচ্ছিল। পালিয়ে এসেছে। কিন্তু আজাদ ভেবেছিল মোটা সোটা প্রকাণ্ডবেশী কুৎসিত দর্শন কোনও রাশিয়ান হবে লোকটা। ক্যানকিন রীতিমতো ইন্টেলেকচ্যুয়লদের মতো দেখতে।

'বেলা দশটায় কনফারেন্স চাই আমি।'—আঙুলে লাগা জেলী চাটতে চাটতে বলল ক্যানকিন।

আজাদ বলল, 'ব্যাপারটা কি?'

'ভাল কথা, তোমাকে সব বলা দরকার। তুমি তো এখন আমাদেরই লোক।'—বাঁকা একটু হাসল আনিস, 'আমাদের এই অপারেশনের নাম শেমলেডী। একটি TUPOLEV, TU114 এয়ারক্রাফট রাশিয়া থেকে লণ্ডনের উদ্দেশ্যে উড়ে আসছে আজ—এখন থেকে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে—বিশেষ একটি মিশনে। ভিতরে জায়গা বিশেষ ভাবে প্রশস্ত করা হয়েছে এয়ারক্রাফটার। ওটা বয়ে আনছে বিয়াল্লিশ টন সোনার বার এবং প্রচুর পরিমাণ উন্নতমানের কাটা ডায়মণ্ড। সোনা এবং ডায়মণ্ড রাশিয়া বিক্রি

করছে লণ্ডনের মার্কেটে ফরেণ এক্সচেঞ্জ পাবার জন্যে। এই ফরেন এক্সচেঞ্জ দিয়ে ওরা গম কিনবে। DE BEER'S সেলিং অর্গানেইজাশনের মাধ্যমে ওরা এই বেঁচাকেনা করে সাধারণত (আজাদ ব্যাপারটা জানে) কিন্তু এবার তারা নিজেরাই কাজটা করছে। লণ্ডনের সোভিয়েট ব্যাঙ্ক লণ্ডনের গোল্ড-মার্কেটের সদস্যদের কাছে এই সোনা সরাসরি বিক্রি করবে।

'এয়ারক্রাফটা প্রথমে ওরলি এয়ারপোর্টে নামবে। (ওরলি প্যারিসে) একজন সোভিয়েট ডায়মণ্ড এক্সপার্টকে তুলে নেবার জন্যে। বিশ থেকে ত্রিশ মিনিটের জন্যে ওরলিতে থাকবে ওটা। ডায়মণ্ড এক্সপার্ট ওপরে উঠলেই আবার উড়বে আকাশে।

'এয়ারক্রাফটটা প্যারিস ত্যাগ করার অল্প সময় পরই রিসিভ করবে একটি আরজেণ্ট রেডিও মেসেজ। মেসেজে বলা হবে দুষ্কৃতিকারীরা এয়ারক্রাফটের ভিতর একটি টাইম বোমা ফিট করেছে সুতরাং দ্রুত যেন সেটা ফিরে আসে ওরলিতে। প্লেনটা চক্কর মেরে পিছন দিকে ফিরবে, ল্যাণ্ড করবে ওরলিতে। আসলে ওরলিতে নয়, ওটা ল্যাণ্ড করবে এখানে। এবং তারপর সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়ে যাবে।'

নিঃসাড় বসে রইল আজাদ। মাথার ভিতর ঘুরপাক খাচ্ছে চিন্তা। বিয়াল্লিশ টন সোনা, সেই সাথে প্রচুর ডায়মণ্ড। চলতি বাজারে শুধু সোনার দামই পঁচিশ

মিলিয়ন পাউণ্ডের মতো। রাশিয়ানরা TU114 বিমানে সাধারণত আট-দশ টন সোনা পাঠায়। এটা ক্যানকিনের কারসাজি। পালিয়ে আসার আগে বেশী করে সোনা পাঠাবার উপযুক্ত ব্যবস্থা সেই করে এসেছে।

আনিস তাকিয়ে তাকিয়ে উপভোগ করছে আজাদের বিস্ময়, 'ওরলির মতোই দেখাবে উপর থেকে আমাদের রানওয়েকে। ঠিক ওরলির মতো করেই সাজানো হয়েছে। প্রায় আটবার আমরা পরীক্ষা করেছি। কোনও পার্থক্য নেই। তবু যদি পাইলট সন্দেহ করে আমরা বলব যে এটা ইমার্জেন্সী রানওয়ে, ওরলির কাছাকাছি। দুঃখ প্রকাশ করব কিন্তু বলব এটাই নিয়ম বিপদের সময়।

'আমাদের রানওয়ে আসলে একটা ফাঁদ। রানওয়ের মতো করে সাজানো হয়েছে রঙ আর হালকা ক্যানভাস দিয়ে। নীচে গর্ত। পানি ভর্তি বেশ গভীর গর্ত। সাথে সাথে ডুবে যাবে এয়ারক্রাফটটা। তারপর আমরা পানি পাম্প করে ফেলে দেব, সম্পদ নিজস্ব হেফাজতে তুলে নেবো এবং সরে যাব জায়গামতো। সহজ। কার্যকরী। নিখুঁত।'--দাঁত বের করে হাসল আনিস, 'ও কে?'

আজাদ বলল, 'কিন্তু ওরলি বিমান বন্দরের রেগুলার রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি আছে। রাশিয়ান পাইলটরা যদি সেই ফ্রিকোয়েন্সিতে কল করে তাহলে ওরলি থেকে উত্তর পাবে ওরা। সাথে সাথে ওরা জানতে পারবে তোমার

কথাটা মিথ্যে, ফাঁদ। সেক্ষেত্রে ?'

'ঠিক বলেছ।'—আনিস বলল, 'ওরলির রেগুলার রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি আছে। কিন্তু একটা কথা তোমাকে বলা হয় নি। রাশিয়ান এয়ারক্রাফটটা যখন ওরলিতে নামবে তখন সাধারণ এয়ারফ্রান্স কর্মচারীদের পোশাক পরা তিনজন লোক পাইলটদের সাথে দেখা করবে। লোক-গুলে ক্রুদের হাতে দেবে সিডিউল অব রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি। সেটা হবে এখানকার, আমাদের ফ্রিকোয়েন্সি। রাশিয়ান ভাষায় অনুবাদ করা আছে সিডিউলটা। লেখা আছে ওরলি থেকে বিশ মাইলের মধ্যে থাকলে এই ফ্রিকোয়েন্সিতে কল করতে। তাই করবে তারা। ওরলি থেকে আমাদের এই জায়গা কয়েক মাইলের মধ্যে। তাছাড়া আমরা যখন বোমা সংক্রান্ত মেসেজ পাঠাব তখন পাইলটকে জানিয়ে দেব আমাদের এই ফ্রিকোয়েন্সির সাথে সর্বক্ষণ যোগাযোগ রাখতে।'

ডাকাতি! এতোবড় ডাকাতি এর আগে কোথায় ঘটেছে কিনা সন্দেহ। গলা শুকিয়ে গেল আজাদের। ক্যানকিনের দিকে তাকাল ও। রোগা-পাতলা লোক, অথচ নার্ভ আছে বলতে হবে!

আজাদ তাকাল আনিসের দিকে। মিটিমিটি হাসছে আনিস।

'একটা কথা।'—বলল আজাদ, 'আমাদের ফ্রিকোয়েন্সিকে যদি রাশিয়ানরা ওরলির ফ্রিকোয়েন্সি হিসেবে ভুল করে

তাহলে ভালই। কিন্তু তাছাড়াও আর একটি ব্যাপার আছে। ওরলির ইন্সট্রুমেন্ট ল্যাণ্ডিং সিস্টেম আছে—ILS এর সাহায্যে ল্যাণ্ড করতে চাইবে ওরা, সেটাই নিরাপদ। এ ব্যাপারে কি করার কথা ভেবেছ?'

সিগারেটে টান দিয়ে আজাদের মাথার উপর একমুখ ধোঁয়া ছাড়ল আনিস, বলল, 'রাইট! কিন্তু, আজাদ, ILS আমাদেরও আছে। বাইরে, একটা ট্রাকের ওপর পাবে তুমি। আমাদের লোকোলাইজার বীম এবং আর সব সিগন্যাল ঠিক ওরলির ILS-এর মতো এখান থেকে পাঠানো হবে।'

আনিস চুপ করল। স্তব্ধতা নেমে এলো ডাইনিংরুমে। তারপর হঠাৎ আনিস মৃদু শব্দে হেসে উঠল। তাকাল আজাদের দিকে। বলল, 'শুনেছ একটা ফ্রেঞ্চ বোয়িং পঁচাত্তর জন প্যাসেঞ্জার নিয়ে কম্বোডিয়ার কোমপোঙচাম আর্মি এয়ারফিল্ডে নেমেছিল? অথচ বোয়িংটার নামার কথা ছিল আশি মাইল দূরে নমপেন এয়ারপোর্টে। গত বসন্তে ঘটেছে ঘটনাটা। পরিষ্কার আবহাওয়া ছিল। পাইলট নমপেন এয়ারপোর্টের কন্ট্রোল টাওয়ারের সাথে সর্বক্ষণ যোগাযোগ রক্ষা করে আসছিল। আর্মি এয়ারফিল্ডটা উপর থেকে দেখতে হুবহু নমপেন এয়ারপোর্টের মতোই দেখাচ্ছিল। অথচ দূরত্বটা ছিল আশি মাইল—আশি মাইল! এখানে আমরা ওরলির কাছ থেকে পঁচাত্তর মাইল দূরেও নই।'

বৃষ্টির বেগ ক্রমশঃ বাড়ছে। খারাপ আবহাওয়ায় ওদের

সুযোগ বাড়ছে বই কমছে না। ভাবল আজাদ।

ক্যানকিন বলল, 'ওরলি এয়ারপোর্টে প্লেন নামার পর গার্ড থাকবে কয়েকজন পাহারায়। গ্রেচোভস্কি প্লেনে উঠবে একা। আচ্ছা, ঠিক কখন এখানে আসছে প্লেন?'

হাত ঘড়ির দিকে তাকাল আনিস, 'TUPOLEV মস্কো ত্যাগ করবে 4·30 মস্কো সময় অনুযায়ী। তার মনে 2·30 আমাদের এখানকার সময়। সোজা ওরলি অবদি উড়ে আসবে, চার ঘণ্টার পথ। তারমানে ঠিক আজ সন্ধ্যা হবো হবো সময়ে ওরলিতে নামবে এয়ারক্রাফটটা। সাতটার দিকে আবার উড়বে, ধরা যাক। আরো কয়েক মিনিট পর আমরা পাবো ওটাকে গর্তের ভিতর।'

'কিন্তু ধরো,'—আজাদ বলল, 'কোথাও যদি কোনও গোলমাল হয়? এবং তোমরা,...আমরা ব্যর্থ হই?'

'অনেকগুলো গাড়ী আছে আমাদের।'—বলল আনিস, 'কেটে পড়ব এখান থেকে।'

ক্যানকিন হঠাৎ অধৈর্য স্বরে বলে উঠল, 'কলফা রেঞ্জ কখন হবে? দেরী করে লাভ কি, এখুনি বসি না কেন আমরা?'

আনিস তাকাল আজাদের দিকে, 'যাবে, না, ঘুমাবে? সারা রাত তো জেগেছ। আমার উপায় নেই, তা না হলে ঘুমিয়ে নিতাম একচোট।'—এফজন চাকরের উদ্দেশ্যে আনিস বলল, 'সুন্দর একটি রুমে নিয়ে যাও মিঃ আজাদকে।'—আজাদের দিকে ফিরে সে বলল, 'টেক ইট ইজি। সাড়ে

পাঁচটায় ডেকে নেবো তোমাকে আমরা।'

মৃদু হেসে আজাদ বলল, 'অবশ্যই।'

ঠিক দুপুরের দিকে ঘুম ভাঙল আজাদের। কনফারেন্স চলছে নাকি এখনও? চলবেই তো, ক্যানকিন বিশ্বাস করে না আনিসকে, আজাদ টের পেয়েছে লোকটার চোখের দৃষ্টি দেখেই।

আনিস কেন তাকে এর ভিতর টেনে আনল? ভাবতে লাগল আজাদ। আত্মাভিমান? অহঙ্কার? নিজস্ব ক্ষমতা দেখাবার সাধ? ক্যানকিনকে পাকড়াও করার দায়িত্ব আজাদের। তা জানে আনিস। জেনেশুনেই সে তাকে এর ভিতরে ঢুকিয়েছে।

আজাদ ক্যানকিনকে শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ করবে। ক্যানকিনকে মানে আনিসকেও। রাশিয়া বাংলাদেশের মিত্র। মিত্রের এতোবড় ক্ষতি হতে দিতে পারে না বাংলাদেশ সিক্রেট সার্ভিস।

জুতো পরে দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল আজাদ। বাইরে থেকে বন্ধ দেখল ও। কী-হোলে চোখ রাখল একটা। একজন লোকের চওড়া পিঠ দেখা যাচ্ছে মাত্র।

বিপরীত দিকের জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়াল আজাদ। বেরুবার একটা পথ দরকার। কাচের শার্সি জানালায়। না, আশপাশে কোনও পাইপ নেই। কার্নিশও দেখতে পেল না ও জানালার নীচে।

দুটো মাত্র চেয়ার রুমে। চেয়ার গুলোর দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগল আজাদ। তারপর, হঠাৎ একটা ভারী চেয়ার মাথার উপর তুলে-ধরে সবেগে ছুড়ে দিল সেটাকে জানালার শার্সি লক্ষ করে।

প্রচণ্ড শব্দ হলো। ভেঙে পড়ল কাচ। এক লাফে দরজার পাশে গিয়ে দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়াল আজাদ। দরজার কী-হোলে চাবী ঘুরছে।

খুলে গেল দরজা। প্রকাণ্ড একটা মাথা দেখা গেল রুমের ভিতর ঢুকছে। লোকটা জানালার দিকে ছুটল।

পা টিপে টিপে দ্রুত লোকটার পিছনে গিয়ে দাঁড়াল আজাদ। ঝুঁকে পড়ে লোকটার দুই হাঁটু ধরে হেচকা টান মারল।

মুখ থুবড়ে শক্ত মেঝেতে উপুড় হয়ে পড়ল লোকটা। সাথে সাথে অর্ধেক জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে সে।

লোকটার চুলের গোছা মুঠো করে ধরে পাকা মেঝেতে মাথাটা কয়েকবার সজোরে ঠুকে দিল আজাদ। পকেট থেকে রুমাল বের করে গালের ভিতর গুঁজে দিল। খাটের কাছে গিয়ে চাদরটা বিছানা থেকে তুলে নিয়ে ফড় ফড় করে ছিড়ে ফেলে লোকটার হাত,পা বেঁধে ফেলল। একমিনিটের মধ্যে।

দরজার সামনে এসে দাঁড়াল আজাদ। কান পাতল। কিচ্ছু না! চাবীটা কুড়িয়ে নিয়ে রুমের বাইরে বেরিয়ে

এল আজাদ।

নীচের হল রুমের স্ট্যাণ্ড থেকে একটা ওভারকোট আর হ্যাট নিল আজাদ। কেউ নেই কোথাও। বাইরে বেরিয়ে আসতেই ঠাণ্ডা বাতাস আর বৃষ্টির ফোটা আক্রমন চালাল আজাদের উপর। বাড়ীটার পাশ দিয়ে ঘুরে পিছন দিকে চলে এলো ও। গাছ আর গাছ। ঝোপ ঝাড়ের সংখ্যাও কম নয়। নুড়ি বিছানো একটা চওড়া জায়গা সামনে। মাথা নীচু করে হনহন করে এগিয়ে চলল আজাদ। বেশ খানিক দুর যাবার পর ডানদিকে তাকাল ও। বাড়ীটা দেখা যাচ্ছে। প্রেতপুরীর মতো দেখাচ্ছে পাঁচতালা বাড়ীটাকে।

গাছগুলোর মাঝখানে দাঁড়িয়ে ডানদিক থেকে সামনের দিকে তাকাল আজাদ। ফাঁকা একটা জায়গা। তারপর আবার গাছপালা।

রানওয়ে ট্রাপটা কোন দিকে? অনুমান করার চেষ্টা করল আজাদ। নিশ্চয়ই বাঁ দিকে কোথাও হবে। বিদ্যুতবেগে পিছন ফিরে তাকাল আজাদ হঠাৎ।

শব্দ হলো যেন। কিন্তু কাউকে দেখা যাচ্ছে না। কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করার পর আবছা ভাবে দৃশ্যমান সরু একটা পথ ধরে এগিয়ে চলল আজাদ। দশ গজ পরই হেভী ডিউটি কেবল সংযুক্ত ইলেকট্রিক জাঙ্কশন বক্স দেখতে পেল ও একটা। নিশ্চয়ই লাইট্‌নিং সিস্টেমের অংশবিশেষ। কয়েক মিনিট আরো হাঁটল ও তারপর দাঁড়াল।

ঝোপের ভিতর আধ-লুকানো অবস্থায় হুয়িলের উপর একটা মটর পাম্প। ধাতবের মোটা পাইপ চলে গেছে সোজা। পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা। আরো মটর আছে নিশ্চয়ই আশে পাশে। আরো খানিক সামনে আজাদ দেখল একটা মোবাইল ফোম-পাম্প-ফায়ার এক্সটিন গুইসার। মন্দ নয়, সবই আছে।

সিগারেট পকেট থেকে বের করেও জ্বালতে সাহস পেল না আজাদ। হাত ঘড়ির দিকে তাকাল ও। পাঁচ মিনিট বাকী একটা বাজতে। নব্বুই মিনিটের মধ্যে প্লেনটা মস্কো ত্যাগ করবে। গাছপালার মাঝখান থেকে বেরিয়ে চওড়া একটা কাঁকর বিছানো পথ দিয়ে আবার এগোতে শুরু করল আজাদ। বড় কোনও গাছ নেই পথের পাশে। উঁচু নিচু ঝোপ শুধু। সামনে একটি ইউক্যালিপটাস গাছ। গাছটার কাণ্ডটা ঝোপে ঢাকা। পাশ কাটিয়ে গিয়েও ফিরে এলো আজাদ। ঝোপের ফাঁক দিয়ে ও তাকাল তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে, তারপর দেখতে পেল পুরোপুরি জিনিসটা। টিভি ক্যামেরা। তারমানে ওয়াচ গার্ড সিস্টেম অনুযায়ী ক্লোজড্-সার্কিট টেলিভিশন আছে এই শ্যাটোয়।

বিরক্ত হলো আজাদ নিজের উপর। ক্যামেরার সামনে দিয়ে বুক উঁচু করে হেঁটে গেছে সে। টিভির পর্দায় উঠেছে ওর ছবি, সন্দেহ নেই। আরও ক'টা ক্যামেরা পেরিয়ে এসেছে কে জানে। নিশ্চয়ই কেউ অনুসরণ করছে তাকে।

এদিক ওদিক তাকাল আজাদ। একমুহূর্ত পরই সর্বশরীরের মাংসপেশী শক্ত হয়ে উঠল ওর। ঝোপের আড়াল থেকে একটি অস্বাভাবিক দীর্ঘ মূর্তি বেরিয়ে আসছে। অস্কার।

আপনা থেকেই আজাদের ডান হাতের আঙুলগুলো পরস্পরকে চেপে ধরল। অস্কারের দিকে চোখ রেখে রাস্তা ছেড়ে অল্প ফাঁকা একটা জায়গায় গিয়ে দাঁড়াল ও। এগিয়ে আসছে অস্কার। সামনের দিকে ঝুঁকে হাঁটছে সে। হাত দুটো ঝুলছে কিন্তু দুলছে না এতোটুকু। সামনে এসে দাঁড়াল সে।

আজাদ অস্কারের শিশুর মতো মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। চুলহীন মাথা থেকে বৃষ্টির পানি নাক বেয়ে গাল বেয়ে বুকে পড়ছে। একটা হাত বাড়িয়ে হঠাৎ সে আজাদের গলা ধরে ফেলল। প্রায় একই সময় একটা ঘুষি মারল আজাদ অস্কারের তলপেটে।

পাথরের মূর্তিও বুঝি নড়ে কিন্তু অস্কার তলপেটে ঘুষি খেয়ে এতটুকু নড়ল না। কোনরকমে ব্যাথা সহ্য করতে করতে আজাদ বলল, 'সরে যাও অস্কার, নয়ত মারব।'— গলায় নখ্ বসিয়ে দিয়েছে অস্কার।

অস্কার চেপে ধরেছে লম্বা লম্বা মোটা আঙুল দিয়ে আজাদের গলা। তাকিয়ে আছে সে আজাদের চোখের দিকে— নিষ্পলক যেন কাঠের মূর্তি একটা, পলকহীন। গলা শুকিয়ে আসছে আজাদের। দম বন্ধ হয়ে আসছে।

দু'হাত উপরে তুলে আজাদ অস্কারের মোটা গলায় হাত দিল। থুতনির ঠিক নিচের মাংস আঙ্গুল দিয়ে খামচে ধরল ও। ভেগল নার্ভে আঘাত করার জন্যে বুড়ো আঙ্গুল ঢুকিয়ে দিল আজাদ সর্বশক্তি দিয়ে ভিতর দিকে। যে কোনও মানুষের জন্যে মারাত্মক ভীতিপ্রদ ব্যাপার। অস্কারের গাল হা হয়ে গেল। মুক্ত হাতটা তুলে সে ধরল আজাদের কব্জি। মোচড় দিতে শুরু করল সে হাঁপাতে হাঁপাতে। চিৎকার করার শক্তি পেল না আজাদ। জ্ঞান হারাচ্ছে সে, ভাবল।

'অস্কার! না, অস্কার।'—একটা গলা ভেসে এলো আজাদের পিছন থেকে, 'থামো, অস্কার। গো ব্যাক।'

আজাদ অনুভব করল গলা ছেড়ে দিচ্ছে অস্কার। চোখ মেলে তাকাল কায়েক মুহূর্ত পর আজাদ। অস্কার পিছিয়ে যাচ্ছে। সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে আজরা।

ডান হাতের কব্জি চেপে ধরল আজাদ বাঁ হাত দিয়ে।

আজরা বলল, 'মিঃ আনিস আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন বাড়ীতে।'

হলরুমে ফায়ারপ্লেসের কাছে একটি চেয়ারে বসে বসেই আনিস হেসে উঠল, 'যা খাবার খেয়ে নাও হে। অপারেশন শেষ না হওয়া অবদি সুযোগ পাবে না কিন্তু।'—হাতঘড়ির দিকে তাকাল সে, 'প্লেন টেক অফ করবে উনচল্লিশ মিনিট পর।'

অপ্রত্যাশিত ভাবে, তৈরী হয়ে ওঠার আগেই, ছুটো চমক সৃষ্টি হলো।

পাঁচটা সতের। মাত্র। হলরুমের দরজা এক ঝটকায় খুলে হাঁপাতে হাঁপাতে ভিতরে ঢুকল আজরা, 'ওরলি কলিং।'

তড়াক করে লাফিয়ে তীরবেগে বেরিয়ে গেল আনিস হলরুম থেকে। ধীরে ধীরে কফির পেয়ালাটা টেবিলের উপর নামিয়ে রাখল ক্যানকিন। সিলিংয়ের দিকে ভুরু কুচকে তাকাল সে। কোথাও একটা গোলমাল হয়েছে বুঝতে পারল আজাদ। হার্টবিট বাড়ছে তার টের পেল ও। মিনিট খানেক পরই ঝড়ের বেগে ফিরে এলো আনিস। ক্যানকিনের মুখোমুখি দাঁড়ল সে, 'ওরলি থেকে আমাদের লোক বলছে C.R.S—ফ্লেঞ্চ আর্মড্ গার্ডসদেরকে তৈরী থাকতে বলা হয়েছে ছ'টার জন্যে, সাড়ে ছ'টার জন্যে নয়।'

'হুঁ।'—ক্যানকিন গম্ভীর।

'তুমি বলেছিলে প্লেন নির্দিষ্ট সময়ের আগে মস্কো ত্যাগ করবে না!'

'সেই নির্দেশই আমি দিয়ে এসেছি।'—অসহায় বোধ করছে ক্যানকিন।

আনিস তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে লক্ষ্য করছে ক্যানকিনকে, 'তোমার পালাবার খবর পেয়ে গেছে ওরা, ক্যানকিন?'

'এতো তাড়াতাড়ি? অসম্ভব।'

'এটা কি অন্য কোনো প্লেন?'

ক্যানকিন অত্যন্ত শান্ত গলায় বলল, 'অসম্ভব।'

দশমিনিট পর আজরা আবার ফিরে এলো, 'ওরলি। দি প্লেন ডিউ ইন সিক্স ও'ক্লক।'

আনিস আজরার দিকে পাঁচ সেকেণ্ড নিঃশব্দে তাকিয়ে রইল। তারপর তারস্বরে চিৎকার করে উঠল, 'এভরিবডি আউট! জেনারেল স্টেশন। গেট মুভিং, ফর ক্রিস্ট'স্ সেক।'

ছুটন্ত পদশব্দ এবং উত্তেজিত কণ্ঠে গোটা বাড়ীটা যেন হঠাৎ ঘুম থেকে জেগে উঠল।

আকাশের রঙ কয়লা। পাঁচ মিনিট জঙ্গলের ভিতর দিয়ে হেঁটে, একটি খোলা চওড়া মাঠের পাঁশ ঘেঁষে একটা গ্রীনহাউসের দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকল ওরা। গোটা বাড়ীটার মাথায় তেরপল।

প্রকাণ্ড খোলা জায়গাটায় রেনকোট পরা লোকজন ছুটোছুটি শুরু করছে।

গ্রীনহাউসের ভিতরে, ফ্রন্ট গ্লাসের সামনে একটা টেবিল এবং কয়েকটা চেয়ার। মাঝখানের চেয়ারে আনিস। টেবিলের উপর একটা ইন্টারকম সেট। মাইক, স্পীকার এবং সুইচ বিভিন্ন সেক্টরের জন্য। বুক পকেটে ক্লিপ দিয়ে একটা ওয়াকি-টকি আটকাচ্ছে সে। বাঁ দিকে, ক্যানকিনের পিছনে ক্লোজ সার্কিট টিভির পর্দা এবং একটি রাডার গ্রিল। তার পাশের সিটে বসে আছে একজন লোক ফিল্ড টেলিফোন

নিয়ে। ডান দিকে বসতে ইঙ্গিত করল আনিস আজাদকে হাত ইশারায়। চেয়ারে বসে সামনের দিকে তাকাল আজাদ। কালো জীপ সুট লোকগুলো এখনও ছুটোছুটি করে কাজ করছে খোলা মাঠে। সন্ধ্যা নামার আগেই অন্ধকার নেমে আসছে দ্রুত চারিদিকে।

বাঁ দিকে তাকিয়ে একটা রেডিও ভ্যান দেখতে পেল আজাদ। টেবল কমিউনিকেশন সেটের সঙ্গে স্পীকারের তার যোগ করছে ইঞ্জিনিয়াররা। ডানদিকে একটা ভারী ট্রাক দাঁড়িয়ে আছে গাছপালার আড়ালে। জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছে কানে হেড ফোন লাগিয়ে তিনজন লোক বসে আছে প্রকাণ্ড একটা ইনস্ট্রুমেণ্টাল প্যানেলের সামনে।

আনিস কথা বলছে মাইকে, সুইচ টিপছে, সার্কিট টেস্ট করছে দ্রুত। পিছনে দুজন লোক টিভি আর রাডার চেক করছে। গোটা ব্যাপারটাই প্রায় নিখুঁত এবং প্রায় নিঃশব্দে ঘটে যাচ্ছে। বাইরের আলো দ্রুত কমে আসছে।

দু'দিকের গাছপালার আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো দু'দল লোক। চাকাওয়ালা প্রকাণ্ড দুটো ফ্রেম টেনে আনছে তারা। ক্রিকেট স্ক্রিনের মতো প্রকাণ্ড। পর্দা দিয়ে ঢাকা ফ্রেম। পর্দা খুলতেই দেখা গেল আয়না। রানওয়েকে বড় করে দেখানোর জন্য উপযুক্ত বটে!

রেডিও ট্রাকের পিছন থেকে বেরিয়ে আসতে দেখা গেল আজরাকে। মাইকে কি যেন বলল আনিস। গাছ-

গুলোর দিকে ছুটল আজরা। আজাদ দেখল আজরার হাতে একটা পিস্তল রয়েছে।

বসে বসে অপেক্ষার পালা। মৃদু ইলেকট্রিক গুঞ্জন ভেসে আসছে রেডিও ভ্যান থেকে। ILS-এর কর্মীরা ডায়ালের দিকে মন দিয়ে অপেক্ষা করছে। হঠাৎ ফোনের বেল বেজে উঠল পিছন দিকে। বিদ্যুতবেগে তাকাল আনিস। অপারেটর ঘাড় ফিরিয়ে বলল, 'ওরলি। প্লেন নামছে।'

'এটাই কি আমাদের প্লেন?'—ক্যানকিনের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল আনিস, 'আধঘণ্টা আগে রওনা হয়েছে? ইজ ইট, ফর ক্রিস্ট'স সেক? জানব কেমন করে আমরা!'

ক্যানকিন তার চেয়ারে শক্ত হয়ে বসে আছে, 'এটাই···।' প্রায় সাথে সাথে আনিস মাইকে কথা বলল, 'ইয়োলো ফোর···ইয়োলো ফোর···।'

স্টাণ্ডবাই সিগন্যাল! কিন্তু এটা যদি অন্য কোনও প্লেন হয়! ভাবল আজাদ। আর কোনও উপায় নেই আনিসের, ঝুঁকি তাকে নিতেই হবে। টেলিফোন অপারেটরের দিকে তাকিয়ে আনিস বলল, 'ওরলিকে বলো এটা আমাদের প্লেন কিনা জানার সাথে সাথে যেন সিগন্যাল দেয়। আমাদের লোকগুলো কি করছে ওখানে?'—ক্যানকিনের দিকে তাকাল সে, 'অন্য প্লেনকে

যদি ওরা আমাদের প্লেন বলে সিগন্যাল দেয় তাহলে মাথার চুল ছিড়তে হবে।'

সিগার ফেলে দিয়ে সিগারেট ধরাল আনিস। বার-বার হাতঘড়ি দেখছে সে।

চমকে উঠল সবাই আবার ফোনের বেল শুনে। অপারেটর মাউথ পিসের গলা চেপে ধরল পাঁচ আঙ্গুল দিয়ে।

'ওরলি। কোনও রাশিয়ান গার্ড নেই এই প্লেনের সাথে। C.R.S—কিন্তু রাশিয়ান নেই। কিছু একটা ঘটেছে।'

'ইজ ইট TU114? ইজ ইট আওয়ার প্লেন? গায়ে চিহ্ন নেই?'

'ইটস্ এ TU114।'

ক্যানকিনের কণ্ঠস্বর যেন ঠাণ্ডা বরফ, 'বুঝতে পারছি না আমি। রাশিয়ান গার্ড প্লেনে থাকার কথা।'

দ্রুত কথা বলছে আনিস মাইকে। মাথার চুল বিশৃংখল ভাবে নেমে এসেছে কপালে।

সময় বয়ে চলেছে। আবার ফোনের বেল বাজল।

'হেলিয়োট্রুপ।'—অপারেটর বলল দ্রুত।

'ক্রিস্ট, হেলিয়োট্রুপ!'

'মানেটা কি?'—জিজ্ঞেস করল আজাদ।

'প্লেন উড়ছে। গ্রেচোভস্কি উঠেছে। আমাদের প্লেন এটা!'

শিউরে উঠল আজাদ। শুরু হলো তাহলে!

মাইকে বলে চলেছে আনিস, 'হেলিয়োট্রুপ···হেলিয়োট্রুপ···হেলিয়োট্রুপ···।'—চোখ দুটো সর্বক্ষণ হাত ঘড়ির দিকে নিবদ্ধ।

সময় বয়ে চলল। কেউ নড়ছে না। কেউ কথা বলছে না। সামনে জ্বলছে আলো। ওরলি বিমানবন্দরের মতো করে সাজানো হয়েছে জায়গাটাকে। ফাঁকা মাঠটা ছাড়া আর সব অন্ধকারে ঢাকা। আনিসের অস্তিত্বের প্রতি বিন্দু একাগ্রচিত্তে লক্ষ্য করছে হাত ঘড়ির কাঁটা। আচমকা সে হাত বাড়িয়ে একটা বোতাম টিপে ধরল। তাকাল ঝট্ করে রেডিও ভ্যানের দিকে। টেবিল সুইচবোর্ডের উপর একটা সবুজ বালব জ্বলে উঠল। ভ্যান থেকে স্পীকারের মধ্যে দিয়ে একটা কণ্ঠস্বর পরমুহূর্তে অস্পষ্টভাবে ভেসে এলো। রাশিয়ান ভাষায় রেডিও মেসেজ পাঠানো হচ্ছে TU114-এর পাইলটের কাছে। বোমাসংবাদ!

নিঃসাড় বসে আছে আনিস।

খানিক পর আবার মেসেজ পাঠানো শুরু হলো।

আবার বিরতি। আবার অপেক্ষা। উত্তর আসছে না। আবার মেসেজ পাঠানো শুরু হলো। বন্ধ হলো। উত্তর নেই। নিস্তব্ধতা অটুট থাকছে। পাইলট উত্তর দিচ্ছে না। কেন? কোথায় গোলমাল হলো? সর্ব শরীরের মাংসপেশী শক্ত হয়ে উঠেছে টের পেল আজাদ। বৃষ্টি পড়ছে

তো পড়ছেই। বেগ একটু যেন কমেছে কিন্তু থামার কোনও লক্ষণ নেই।

তাকিয়ে আছে ক্যানকিন আনিসের দিকে! চোখ তুলে ক্যানকিনের চোখের দিকে তাকাল সে। দু'জনের চোখেই সন্দেহ। পরস্পরকে ওরা বিশ্বাস করে না।

আনিস অকস্মাৎ তীক্ষ্ণকণ্ঠে চিৎকার করে উঠল মাউথপীস তুলে ধরে, 'রিপিট ইট!'

মেসেজ পাঠাতে শুরু করল আবার অপারেটর। পর মুহূর্তে শোনা গেল অস্পষ্টভাবে আরেকটা গলা রাশিয়ান ভাষায় কথা বলছে।

ক্যানকিন ফোঁস করে দুশ্চিন্তা মুক্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করে দাঁত বের করে বলে উঠল, 'ওরা কথা বলছে……দাঁড়াও। চক্কর দিচ্ছে প্লেন, পিছন ফিরছে……ফিরে আসছে…… রিসিভ করেছে পাইলট ওয়ার্নিং মেসেজ।'

আনিস সুইচবোর্ডের একটা বোতাম টিপে তাকাল ট্রাকের দিকে। ILS-এর ট্রাকে একটা নীল বালব জ্বলল আর নিভল। জানালায় দেখা গেল একজন অপারেটারকে। হাত নেড়ে সঙ্কেত দিল সে। ILS বীম পাঠাতে শুরু করেছে।

আজাদ লক্ষ্য করল রেডিও নিশ্চুপ হয়ে গেছে। আনিস তাকিয়ে আছে রেডিও ভ্যানের দিকে। ভ্যানের ভিতর থেকে একজন লোক মাথা নাড়াল, হাত দিয়ে 'না' সূচক ইশারা করল। রাশিয়ান প্লেনের সাথে যোগাযোগ

হারিয়ে ফেলেছে এরা। ক্যানকিন কথা বলে উঠল, সাদা হয়ে গেছে তার মুখ, 'গেল কোথায়!'

পাথরের মতো জমাট বেঁধে গেছে আনিস।

প্রায় একমিনিট কাটল। ঘটল না কিছুই।

তারপর আবার শোনা গেল রাশিয়ান পাইলটের গলা।

'পর্দায় একটা কিছু দেখতে পাচ্ছি আবছাভাবে।'—পিছনে থেকে বলে উঠল রাডারে চোখ রেখে একজন লোক, 'রানওয়ের দিকেই সরে আসছে·····।'

অকস্মাৎ সবাই শব্দটা শুনতে পেল। অন্ধকারে আকাশের কোথাও থেকে শব্দটা আসছে। জেট প্লেনের শব্দ। অন্যান্য সব শব্দ দ্রুত অস্পষ্ট হয়ে আসছে।

দাঁতে দাঁত চেপে আকাশের দিকে তাকাল আজাদ। কিছুই দেখা যাচ্ছে না। তারপর, হঠাৎ, খুব নীচুতে, অন্ধকার ফুঁড়ে আকাশে দেখা দিল প্লেনটা।

সোজা এগিয়ে আসছে দৈত্যাকৃতি জেট। হাত দুটো মুঠো হয়ে গেছে ওর আপনা থেকেই। কপালে ঘাম ফুটেছে। প্লেনটা একটা অঘটন ঘটাতে যাচ্ছে!

সোজা ওদের দিকে এগিয়ে আসছে প্রকাণ্ড প্লেনটা। আনিসের ঠোঁট ফাঁক হয়ে গেছে। চকচকে দাঁত দেখা যাচ্ছে তার। নীচের পাটি দাঁতের সাথে উপরের পাটির দাঁত আটকে গেছে খাড়া ভাবে। প্লেন নামছে ক্রমশ। পনের কি বিশ সেকেণ্ডে মধ্যে প্লেনের চাকা রানওয়ে স্পর্শ

করবে। রিয়েক্টরের তীক্ষ্ণ চিৎকারে কানের পর্দা ফেটে যাবার অবস্থা হয়েছে। কান চেপে ধরল যে-যার সবাই। আজাদ দাঁতে দাঁত চাপছে, প্লেনটা ছুঁই ছুঁই করছে রানওয়ে····· এই স্পর্শ করল·····।

গ্রীনহাউসের সামনের গ্লাস ভেঙে চুরমার হয়ে গেল প্রচণ্ড সংঘর্ষের শব্দে। থরথর করে কাঁপতে থাকল টেবিল, চেয়ার দশ সেকেণ্ড ধরে।

দশগজও গড়িয়ে আসতে পারল না প্লেনটা। দু'দিক থেকে ঝর্ণার পানির মতো পানি উঠল উপরপানে—সংঘর্ষের শব্দটা তখনই হলো।

অদৃশ্য হয়ে গেল প্লেনটা।

নিশ্চুপ, নিস্তব্ধ চারিদিক।

চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে গাল ফাঁক করে তাকিয়ে আছে ওরা গর্তের দিকে। ধোঁয়া উঠছে গর্ত থেকে। অনেকগুলো বালব জ্বলে উঠল ফাঁকা মাঠটার দু'পাশের গাছপালার ভিতর।

'সবাইকে পাঠাও ওদিকে!'—মাইকে আদেশ দিল আনিস। গাছগুলোর আড়াল থেকে অন করা টর্চ হাতে ইতিমধ্যেই লোকেরা ছুটতে শুরু করেছে গর্তের দিকে। আজাদ ক্যানকিনের দিকে ফিরল। পাথরের মূর্তির মতো

দাঁড়িয়ে আছে লোকটা। ফিরে যাবার আর কোনও উপায় তার নেই।

কটু গন্ধ তীব্র হয়ে উঠেছে বাতাসে। আচমকা একটা দ্রুত শব্দ হলো ক্যাচ্ করে! ব্যাপার কি? গর্তের দিকে ফিরল আজাদ। আবার একটা শব্দ হলো—ক্যাচ্!

'হোয়াট ইন গড···।'—আনিসের চোখ গোল হয়ে উঠল।

ছুটো হুইলড্ রানওয়ে লাইটপোষ্ট পিটের দিকে নিয়ে যাচ্ছে কয়েকজন লোক। আবার একটা শব্দ—ক্যাচ্। লাইটপোষ্টের হাজার পাওয়ারের বালব্ অদৃশ্য হয়ে গেল। দেখা যাচ্ছে প্লেনের কাঠামোটা। গর্তের ভিতর অর্ধেক জেগে আছে পানির উপর। আগ্নেয়গিরির মাথা থেকে যেমন ধোঁয়া বের হয় ব্যাপকভাবে তেমনি ভাবে লাল ফেনা বেরিয়ে আসছে প্লেনের বিভিন্ন জায়গা থেকে।

আর একটা শব্দ হলো—ক্যাচ্!

'ইন দ্য নেম অব হেল।'—বিমূঢ়-কণ্ঠ আনিসের।

'ইজেক্টর সিটের মতো শব্দ মনে হচ্ছে।'—আজাদ বলল।

'জানি আমি।'—আনিস দ্রুত ঝুঁকল মাইকের মাউথ-পীসের দিকে, 'ক্রু ইজেক্টিং! ক্রু ইজেক্টিং! কন্ট্রোল টু ফোর। রাউণ্ড দেম আপ। টেক কেয়ার অব দোজ্ মেন।'

আবার শব্দ হলো—ক্যাচ্! আজাদ দেখল একটি

ইজেক্টেড প্যাকেজ সাঁ করে উপর দিকে উঠল। সেটা গাছপালার দিকে পড়ল সবেগে। পড়েই খুলে গেল মুখটা। রাবার বোট। মার্কার ফোম অনর্গল বেরিয়ে আসছে প্লেনের নানা অংশ থেকে। বাধ্যতামূলক সি-ল্যাণ্ডিংএর জন্যে রাশিয়ানরা এই ব্যবস্থা রেখেছিল প্লেনে, বোঝা যাচ্ছে। পাহাড় সমান হয়ে উঠেছে প্লেনের চার-পাশে লাল ফেনা। এই বিপদের জন্যে তৈরী ছিল না আনিস। ক্যানকিন বা লীলা এ বিষয়ে নির্দেশ দিতে ব্যর্থ হয়েছে।

সাঁ করে কি যেন উড়ে গেল আকাশের দিকে। পর পর দুটো। আকাশের দিকে তাকাল ওরা। সোজা উপর দিকে উঠে যাচ্ছে লাল ঘুড়ির লেজের মতো একটি আলো। অনেকটা উপরে গিয়ে জিনিষটা বিস্ফোরিত হলো। রাশিয়ানরা ডিশট্রেস রকেট ছুড়ছে প্লেনের ভিতর থেকে।

'কিল ইট। কণ্ট্রোল টু টু। কিল ইট!'

বিস্ফোরিত হয়ে নেমে আসছে দ্রুত লাল ভারী ধোঁয়া নীচের দিকে। আলোয় আলোয় আলোকিত চারিদিকে। লাল আলোয় আজাদ দেখল গর্তের চারিদিকে মানুষ ছুটোছুটি করছে। ফেনা পাম্প করার যন্ত্র নিয়ে ব্যস্ত তারা। হঠাৎ আকাশের লাল আগুনের টুকরোগুলো নিভে গেল। অন্ধকার গাঢ় হয়ে নেমে এলো চারিদিকে। পরমুহূর্তে ফায়ারের শব্দ চমকে দিল সবাইকে।

সাবমেশিনগান। বুঝতে পারল আজাদ।

আনিস চিৎকার করছে মাইকে।

খানিক পর আজরার গলা ভেসে এলো স্পীকারে, 'থ্রি টু কন্ট্রোল। মেন ইজেক্টেড আর আর্মড। স্যুটিং এ্যাট লাইটস।'

প্লেন থেকে কৌশলে বেরিয়ে রাশিয়ান গার্ডরা আলোর দিকে গুলি ছুড়ছে।

ক্যানকিনের দিকে তাকাল আনিস, 'মার্কার-ফোম—রকেট—নো আর্মড্ গার্ডস্!'

'আমি বলেছিলাম গার্ড থাকবে।'—ক্যানকিন বলল, 'ওরলি থেকে ভুল তথ্য দেয়া হয়েছে।'

প্লেনেরই ভিতর ছিল গার্ডগুলো। ওরলিতে প্লেন থামলেও ওরা নামে নি কোনও কারণে।—কে. জি. বি-এর অপারেটর হতে পারে লোকগুলো। ভয়ঙ্কর দুর্ধর্ষ ওরা। অসম্ভব বলে মনে করে না কোনও কাজকে। পরিস্থিতি আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে……।

'গাছগুলোর দিকে যাওয়া বন্ধ করো ওদের! শুনছ? স্টপ্ দোজ্ বাস্টার্ডস্!'—আনিস উদভ্রান্তের মতো এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে চিৎকার করে উঠল মাইকে।

হাঁপাতে হাঁপাতে গ্রীনহাউসে এলো আজরা, 'বড় জোর তিন কি চারজন লোক। গাছগুলোর ভিতরে কোথাও আছে একজন।'

'ফর ক্রিস্ট সেক, তোমার লোকজন কই!'—আনিস সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলল, 'চার নম্বর থেকে সাহায্য নাও—কুইক!'—টেলিভিশনের সামনে গিয়ে দাঁড়াল সে।

পর্দায় ইনফ্রা-রেড রঙা গাছপালা দেখা যাচ্ছে অস্পষ্টভাবে। ঝোপের পাশ দিয়ে ছুটছে ইব্রাহিম একদল লোককে নিয়ে। সুইচ টিপল অপারেটর। আরেকটা দৃশ্য ফুটল পর্দায়। এখানেও একদল লোককে দেখা গেল। ঝোপের ভিতর সার্চ করছে তারা।

ইন্টারকমে তীক্ষ্ণ কণ্ঠ ভেসে এলো, 'সেভেন টু কন্ট্রোল। ফেনার জন্যে কাজ করিতে পারছি না। জ্বালা করছে হাত। পানি ঝরছে চোখ বেয়ে। পাম্প্ করা যাচ্ছে না—সম্ভবও নয়।'

রানওয়ের দিকে তাকিয়ে রইল আনিস। বলল, 'উই হ্যাভ এ ফায়ার স্কোয়ার্ড উইথ প্রোটেকটিভ ক্লথিং এ্যাণ্ড এক্সট্রা পাম্পস্ অ্যাট পয়েন্ট নাইন! ব্রিং দ্য এক্সট্রা পাম্পস্ আপ ফ্রম পয়েন্ট নাইন। জেসাস ক্রিস্ট। যে-কোনো উপায়ে পাম্প করার ব্যবস্থা করো, শুনছ?'

ক্যানকিন রুমাল দিয়ে তার চশমার কাচ মুছছে মাথা নীচু করে সযত্নে। মাথা না তুলেই ঠাণ্ডা গলায় সে বলল, 'গার্ডগুলো যেন পালাতে না পারে। ওরা কে. জি. বি-এর লোক।'

রেডিও ভ্যান থেকে ফোন এলো, 'সামবডি সেণ্ডিং

সিগন্যাল ফ্রম হিয়ার।'

আনিস হঠাৎ নিঃসাড় হয়ে গেল।

'স্ট্রং রেডিও সিগন্যাল। SOS আশপাশ থেকে, বোধ হয় রাস্তা থেকে পাঠাচ্ছে।'

'পোর্টেবল ট্রান্সমিটার?'

'হতে পারে।'

'কি বলছে?'

রনি
@roni060007

'SOS রাশিয়ান প্লেন জি-ফোর-টি. পি. ভি. ডাউন এ্যাণ্ড বিং অ্যাটাকড্। লাষ্ট কোর্স ওয়ান ফিফটি সামথিং। লোকটা তার শেষ অবস্থান জানাচ্ছে।'

গাছপালার দিকে চোখ ফেলল আনিস। গুলির শব্দ হলো। সিঙ্গেল শট্। পরমূহূর্তে ব্রাশফায়ার।

আজরা আবার কথা বলছে স্পীকারে, 'একজন লোককে কোনঠাসা করা হয়েছে এদিকে। টমিগান আছে সাথে।'

'রেডিও ট্রান্সমিটার?'

'বোধহয় নেই।'

আবার গুলি। গাছগুলোর নানাদিকে বালব্ জ্বলছিল। সংখ্যা ক্রমশঃ কমে যাচ্ছে। রাশিয়ান গার্ডরা গা ঢাকা দিয়ে গুলি করে ফাটিয়ে দিচ্ছে বালব্।

টেবিল থেকে রিভলবার তুলে নিয়ে গ্রীণহাউস থেকে লাফ দিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেল আনিস।

দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল আজাদ।

'গেট ব্যাক।'—ক্যানকিন বলে উঠল, 'ফিরে এসো, মিঃ আজাদ।'

ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল আজাদ। ক্যানকিন তার মস্ত রিভলবারটা তুলে ধরেছে ওর দিকে।

'ব্যাপার কি?'— জানতে চাইল আজাদ।

'কথা নয়। ফিরে এসে বসো।'—ক্যানকিন রেগে গেছে। পা পা করে ক্যানকিনের পাশের চেয়ারটার সামনে এসে দাঁড়াল আজাদ। ক্যানকিন ওর মুখের দিকে লক্ষ্য স্থির করে ধরে রেখেছে 7.5 ক্যালিবারের রিভলবারটা। বসে পড়ল আজাদ ক্যানকিনের পাশে।

'এখানে নয়, অন্য চেয়ারে।'

উঠে দাঁড়াল আজাদ। শ্রাগ করল। তারপর হঠাৎ ক্যানকিনের মুখের উপর ডান হাতের উল্টো পিট দিয়ে প্রচণ্ড জোরে আঘাত করল ও। বাঁ হাত দিয়ে রিভলবারটা কেড়ে নেবার চেষ্টা করল আজাদ ছোঁ মেরে। কিন্তু ক্যানকিন সহজে সেটা ছাড়ল না। কাড়াকাড়ি করতে গিয়ে সেটা ছিটকে পড়ল দূরে। ক্যানকিনের চেয়ারের পায়ায় লাথি মারল আজাদ।

চেয়ার সহ হুমড়ি খেয়ে পড়ল ক্যানকিন।

ছুটে বেরিয়ে গেল আজাদ বাইরে।

চারিদিকে লোকজন ছুটোছুটি করছে। ফাঁকা জায়গাটার মাঝখানে, গর্তের চারপাশে বহু লোক। এতো লোক

ছিল কোথায়? গর্তের পাশে তিনটে বড় বড় ভ্যান, ক্রেনসহ। গর্তের ভিতর ফ্লাশলাইট ফেলে কাজ হচ্ছে দ্রুত। পানি পাম্প করে সরিয়ে ফেলার কাজও শুরু হয়েছে। আনিসের লোকেরা করিৎকর্মা, সন্দেহ নেই।

অন্ধকার যেখানে গাঢ় সেদিকে এগিয়ে গেল আজাদ। গাছ আর ঝোপের ভিতর ঢুকে পড়ল ও। দূরে দেখা যাচ্ছে টর্চের গোল আলোর বৃত্ত। সামনের দিকে কোথাও বাউণ্ডারী ওয়াল আছে, অনুমান করল আজাদ। রানওয়ে থেকে স্পট লাইটের প্রকাণ্ড একটা আলোর বৃত্ত ছুটে আসছে ওর দিকে। লাফিয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল আজাদ ঘাসের উপর।

আলোকিত হয়ে উঠল চারিদিক। খুঁজছে ওকে আজরা বা ইব্রাহিমের দল।

আধ মিনিট পর সরে গেল আলোর বৃত্তটা। উঠে দাঁড়াল আজাদ। আবছা আলোয় ঠিক তখনই ও দেখল প্রকাণ্ড একটা ছায়া। আড়চোখে বাঁ দিকে তাকাল আজাদ। শুধু ছায়া নয়, ছায়ার হাতে একটা রিভলবারও দেখা যাচ্ছে। ঠিক পিছনে এসে পড়েছে লোকটা।

বিদ্যুতবেগে ঘুরে দাঁড়িয়েই লাফ দিল আজাদ।

লোকটা প্রস্তুত ছিল না। রিভলবারের নল আজাদের পিঠে ঠেকিয়ে বন্দী করবে ভেবেছিল সে। লাফ দিয়ে লোকটার ঘাড় পেঁচিয়ে ধরল আজাদ। রিভলবার ধরা

হাতটা বাঁ হাত দিয়ে ধরে মোচড় দিল ও।

প্রায় আধ মিনিট কিছুই ঘটল না।

ঘাসের উপর পড়ল রিভলবারটা। নিজের মনেই লোকটা কি যেন বলছে। রাশিয়ান ভাষায়!

ঘাড়টা ছেড়ে দেবার উপক্রম করল আজাদ। একটু ঢিলে করতেই লোকটা প্রচণ্ড জোরে ধাক্কা মারল ওকে।

ছিটকে পড়ে গেল আজাদ একটা ঝোপের ভিতর। একমুহূর্ত পর ঝোপ থেকে বেরিয়ে এসে দেখল প্রকাণ্ড দেহী লোকটা ঘাসের উপর হাত দিয়ে রিভলবার খুঁজছে। লাফিয়ে প্রায় উড়ে গিয়ে একটা লাথি মারল আজাদ।

রিভলবারটা কুড়িয়ে নিয়েছিল রাশিয়ান কে, জি, বি, এর অপারেটর। ঝুঁকিটা নেয়া যায় না। বন্ধুকে বোঝানো এখন অসম্ভব যে সে তার বন্ধু।

চিবুকে লাথি খেয়ে চিৎ হয়ে দূরে গিয়ে পড়ল লোকটা।

রিভলবারটা তুলে নিয়ে পা বাড়াল সেদিকে আজাদ। লোকটার পাশে গিয়ে দাঁড়াল ও। গোঙাচ্ছে নাকি? ঝুঁকে পড়ল আজাদ। না, ব্যথা সহ্য করার চেষ্টা করছে। ভারী নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে সে। দুটো হাত দিয়ে সাহায্য করতে গিয়েও ক্ষান্ত হয়ে সবেগে ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাল আজাদ। আলোর গোল বৃত্ত ছুটে আসছে কয়েকটা।

উপায় নেই।

লোকটা উঠে দাঁড়াচ্ছে। আবার একটা লাথি মারল আজাদ লোকটার কপালে। হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল সে। শুয়ে রইল চুপচাপ ঘাসের উপর। সরে এলো আজাদ।

সাত ফিট দূরে সরে আসার পরই একদল লোক এসে পড়ল। দশ ফিট দূরে দাঁড়িয়ে পড়ল তারা। তিনটে টর্চের আলো পড়ল আজাদের গায়ে।

'কারা তোমরা?'—স্বাভাবিক গলায় জানতে চাইল আজাদ, 'ও, তোমরা···রাশিয়ান কোনও কুকুরকে দেখেছে এদিকে?'

লোকগুলো সন্দিহান দৃষ্টিতে দেখতে লাগল আজাদকে। সবার আগে ইব্রাহিম। আজাদের আপাদমস্তক দেখছে সে বারবার। মাপতে চাইছে যেন। বারবার আজাদের হাতে ধরা রিভলবারটার দিকে তাকাচ্ছে ভুরু কুঁচকে। তারপর, হঠাৎ ইব্রাহিম এগিয়ে আসতে শুরু করল।

'কোন্‌দিকে যাচ্ছিলে তোমরা?'—সহজভাবেই কথাটা জিজ্ঞেস করল আজাদ।

কিন্তু সহজ নয় ব্যাপারটা। ইব্রাহিম আসলে রাশিয়ান গার্ডের দিকেই পা বাড়াচ্ছে আজাদের দিকে চোখ রেখে। হঠাৎ চোখ সরিয়ে নিল সে। তাকাল এদিক ওদিক। এমন সময় পিছনে শোনা গেল তীক্ষ্ণ সাইরেনের শব্দ।

লোকগুলো দাঁড়িয়ে পড়ল মূর্তির মতো। দশ সেকেণ্ড

কেউ নড়ল না। তারপর শোনা গেল ইব্রাহিমের গলা, 'চলো, যাই।'

চলে গেল ওরা দ্রুত।

সাইরেন? পুলিশ নাকি?

খানিকটা এগিয়ে গেল আজাদ। গাছের আড়াল থেকে তাকাল ও। গর্তটা দেখা যাচ্ছে। চারিদিক থেকে সেদিকে ছুটছে লোক। ছন্দবদ্ধভাবে উঁচু নীচু হচ্ছে সাইরেনের শব্দ। নির্দিষ্ট একটি জায়গা থেকে আসছে শব্দটা।

আরো খানিক সামনে বাড়ল আজাদ। সাইরেনের শব্দ গর্তের ভিতর থেকে আসছে বলেই মনে হলো ওর। সম্ভবত সোনার বাক্সে অ্যালার্ম সিস্টেম আছে। ভাঙার সময় কাজ করছে। চমৎকার! রাশিয়ানরা রীতিমতো তাক লাগিয়ে দিচ্ছে সব ব্যাপারে! গর্তের ভিতরটা একবার দেখা দরকার।

রাশিয়ান গার্ডের কাছে ফিরে এলো আজাদ। পকেট থেকে রুমাল বের করে বাঁধল একটা গাছের নীচু ডালে। চিহ্ন রইল। জ্ঞান ফেরে নি লোকটার। ছুটল আজাদ।

গর্তের সর্বশেষ কোণার দিকে ছুটে চলল আজাদ। গাছ আর ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে গর্তের সামনে গিয়ে দাঁড়াল ও। এদিকটায় কেউ নেই। বিশাল গর্তের আর সব দিকেই লোক রয়েছে।

বেজেই চলেছে সাইরেন। প্রকাণ্ড একটা বাক্সের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছে কয়েকজন লোক। শব্দটা বন্ধ করার

চেষ্টা করছে তারা। আধ মানুষ উঁচু ফেনা দেখা যাচ্ছে গর্তের নীচে। ক্রেনে করে তোলা হচ্ছে ইস্পাতের লম্বা বাক্স। প্লেনের পেট কেটে ভিতরে ঢুকেছে কয়েকজন। ডান দিকের মাথাটা ভেঙে গেছে। প্লেনের প্রকাণ্ড লেজের মাথায় লাল ফ্লাগ উড়ছে পত্ পত্ করে।

কয়েক মিনিট পর ঘুরে দাঁড়াল আজাদ। ছুটল ও আবার। রাশিয়ান গার্ডটাকে আনিসের লোকদের হাত থেকে বাঁচিয়ে পাঁচিলের বাইরে পাঠিয়ে দেয়া দরকার। একজন লোক বেরিয়ে যেতে পারলেই যথেষ্ট···।

অন্ধকার জমাট বেঁধে রয়েছে চারিদিকে। দ্রুত পা চালিয়ে এগিয়ে চলেছে আজাদ। আর কয়েক গজ মাত্র। উজ্জ্বল একটা আলোর বৃত্ত পড়ল মুখে। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল আজাদ। ঝোপের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসছে ইব্রাহিম।

'ফিরে চলুন, মিঃ আজাদ। অনেক হয়েছে। মিঃ আনিস অপেক্ষা করছেন আপনার জন্যে।'

এক পা সামনে এগিয়ে লোকটার তলপেটে প্রচণ্ড একটা লাথি মারার উদগ্র জেদ চেপে বসল আজাদের মাথায়। ঠিক তখনই দু'জন পিস্তলধারী আমেরিকান লোককে দেখল ও।

শান্ত করল আজাদ নিজেকে। ইব্রাহিম একা নয়। ঠিক আছে, লাথিটা পাওনা রইল ওর।

গ্রীনহাউসের বাইরে দুটো সাদা ভ্যানের মাঝখানে

ক্যানকিনকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আনিস। আজাদকে দেখে ঝাঁঝালো গলায় জিজ্ঞেস করল সে, 'হাওয়া খেতে বেরিয়েছিলে নাকি?'

'তাছাড়া করার আছেই বা কি।'—বাঁকা হেসে উত্তর দিল আজাদ।

সিগারেট ধরাল আনিস, 'সোনার ইটগুলো গুনতে পারতে এতোক্ষন। সার্ভিসে রিপোর্ট করার ইচ্ছা কি ত্যাগ করেছ একেবারে?'

ঘাড় ফিরিয়ে তাকাতেই চোখ ঝলসে গেল আজাদের। কাঁকর বিছানো চওড়া পথের উপর ইস্পাতের বাক্সগুলি খোলা হচ্ছে। দশ ইঞ্চি লম্বা সোনার ইট। আরো বাক্স আসছে হরদম। কয়েকজন লোক হাতে হাতে নিয়ে যাচ্ছে ভ্যানের ভিতর একটা একটা করে সোনার ইট। ভ্যানের অভ্যন্তর ভাগ দেখা যাচ্ছে। উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত। ভ্যানের মাঝখানে সরু পথ। দু'পাশে লম্বা ফ্রিজিং চেম্বার। চেম্বারের ভিতর একটার পর একটা সাজিয়ে রাখছে ইট-গুলো লোকেরা। বাঁ পাশের চেম্বারে ইটগুলোর উপর রঙ স্প্রে করছে একজন লোক। সবুজ রঙ। এগিয়ে গেল আজাদ।

ভ্যানের উপর উঠে আজাদ দেখল ফ্রিজিং-চেম্বারের পাশে, মেঝেতে দু'টো গহ্বর। ঢাকনা আছে, কিন্তু খোলা। ভিতর দামী চামড়ার ব্যাগ। একটা ব্যাগ

তুলে নিল আনিস পিছন থেকে হাত বাড়িয়ে। আজাদের পিছু পিছু উঠে এসেছে সে। ব্যাগ খুলে দুটো বড় বড় ডায়মণ্ড বের করল সে। নীল রঙা ডায়মণ্ড।

ইন্টারকমের যান্ত্রিক স্বর ভেসে এলো গ্রীনহাউস থেকে। ভ্যান থেকে নেমে সেদিকে এগিয়ে যেতে শুরু করল ওরা।

মাঝপথে একজন অপারেটরের মুখোমুখি দাঁড়াল আনিস। গ্রীনহাউস থেকে বেরিয়ে এসেছে সে এইমাত্র।

'তিনটে ইজেক্টর সিট পাওয়া গেছে, স্যার।'—অপারেটর জানাল, 'কিন্তু মাত্র দু'জন মানুষকে পেয়েছি আমরা। তিন নম্বরের খোঁজ পাচ্ছি না···।'

ভ্যান এবং গ্রীনহাউসের দূরত্ব প্রায় পঞ্চাশ গজ। মাঝখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে ওরা। গ্রেনেড পড়লে অবস্থাটা কি হবে?

দ্রুত ভাবছিল আজাদ। রাশিয়ানটা কি গ্রেনেড ছুড়বে? আছে গ্রেনেড?

আড়চোখে তাকিয়ে দেখছে আজাদ রাশিয়ান লোকটাকে। মাত্র পঁচিশ হাত দূরের একটা ঝোপের ভিতর গা ঢাকা দিয়ে কেবল মুখটা বের করে, তাকিয়ে আছে এদিকেই। ভৌতিক ব্যাপার! দেহটা দেখা যাচ্ছে না। কেবল একটি শক্ত, চওড়া হাড়ের বৃষ্টি-ভেজা প্রকাণ্ড রাশিয়ান মুখ ইলেকট্রিক আলোয় সাদা, ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে।

আনিস কি যেন বলছে অপারেটরকে। আজাদ দেখল লোকটা মুখের সামনে কি যেন তুলল। দাঁত দিয়ে কামড়াচ্ছে—না, কি যেন ছিড়ছে সে। লোকটার হাত বিদ্যুতবেগে নড়ে উঠল।

আজাদ ভাবল—সেরেছে! হ্যাণ্ডগ্রেনেড!

সামনের দিকে বিদ্যুতবেগে ঝাঁপিয়ে পড়ল আজাদ। কাঁকর বিছানো রাস্তা পেরিয়ে ঘাসের উপর গিয়ে পড়ল ওর দেহটা লম্বা হয়ে। গোটা দুনিয়াটা ঠিক তখুনি কাঁপিয়ে দিল বিস্ফোরিত গ্রেনেড।

সাত

প্রথমবার জ্ঞান ফিরল আজাদের একটি গাড়ীর ভিতর। ব্যাকসিটে শুয়ে ছিল ও। পাশে ছিল একজন। সম্ভবত ইব্রাহিম। ঠিক চিনতে পারে নি ও। সামনে দু'জন। চেনার প্রশ্নই ওঠে না। মিনিট খানেক জ্ঞান ছিল বোধহয়।

দ্বিতীয়বার জ্ঞান ফেরার পর আজাদ দেখল আনিসের DASSATUL জেটে রয়েছে সে। জেট উড়ছে।

ঘুম ভাঙল আবার আজাদের আল তাবেলার বেডরুমে।

'কেমন আছো এখন?'

ঘাড় ফিরিয়ে বনবনকে দেখতে পেল আজাদ। বসার চেষ্টা করল ও। বাধা দিল বনবন। দু'হাত দিয়ে ধরল সে আজাদের কাঁধ দুটে, 'শুয়ে থাকো।'

বনবনের নরম স্তন ঠেকছে আজাদের বুকে। হাসছে বনবন। পরিচ্ছন্ন, স্নেহময় পবিত্র হাসি। বনবনের একটা বাহু ধরল আজাদ। বলল, 'ব্যাণ্ডেজ কোথায় কোথায় দেখতে পাচ্ছ?'

'কোথাও ব্যাণ্ডেজ নেই।'—হেসে বলল বনবন।

'মাথাটা ব্যথা করছে।'

'সেরে যাবে।'—আজাদের মাথায় একটা হাত রেখে টকটকে লাল নরম ঠোঁট দিয়ে চুমু খেল বনবন আলতো ভাবে গালে।

'বসব।'—উঠে বসার চেষ্টা করল আজাদ। বনবনের কোনও সাহায্য না নিয়েই উঠে বসল ও।

'বনবন,'—বলল আজাদ, 'আনিস কোথায়? কি হয়েছে ওদের?'

'আনিস এখানে নেই।'—বনবন ম্লান কণ্ঠে বলল, 'কোথায় গেছে জানি না।'

'একজন রাশিয়ান গার্ড একটা গ্রেনেড ছুঁড়ে মেরেছিল —জানো কিছু?'—জিজ্ঞেস করল আজাদ, 'কি ঘটেছে?'

'সবটুকু জানি না।'—বলল বনবন, 'ক্যানকিন ছাড়া আর একজন লোক মারা গেছে।'

ক্যানকিন মারা গেছে? কিছু এসে যায় না, আনিস তাকে মেরে ফেলতোই—আগে আর পরে।

'কি ভাবছ?'—আদর করে আবার চুমো খেল বনবন আজাদের গালে। ওর একটা হাত তুলে নিজের গালে ঘঁষতে লাগলো সে।

'বনবন, তুমি জানো আনিস কি ধরনের বেআইনী ব্যাপারে জড়িত?'=হঠাৎ জিজ্ঞেস করল আজাদ।

'জানি।'

'জানো ?'

মাথা নেড়ে জবাব দিল বনবন—জানে সে।

'নিজের ইচ্ছায় তুমি তাহলে আনিসের সাথে যোগ দিয়েছ ?'—তিক্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল আজাদ।

তাকিয়ে রইল চুপচাপ বনবন। কথা বলল না। তার চোখ পানি ভিজে উঠল। ছলছল করছে চোখ দুটো। একটা দীর্ঘশ্বাস চাপলো সে। টপ্ টপ্ করে দু' ফোটা জল গড়িয়ে পড়ল আজাদের কোলে।

'ব্যাপার কি ?'

চোখের জল মুছল বনবন। তারপর শান্ত গলায় সে বলল, 'সমুদ্র সৈকত থেকে একটা দ্বীপ দেখা যায়, দেখেছ তো ? ওখানে একবার যেতে চেয়েছিলে না তুমি ? যাও একবার, যাওয়া দরকার ওই দ্বীপে ……।'

রুমের ভিতর দু' জন চাকর ঢুকল। চুপ করে গেল বনবন। আজাদের দিক থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে অন্যদিকে তাকিয়ে রইল সে। আতঙ্ক ফুটে উঠেছে তার চোখে। হঠাৎ সে নেমে পড়ল বিছানা থেকে।

'বনবন… !'

উত্তর না দিয়ে রুম ছেড়ে বেরিয়ে গেল বনবন। চাকর দু' জন ঝাড়পোঁচ করে বিদায় নিল পাঁচ মিনিট পর।

আরো পাঁচ মিনিট পর রুম থেকে বাইরে বেরিয়ে এলো আজাদ। বাঁ দিকে করিডোর ধরে আনিসের রুমের দিকে

নিঃশব্দ পায়ে এগিয়ে চলল ও। মোড় নিয়েছে করিডোরটা। মোড়ের মাথায় গিয়ে দাঁড়াল আজাদ।

একজন লোক বেরিয়ে এলো আনিসের রুমের দরজা দিয়ে। দরজা বন্ধ না করেই চলে গেল সে অন্যদিকে। দ্রুত এগিয়ে গেল আজাদ।

আনিসের রুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল আজাদ। দ্রুত তল্লাশী চালাল ও। একদিকের দেয়ালের খানিকটা অংশ দেখে ওর সন্দেহ হলো এখানে একটা গোপন সেফ্ থাকতে পারে। কিন্তু খোলার কৌশলটা আবিষ্কার করতে পারল না ও। ড্রয়ারগুলোয় কিছু পাওয়া গেল না। শেষ অবদি, প্রায় নিরাশ হয়ে, কাবার্ডের কবাট মেলে ধরল ও। ভিতরে শোলডার হোলষ্টার এবং একটি ভারী পিস্তল ঝুলছে।

বড় সুন্দর পিস্তল। অর্ডার দিয়ে বিশেষভাবে তৈরী করিয়েছে আনিস। ভাঁজ ভাঙল আজাদ। একটা মাত্র সেল রয়েছে। নিজের কোল্ট স্পেশাল থারটি এইট ক্যালিবারের সেল বের করল আজাদ পকেট থেকে। টেপ সরিয়ে পিস্তলের সিলিণ্ডারে ঢুকিয়ে দিলে সেগুলো। একটু যেন আলগা ভাবে ফিট হলো। জানালার সামনে আলোয় ভাল করে দেখার জন্যে পা বাড়াল আজাদ। শব্দ হলো বাইরে। দু' জন লোক কথা বলছে এক সাথে।

দ্রুত পকেটে ভরল পিস্তলটা আজাদ। দরজা সামান্য একটু ফাঁক করে তাকাল বাইরের দিকে। অনেকটা দূরে,

করিডোরের প্রায় শেষ মাথায় দু'জন লোক একটা খবরের কাগজ পরছে পিছন ফিরে।

নিঃশব্দ পায়ে করিডোরে বেরিয়ে এলো আজাদ। সিঁড়ির দিকে পা বাড়াল ও।

মেন রুমে একজন চাকর ঘুর ঘুর করছে। খেয়াল না করার ভান করে আজাদ বাইরে বেরিয়ে এলো। অল্প দূরেই দু'জন মালি কাজ করছে বাগানে। মালি নয়, গার্ড। ওর উপর লক্ষ্য রাখার জন্যেই বাগানে রয়েছে ওরা।

ধীরেসুস্থে একটা সিগারেট ধরিয়ে পা পা করে এগিয়ে চলল আজাদ। পাঁচিল টপকে বাইরে বের হতে হবে ওকে। গেট দিয়ে বেরুনো অসম্ভব। বাওরার লোক গেটে পাহারা দিচ্ছে।

সরু কাঁকর বিছানো পথ দিয়ে এগিয়ে চলল আজাদ। সামনে একটা বাঁক। মোড় নিতেই ও দেখল একজন আরব পথের পাশে কান খাড়া করে বসে আছে। চোখাচোখি হতেই আরবটা দু' হাত লম্বা কাঠের হাতলওয়ালা কাঁটা যুক্ত ফর্ক দিয়ে ঘাস উপড়াতে শুরু করল। সিগারেট ফেলে দিয়ে এগিয়ে গেল আজাদ লোকটার পাশ ঘেঁষে। সামনে উঁচু ঝোপ। ওদিকেই পাঁচিল। আবরটা গার্ড হিসেবে বড় অস্থির। ইতিমধ্যেই উন্মাদ হয়ে গেছে সে। পিছনে চলে এসেছে সে আজাদের।

হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল আজাদ। থমকে, মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পড়ল লোকটা। খপ্ করে খামচে ধরল সে আজাদের সার্টের আস্তিন।

'ছাড়ো।'—শান্ত গলায় আদেশ করল আজাদ।

উত্তর নেই। ধীরে বাঁ হাতটা তুলল আজাদ। আরবের কব্জিটা ধরল ও। পরমুহূর্তে ডান হাত দিয়ে ঘুষি মারল ও আরবের চোয়ালে।

ঘুষির ধাক্কায় লোকটার মাথা পিছিয়ে গেল পিছনদিকে, কোনও রকমে নিজেকে সামলে নিল সে। দু'হাত পিছিয়ে গেল আজাদ। লোকটা ভয়ঙ্কর দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ওর দিকে।

পাঁচ সেকেণ্ড কেটে গেল। হঠাৎ লোকটা নীচু হয়ে তুলে নিল কাঁটাযুক্ত ফর্কটা। পকেটে হাত দিল আজাদ।

কিন্তু পিস্তল ব্যবহার করা সম্ভব নয়। সাথে সাথে বাওরা এবং অন্যান্য গার্ড ছুটে আসবে। লোকটার মুখের ভাব দেখে আজাদ ভাবল পিস্তল দেখেও ব্যাটা ক্ষান্ত হবে না—কোনো মানুষের মুখে এমন ক্রোধ এর আগে দেখে নি ও।

মাথার উপর তুলছে লোকটা কাঁটাযুক্ত ফর্কটা। সম্পূর্ণ তোলার আগেই আজাদ লাফ দিয়ে এগিয়ে গেল।

নামিয়ে আনল আরবটা কাঁটাওয়ালা ফর্ক আজাদের বুক লক্ষ্য করে। সাঁ করে একপাশে সরে গিয়ে লোকটার

কব্জি চেপে ধরল আজাদ। মোচড় দিতেই ককিয়ে উঠল লোকটা যন্ত্রণায়। কিন্তু হঠাৎ পা দিয়ে ল্যাং মেরে ফেলে দিল সে আজাদকে। উঠে দাঁড়াল আজাদ। কিন্তু ঝাঁপিয়ে পড়েছে আবার লোকটা তার অস্ত্র নিয়ে।

কোনোরকমে বুকটা বাঁচাল আজাদ ফর্কের কাঁটাগুলো থেকে। আরবের দেহটা সবেগে ধাক্কা মারল আজাদকে।

পড়ে গেল দু'জনেই ঘাসের উপর। আরবের ডান হাতে কাঁটাওয়ালা ফর্ক। আজাদ সে হাতটার কনুই ধরে আরবটাকে বুকের উপর থেকে নামাবার চেষ্টা করল।

ফর্কের তীক্ষ্ণ কাটা আজাদের মুখের সামনে। আর আধ ইঞ্চি এগিয়ে এলেই বাঁ চোখের কোণে ঢুকে যাবে তিন ইঞ্চি লম্বা ধারালো কাঁটা।

আতঙ্কিত হয়ে পড়ল আজাদ। সর্ব শক্তি দিয়ে আরবটার ডান হাতের কনুইয়ের উল্টোপিঠের নরম মাংসে নখ ঢুকিয়ে দিয়ে চাপ দিচ্ছে সে।

আরবটা অবাক চোখে তাকিয়ে আছে আজাদের দিকে। প্রাণপণ চেষ্টা করছে সে ফর্কের অন্তত একটা কাঁটা আজাদের চোখে ঢুকিয়ে দেবার।

থরথর করে কাপছে পাঁচটা কাঁটা। শক্তি পরীক্ষায় কে জিতবে বোঝা যাচ্ছে না। হঠাৎ আজাদের মুখের দিকে একরাশ থু থু ছিটিয়ে দিল লোকটা।

মাথাটা ঝট্ করে একপাশে সরিয়ে নিল আজাদ।

পরমুহূর্তে বাঁ হাতটা দিয়ে লোকটার ডান হাতের কনুইয়ে ধাক্কা মারল নতুন করে।

সরে গেল কয়েক ইঞ্চি হাতটা। ডান হাতটা তুলে লোকটার মাথার চুল মুঠো করে ধরল আজাদ। হেচকা একটা টান দিল চুল ধরে উপর পানে।

মাথাটা উঁচু হয়ে গেল আরবের। পা দিয়ে তার পাঁজরে প্রচণ্ড ভাবে খোঁচা মারল আজাদ। তারপর পাশ ফিরল ও।

বুক থেকে ভার নামিয়ে বিদ্যুতবেগে উঠে দাঁড়াল আজাদ। আরবটা হাত বাড়িয়ে ধরার চেষ্টা করছে ফর্কটা।

খপ্ করে অস্ত্রটা তুলে নিয়ে মাথার উপর উঁচু করে ধরল আজাদ।

গাল হাঁ করে অবিশ্বাসভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল লোকটা আজাদের দিকে। আতঙ্ক ফুটে উঠল দু'চোখে। বিকৃত হয়ে গেল গোটা মুখের চেহারা ভয়ে। দু'টো হাত তুলে অসহায় ভাবে বাধা দেবার চেষ্টা করল সে।

কাঁপছে আরবটার হাত দুটো। মৃদু নাড়ছে—যেন হাত নেড়ে বলতে চাইছে—না! না!

সবেগে নেমে এলো অস্ত্রটা।

পাঁচটা ধারালো কাঁটা আমূল গেঁথে গেল লোকটার বুকের একটু ডান দিক ঘেঁষে।

চিৎকার করতে পারল না লোকটা। হা হয়ে গেল গাল

কোটর ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে চোখের ডিম দুটো। রক্ত বেরিয়ে আসছে কলকল শব্দে। চোখ ফিরিয়ে নিল আজাদ। ঘাম মুছে লোকটার দিকে আবার তাকাল ও। হাত-পাগুলো থেমেছে। ঝোপের আড়ালে টেনে নিয়ে গেল আজাদ মৃতদেহটা।

খানিক পর দেয়ালের সামনে এসে দাঁড়াল আজাদ। কেউ নেই আশেপাশে। উঁচু দেয়াল। গাছে চড়তে শুরু করল আজাদ।

গাছ থেকে লাফ দিয়ে পাঁচিলের উপর নামল ও। নীচে মরুভূমি।

বালির উপর নেমে আজাদ ছুটল সমুদ্রের দিকে মুখ করে।

সামনে উঁচু বালিয়াড়ি। সমুদ্র দেখা যাচ্ছে না। বালিয়াড়ির উপর দিয়ে ছুটতে শুরু করল আজাদ।

নির্জন সমুদ্র সৈকতে পেঁাছে আজাদ কাউকে দেখতে পেল না। বালিয়াড়ির আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে কেউ যদি অনুসরণ করে আসে তাহলে দেখতে পাবার কথা নয়। দ্রুত নোঙ্গর তুলল আজাদ মটর লঞ্চের। স্টার্ট দিল। যদি কেউ অনুসরণ করে থাকে তাহলে শব্দ শুনতে পাবে। লঞ্চ চলতে শুরু করল। পিছন ফিরে তাকাল আজাদ। এখনও কাউকে দেখা যাচ্ছে না সৈকতে। ম্যাক্সিমাম স্পীডে ছাড়ল ও লঞ্চ। সোজা

দ্বীপের দিকে চলেছে জলযান দ্রুতবেগে।

দ্বীপের কাছাকাছি পৌঁছে গতি পরিবর্তন করল আজাদ লঞ্চের। দ্বীপটাকে ঘিরে ঘুরতে শুরু করল লঞ্চ।

দ্বীপের অপর দিকে নোঙর করতে চায় আজাদ। সৈকত দেখে যেন কেউ দেখতে না পায়।

দ্বীপের অপর দিকে লঞ্চ পৌঁছুল। অগভীর জল। লঞ্চের তলা ঠেকছে। এদিক ওদিক তাকাল আজাদ। কেউ নেই দ্বীপে। দ্রুত কাপড় চোপড় খুলে ফেলে নগ্ন হলো আজাদ। একটা প্লাষ্টিকের ব্যাগে প্যান্ট, সার্ট, গেঞ্জি এবং অ্যাণ্ডার অয়ার ভরে ফেলে ইঞ্জিন বন্ধ করে দিল ও লঞ্চের।

আবার কেঁপে উঠল লঞ্চ। সেরেছে! ভাবল আজাদ। পাথরের সাথে ধাক্কা খেলেই বারোটা বাজবে। লঞ্চ বিকল হলে ফিরবে কেমন করে ও?

ডেকে বেরিয়ে এলো আজাদ। তীর অনেকটা দূরে। সাঁতার কেটে উঠতে হবে দ্বীপে। লঞ্চ প্রায় দাঁড়িয়ে পড়েছে।

হঠাৎ আবার সংঘর্ষ ঘটল। এবার আঁটকে গেল লঞ্চটা। ভাগ্য ভাল বালির সাথে আঁটকেছে।

লাফ দেবার আগে দ্বীপটার দিকে একবার তাকাল আজাদ। উঁচু ঘাস আর কাঁটা গাছে চারিদিকে আবৃত। বালুকাবেলার পঁচিশ গজ পর থেকেই ঘাস জন্মেছে। দু'একটা ইউক্যালিপটাস গাছও দেখা যাচ্ছে। নির্জন দ্বীপ।

হাৎঠ মেয়েটাকে দেখতে পেল আজাদ। ধ্বক করে উঠল ওর বুকের ভিতর। ফাঁকা একটা জায়গায়, একটি ইউক্যালিপটাস গাছের পাশে, দাঁড়িয়ে রয়েছে একটি সম্পূর্ণ নগ্ন মেয়ে।

আট

দম বন্ধ হয়ে গেল আজাদের।

মেয়েটার গায়ের রঙ তামাটে। খুব লম্বা শরীর। মজবুদ কাঠামো শরীরের। উঁচু, ভরাট স্তন। ভারী দু'টো কাঁধ। মেয়েটা গাল হা করে তাকিয়ে আছে আজাদের দিকে এক দৃষ্টিতে। আরবী মেয়ে কিনা বুঝতে পারল না আজাদ। হাত দুটো ঝুলছে তার পাশে। নগ্নতা সম্পর্কে সে যেন সম্পূর্ণ উদাস। গোটা দৃশ্যটা আদিম, কিন্তু অশ্লীল নয়।

এমন অপূর্ব সুন্দর একটি মেয়ে কোথা থেকে এলো এই দ্বীপে?

এই মেয়েটির কথা ভেবেই কি বনবন তাকে দ্বীপে আসতে বলেছিল?

দুর থেকে হলেও মেয়েটিকে দেখে রীতিমতো উত্তেজিত হয়ে উঠল আজাদ। রোমাঞ্চ অনুভব করল ও সর্ব শরীরে। সম্ভবত স্বাস্থ্যবতী যৌবনভারাক্রান্ত এমন একটি যুবতীকে জংলা দ্বীপে একা দেখেই হঠাৎ ভোগ করার

প্রচণ্ড একটা আশা গজিয়ে উঠল ওর মনে।

হঠাৎ আজাদের খেয়াল হলো—সেও তো নগ্ন! পর মুহূর্তে লাফিয়ে পড়ল আজাদ পানিতে।

ডুব সাঁতার বেশীক্ষণ দিতে পারল না আজাদ। পানির নীচে থাকতে থাকতেই মেয়েটিকে আর একবার দেখার প্রচণ্ড ইচ্ছা জাগল।

মাথা তুলে আজাদ দেখল মেয়েটি ঘুরে দাঁড়াচ্ছে। ঘুরে দাঁড়িয়ে পিছন ফিরে তাকাল আবার মেয়েটি। ভীতি ফুটে উঠেছে তার দু'চোখে। তারপর মেয়েটি ঘাসের উপর দিয়ে ছুটতে শুরু করল। দুলে উঠল আজাদের বুক—বাপ্‌রে! কী অদ্ভুত গঠণ ওর নিতম্বের!

তীরে পৌঁছে দ্রুত প্যান্ট সার্ট পরে নিল আজাদ। এক মিনিট পরই প্যান্টের বোতাম লাগাতে লাগাতে ছুটল ও।

বালুকাবেলা থেকে উঁচু মাটিতে উঠে সোজা তাকাল আজাদ।

নেই মেয়েটা।

কোথায় গেল?

চিৎকার করে উঠল আজাদ, 'কোনও ভয় নেই।'—ইংরেজীতে বলল ও, 'আমি কোনও ক্ষতি করব না তোমার। বেরিয়ে এসো!'

সাড়া দিল না কেউ।

মেয়েটা যেদিকে ছুটে চলে গেছে সেদিকে আজাদও ছুটল। প্রায় একশ গজের মতো ছুটে দাঁড়িয়ে পড়ল আজাদ। পাগলের মতো দৌড়ে লাভ কি? দ্বীপটার সম্পর্কে কোনও ধারণা নেই তার। চারিদিকে শুধু মানুষ সমান উঁচু ঘাস আর মাঝে মাঝে কাঁটা গাছ। মেয়েটি ইচ্ছা করে ধরা না দিলে ধরা প্রায় অসম্ভব। ঘাসের ভিতর ঢুকে চুপ করে যদি বসে থাকে মেয়েটা তাহলে এক মাস খুঁজেও তাকে পাওয়া যাবে না।

এদিক ওদিক তাকিয়ে হাঁপাতে লাগল আজাদ। তারপর, হঠাৎ, মাত্র পনের হাত দূরে, ঘাসের ভিতর চোখ পড়তেই আজাদ মেয়েটির সুগঠিত বিশাল নিতম্বদ্বয় দেখতে পেল।

লোভে, আনন্দে, বিজয়ের গর্বে ফুলে উঠল বুক।

মেয়েটি তাকিয়ে আছে সমুদ্রের দিকে। পিছনে আজাদ রয়েছে তা সে টের পায় নি।

পা টিপে টিপে সামনে বাড়তে লাগল আজাদ। একটা কথা মনে হতে হাসি পেলো ওর। তীরে উঠে পোশাক না পরলেই ভাল হতো। জোড়া মিলতো চমৎকার।

মাত্র তিন হাত দূরে থাকতে মেয়েটি ঝট্ করে ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাল। আজাদকে দেখেই তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চিৎকার করে উঠে লম্বা পা ফেলে আবার ছুটতে শুরু করল সে।

লাফিয়ে পিছন থেকে মেয়েটার কোমর জড়িয়ে ধরল আজাদ। কোমল দেহটাকে সজোরে নিজের শরীরের সাথে চেপে ধরে আজাদ বলল, 'শান্ত হও। পাগলামি করতে নেই।'

হাত-পা ছুড়ে মুক্তি পাবার চেষ্টা করছে মেয়েটা। আজাদ জোর করে মুখোমুখি দাঁড় করলে তাকে। জোর করেই মেয়েটির ঠোঁটে চুমু খেয়ে ও পরিষ্কার বাংলায় বলে উঠল, 'তোমার এই বিপদের সময় আমার এই অসভ্যতা অক্ষমনীয়। কিন্তু নিজেকে সামলাতে পারলাম না। ক্ষমা চাইছি। তোমার নাম ইয়াসমিন ফারজানা, তাই না?'—ছেড়ে দিল আজাদ মেয়েটাকে, সার্ট খুলতে শুরু করল ও, 'সার্টটা পরো কোনোরকমে।'

'কে তুমি?'—তলপেটের নীচে বাঁ হাত এবং বুকের উপর ডান হাত রাখল মেয়েটা, 'আমাকে কেন এমন কষ্ট দিচ্ছ! একা থাকতে দিতেও আপত্তি তেমোদের?'

ভুলটা বুঝতে পারল আজাদ। আনিসের লঞ্চে চড়ে এসেছে বলে ওকে শত্রু ভাবছে মেয়েটা। তাড়াতাড়ি ও বলল, 'আমি আসকার ইবনে আনিসুর রাহমানের লোক নই। তোমার পক্ষেই আছি। সব কথা পরে শুনো। এই নাও, সার্টটা।'—সার্টটা খুলে বাড়িয়ে দিল আজাদ, 'কিন্তু আমি জানতাম নিউইয়র্কে মারা গেছ তুমি।

তোমাকে কবর দেবার সময় আমি মুসলিম গোরস্তানে হাজির ছিলাম।'

আজাদের সার্টটা কোমরে জড়িয়ে দুটো হাত বুকের উপর ভাঁজ করে দাঁড়িয়ে রইল মেয়েটা, বলল, 'হ্যাঁ আমার নাম ইয়াসমিন ফারজানা।'

ফারজানার একটা হাত ধরল আজাদ, 'চলো, ওই গাছের ছায়ায় গিয়ে বসি। তোমার মুখ থেকে অনেক কথা শোনার আছে আমার। নিউইয়র্কের ঘটনার অংশবিশেষ জানি আমি—সবটুকু জানতে চাই এখন।'

মৃদু একটু হাসি ফুটল ফারজানার ঠোঁটে।

আজাদ বলল, 'চেপে রেখো না, হেসে ফেলো!'

খিলখিল করে হেসে উঠল ফারজানা আজাদের কথা শুনে। মুগ্ধদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল আজাদ। হাসিটা যেন ম্যাজিক।

গাছের নীচে ছায়ার মধ্যে পাশাপাশি বসল ওরা।

আজাদ নিউইয়র্কের ঘটনা, রাশিয়ান প্লেনের ঘটনা এবং আল তাবেলায় ওর ফিরে আসার ঘটনা ব্যাখা করল।

তারপর ফারজানা শুরু করল তার ঘটনা।

মিস স্প্রীং নামে যে মেয়েটির সাথে ফারজানা থাকত নিউইয়র্কে সেই মেয়েটি কফি খাওয়াবার পর জ্ঞান হারিয়ে ফেলে ও। জ্ঞান ফেরে হাসপাতালে। জ্ঞান ফিরতে ও শোনে ফুডপয়জনিংয়ে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালের নার্সরা সবাই অসুস্থ হয়ে পড়েছে। নতুন নার্স এসেছে একদল।

এই নতুন নার্সের দলে আসলে আনিসের লোক ছিল। তারাই ওষুধ পত্র খেতে দেয় ফারজানাকে। ফলে আবার সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলে ও। জ্ঞান ফেরার পর ও দেখে আল তাবেলায় নিয়ে এসেছে তাকে আনিসের লোকেরা। আনিস ওকে জিজ্ঞাসবাদ করে। তারপর কাপড় চোপড় কেড়ে নিয়ে রেখে যায় এই দ্বীপে। মাঝে মাঝে খাবার দিয়ে যায় আনিসের লোকেরা।

আজাদ সব কথা শোনার পর জিজ্ঞেস করল, 'তোমার মৃত্যুর খবর তুমি শোনো নি?'

'শুনেছিলাম। হাসতে হাসতে আনিসই বলেছিল।' —ফারজানা বলল, 'লাশটা ছিল হাসপাতালের অন্য একটি রুগীর।'

'ভিয়েনায় ছিলে তুমি। কিন্তু নিউইয়র্কে আসতে বলেছিল কে?'

'মিঃ ক্যানকিন।'

আজাদ জানে ক্যানকিন বলে নি। আনিসেই ক্যানকিনের নাম করে ফারজানাকে ভিয়েনা ত্যাগ করে নিউইয়র্কে যেতে বলেছিল।

'একটা কথা।'—আজাদ বলল, 'ক্যানকিনের মতো লোকের কাজ করছিলে কেন তুমি?'

'বাধ্য হয়ে।'—বলল ফারজানা, 'আমার ছোট ভাই রাশিয়ায় আছে। পড়াশোনা করছিল সে ওখানে গত সাত

বছর ধরে। কিন্তু হঠাৎ সে অদৃশ্য হয়ে যায়। রাশিয়ার কোথাও তার সন্ধান পাওয়া যায় নি। একদিন ক্যানকিনের চিঠি পেলাম আমি। লিখল আমি যদি তার হয়ে কাজ করি তাহলে সে আমার ভাইয়ের সন্ধান দিতে পারে।'

'দিয়েছে?'

'না।'

আজাদ বলল, 'আচ্ছা, একজন লোক মুসলিম গোরস্তানে ছোরা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল আমার ওপর। তোমাকে কবর দেয়ার সময় দাঁড়িয়ে ছিল—কে জানো?'

'রোকন'—বলল ইয়াসমিন, 'আনিসের গার্ড। লোকটা পেলোটা চ্যাম্পিয়ান। ন্যাষ্টি—আনিস না থাকলে অকারণে মারধর করতো কুকুরটা আমাকে।'

আজাদ বলল, 'এবার আমাদের নড়াচড়া করা দরকার, ইয়াসমিন। লঞ্চে উঠিয়ে তোমাকে নিয়ে গিয়ে বীচের আশপাশের একটা কুঁড়েঘরে লুকিয়ে রাখব। ঠিক কখন তোমার সাথে আমার দেখা হবে বলতে পারি না, তবে দেখা করবই। আবার দেখা না হওয়া অবদি তোমাকে কুঁড়েঘরের ভেতরই থাকতে হবে। পারবে তো?'

'না!'

'পারবে না? সে কি!'

ইয়াসমিন কাঁদ কাঁদ গলায় বলল, 'তোমাকে আমি ছাড়ব না। একা থাকতে আমার ভয় করবে।'

হেসে ফেলল আজাদ। বলল, 'এই ভূতুড়ে দ্বীপে একা থাকতে ভয় করে নি ?'

ইয়াসমিন বলল, 'তখন জানতাম এ দুনিয়ায় আমার এমন কেউ নেই যে আমাকে বাঁচাবার জন্যে চেষ্টা করবে।'

'তাই নাকি ? আমি তাহলে এখন আছি ?'

'আছোই তো।'—বলল ইয়াসমিন, 'আমি জানি আমাকে তুমি দেখেই ভালবেসে ফেলেছ। আমাকে ছেড়ে যেতে পারবে না তুমি।'

'আমি ভালবেসে ফেলেছি। আর তুমি ?'- সকৌতুকে জানতে চাইল আজাদ।

'আমি···আমিও···।' আজাদের বুকে মুখ লুকাল ইয়াসমিন।

ধীরে ধীরে আবার প্যান্ট খুলতে শুর করল আজাদ।

হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল আজাদের। তড়াক করে বিছানা থেকে নেমে পোশাক পরতে শুরু করল ও।

হায়! হায়! ইয়াসমিন না জানি কি করছে।

গতকাল সন্ধ্যার পর দ্বীপ থেকে বীচে ফিরে এসেছিল আজাদ ইয়াসমিনকে নিয়ে। অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে ইয়াসমিনকে কুঁড়েঘরটায় রেখে বাড়ীতে ফিরে এসেছিল। আরবটার মৃতদেহ আবিষ্কার করেছে নিশ্চয়ই অন্যান্য গার্ডরা।

কিন্তু কেউ তাকে কোনও প্রশ্ন করে নি।

ঘুম ভাঙতে অনেক বেলা হয়ে গেল। ইন্টারকমের সুইচ অন করে আজাদ ব্রেকফাস্ট আনার আদেশ দিল। খানিক পরই গ্রেপফ্রুট, টোষ্ট এবং চা দিয়ে গেল চাকর।

দশমিনিট পর নীচে নেমে এলো আজাদ।

বাইরে একজন মালি বাগানে কাজ করছে। হাতের কাজ ফেলে তাকিয়ে আছে সে আজাদের দিকে। ওর সাথে ঠিক কি ধরণের ব্যবহার করা উচিৎ তা গার্ডগুলো জানে না। আরবের মৃতদেহ নিশ্চয়ই আবিষ্কার করেছে ওরা। কিন্তু কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারছে না। অপেক্ষা করছে ওরা ওদের মনিব আসকার ইবনে আনিসুর রাহমান না ফেরা অবদি। বিরাট লনের উপর দিয়ে হেটে বাঁ দিকে সরু পথ ধরে পা পা করে এগিয়ে চলল আজাদ। বাঁ দিকের সর্বশেষ সীমানায় একটা বোট হাউস দেখেছিল গতকাল আজাদ। ওদিক দিয়ে বাইরে বের হবার চেষ্টা করবে ও।

আর একজন মালি কাজ করছে বাগানে। তার পাশ দিয়ে শিস্ দিতে দিতে চলে গেল আজাদ। সামনে বাঁক। পিছন ফিরে তাকতে ইচ্ছা হলো ওর। কিন্তু তাকাল না। মোড় নিয়েই দ্রুত পা চালাল আজাদ।

দ্রুত বাড়ীর পাঁচিলের কাছে চলে এলো আজাদ। কিন্তু উঁচু পাঁচিল, প্রায় দু'মানুষ সমান এবং এদিকটায়

কোনও উঁচু গাছ নেই পাঁচিলের পাশে। নীচু ঝোপ এবং পাঁচিলের মাঝখান দিয়ে এগিয়ে চলল আজাদ।

গুলির শব্দ হলো যেন। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল প্রায় সাথে সাথে আজাদ। পাঁচিলের প্লাষ্টারের টুকরো তীর-বেগে এসে আঘাত করল ওর মুখে।

বসে পড়ল আজাদ। ব্যাপার কি? আর একটা শট্ আঘাত হানল পাঁচিলে। পিস্তলে কি সাইলেন্সার লাগানো? নীচু, ছোট ঝোপের আড়াল থেকে মাথা তুলল আজাদ। সর্বনাশ! রোকন কোথা থেকে এলো?

আতঙ্কবোধ করল আজাদ। গোরস্থানের ঘটনার প্রতি-শোধ নিতে চাইছে রোকন সুযোগ পেয়ে। পিস্তল নয়। তার হাতে পেলোটা ব্যাট। ব্যাট দিয়ে বলে ঘা মেরে আজাদের দিকে সেটা ছুড়ে মারছে সে।

ব্যাট তুলছে রোকন। মাথা নীচু করে ফেলল আজাদ। তিন ইঞ্চি উপর দিয়ে, ঝোপটাকে নাড়া দিয়ে উড়ে গেল বল। পাঁচিলে আঘাত করে আবার ফিরে গেল সেটা রোকনের দিকে।

ঝোপের আড়ালে বসে বসে এগিয়ে চলল আজাদ। রোকন পেলোটা চ্যাম্পিয়ান। ঝোপের আড়ালে আত্মগোপন করে আত্মরক্ষা করা অসম্ভব।

এক মিনিট পর আবার এলো ভারী বলটা। পাঁচিলের প্লাষ্টার খসিয়ে দিয়ে ফিরে গেল সেটা আবার।

খেলছে রোকন আজাদকে নিয়ে। আবার ব্যাট তুলছে সে। প্রচণ্ড শক্তিতে ব্যাটে বলে সংঘর্ষ হলো। চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল আজাদ। বল ছুটে গেল নাকের এক ইঞ্চি উপর দিয়ে। বাতাস লাগল মুখে।

আবার উঠে বসল আজাদ। দরদর করে ঘামছে সে। বলটা ধরা ছাড়া আত্মরক্ষার কথা ভাবা যায় না। কিন্তু বলটা তীরবেগে ছুটে আসছে, প্রচণ্ড গতিবেগের জন্যে দেখাই যাচ্ছে না।

স্যাত্ করে মাথাটা সরিয়ে নিল আজাদ। পাশ ঘেঁষে চলে গেল বলটা। উঁকি মেরে তাকাতে গেল আজাদ। আর একটা বল পরমুহূর্তে ঘাড়ে মৃদু বাতাস দিয়ে চলে গেল।

দুটো বল ব্যবহার করছে রোকন বুঝতে পারল আজাদ। নাইলনের কর্ডের সাথে বাঁধা বল। পাঁচিলে আঘাত করেই ফিরে যাচ্ছে রোকনের পায়ের কাছে।

ঝোপের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে হামাগুড়ি দিতে দিতে প্রায় পঁচিশ গজ চলে এসেছে আজাদ। রোকনও সরে এসেছে। দুজনের দূরত্ব যদিও আগের মতোই আছে—পনের থেকে বিশ গজ।

হামাগুড়ি দিয়ে সামনে যাবার কথা আর ভাবতেই পারল না আজাদ। ঝোপের শেষ সীমানায় চলে এসেছে ও। সামনে ফাঁকা জায়গা।

মৃত্যু অবধারিত। দিশেহারার মতো লাগছে নিজেকে। এভাবে মরতে হবে? ভাবা যায় না।

কিন্তু বাঁচার উপায় কি? আনিসের রিভলবারটা ইয়াসমিনকে না দিয়ে এলে একটা কথা ছিল।

পেলোটার বল প্রায় কোয়াটার পাউণ্ড ভারী। মাথায় কিম্বা বুকে যদি একবার আঘাত করে—সাথে সাথে মৃত্যু ঘটবে।

ঝোপের ফাঁক দিয়ে দেখতে পাচ্ছে আজাদ রোকনের দাঁত বের করা হিংস্র হাসি।

ফাঁকা জায়গাটার দিকে তাকাল আজাদ। দশ গজ পর আবার ঝোপ। দশ গজ দূরে পাঁচিলের উপর দাঁড় করিয়ে রাখা দুটো মাছ ধরার রড। চকচকে চোখে তাকিয়ে রইল রড দুটোর দিকে আজাদ। পৌঁছুতে পারবে সে ওখানে? ফাঁকা জায়গাটা পেরিয়ে?

হামাগুড়ি দিতে শুরু করল আজাদ। ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে আছে ও রোকনের দিকে। ব্যাট তুলছে রোকন। মাথা নীচু করে স্থির হয়ে রইল আজাদ। বড় একটা পাথরের টুকরো তীরবেগে আজাদের বাহুতে এসে বিঁধে গেল। হাত খানেক সামনে এসে পাথরের নুড়ির উপর পড়েছিল বল।

আবার হামাগুড়ি দিচ্ছে আজাদ।

আর একটি বল এলো। মাথার উপর দিয়ে চলে

গেল সেটা। পাঁচিলের ধাক্কা খেয়ে ফিরে যাবার সময় ড্রপ খেল আজাদের পিঠে। হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে ছুটল আজাদ।

পর পর ছুটো বল বিদ্যুতবেগে ছুটে এলো।

পাঁচিল ঘেঁষে ছুটছে আজাদ। মাথার উপর দিয়ে চলে গেল প্রথম বলটা, দ্বিতীয় বলটা পড়ল মাটিতে, পাথরের নুড়ির উপর।

লাফ দিয়ে ফাঁকা জায়গাটা পেরিয়ে ঝোপের আড়ালে গিয়ে শুয়ে পড়ল আজাদ।

বাহুর ক্ষত দিয়ে দরদর করে রক্ত ঝরছে। সার্টের আস্তিন দিয়ে কপালের ঘাম মুছে হাত বাড়িয়ে পাঁচিলের গায়ে দাঁড় করিয়ে রাখা ইস্পাতের একটা রড টেনে নিল ও। রিঙ থেকে পাঁচ ইঞ্চি লম্বা স্টীলের ভয়ঙ্কর দর্শন হুকটা খুলে ফেলল আজাদ। রীল থেকে মোটা নাইলনের কর্ড খুলতে শুরু করল ও দ্রুত।

বল ছুটে আসছে একটার পর একটা।

উঠে বসল আজাদ। ঝোপের ফাঁক দিয়ে দেখে নিল ও রোকনের অবস্থান। তারপর মাথা উঁচু করে ইস্পাতের হুকটা সবেগে ছুড়ে দিল রোকনের দিকে।

রোকনের কাঁধে গিয়ে লাগল হুকটা। লাফিয়ে সরে গেল সে। আঁটকালো না হুকটা। রীল ঘুরিয়ে সুতো টেনে নিতে লাগল আজাদ।

হুকটা আজাদের হাত ফিরে আসার আগেই রোকন

আবার ব্যাট তুলল।

শুয়ে পড়ল আজাদ।

বুকের উপর দিয়ে ছুটে গিয়ে বল আঘাত করল পাঁচিলে। আর একটা বল প্রায় একই জায়গায় আঘাত হানল। ক্ষত বিক্ষত হয়ে যাচ্ছে পাঁচিলের গা বলের আঘাতে।

রীল ঘুরিয়ে হুকটা আবার হাতে নিয়ে এলো আজাদ। আবার রীল থেকে সুতো বের করে হুকটা শক্ত করে ধরে ঝোপের ভিতর দিয়ে তাকাল রোকনের দিকে।

দূরে সরে গেছে অনেকটা রোকন।

অনেকক্ষণ ধরে লক্ষ্য স্থির করল এবার আজাদ। তারপর সর্বশক্তি দিয়ে ছুড়ে মারল হুকটা।

উপর দিয়ে উড়ে গেল হুকটা। সবেগে নামল সেটা রোকনের মাথার পিছনে।

দু'হাত দিয়ে কর্ড টানতে লাগল আজাদ দ্রুত। আঁটকে গেল হুক মাংসের ভিতর।

চিৎকার করে উঠল রোকন।

কর্ড ধরে হেঁচকা টান মারল আজাদ। হুমড়ি খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল রোকন নুড়ি পাথরের উপর।

ঝোপ থেকে বেরিয়ে ছুটল আজাদ। রোকন হাত পা ছুড়ছে। কই মাছের মতো লাফাচ্ছে সে। কাঁধের ভিতর ঢুকে গেছে হুক। রক্তে ভিজে গেছে তার সার্ট। ধুলোয় ভরে গেছে মুখটা। নুড়ি পাথরের সাথে মুখ ঘঁষছে

সে ব্যথা সহ্য করতে না পেরে।

হুকের মাথাটা ধরে চাপ মারল আজাদ জোরে। আধপোয়াটাক কাচা মাংস নিয়ে বেরিয়ে এলো হুকটা। প্রচণ্ড একটা লাথি মারল আজাদ রোকনের নাকে।

নিঃসাড় হয়ে গেল রোকনের দেহ। ঝোপের ভিতর অচেতন দেহটা লুকিয়ে রাখল আজাদ। দ্রুত পা চালাল ও পাঁচিলের দিকে।

পঞ্চাশ গজ পরই একটা গাছ দেখল আজাদ পাঁচিলের পাশে। গাছে চড়ে পাঁচিল থেকে বাড়ীর সীমানার বাইরে বেরিয়ে এসে ছুটল ও বীচের দিকে।

কুঁড়ে ঘরের ভিতর কাঁদছিল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে ইয়াসমিন। দরজার গায়ে টোকা দিতেই সে কান্না থামিয়ে চিৎকার করে উঠল, 'তোমরা আমাকে মেরে ফেলতে পারো না! বাঁচিয়ে রেখে কষ্ট দিচ্ছ·····।

আজাদ বাইরে থেকে বলল, 'পাগল হলে নাকি তুমি ইয়াসমিন! আমি আজাদ।'

সাথে সাথে দরজা খুলে দিল ইয়াসমিন। আজাদ ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিতেই সে তাকে দু'হাত দিয়ে ধরে ফেলে বলল, 'আমি বিশ্বাস করতে পারছি না। আমি ভেবেছিলাম তুমি আর আসতে পারবে না। ওরা তোমাকে খুন করেছে—গতরাতে একশোবার দুঃস্বপ্নটা দেখেছি আমি ·····।'—হঠাৎ আজাদের বাহুর দিকে তাকিয়ে আঁতকে

উঠল সে, 'একি! কি হয়েছে তোমার? রক্ত কেন?'

পাথরের টুকরোটা ফেলে দিয়ে ক্ষতস্থানে রুমাল বেঁধে রেখেছে আজাদ। ও বলল, 'তৈরী হয়ে নাও, ইয়াসমিন। একমিনিটের মধ্যে।'—পকেট থেকে একটা প্যাকেট বের করল ও, 'এতে একটা গাউন আছে। পরে নাও। আমরা পালাব।'

'পালাব! কোথায়? কিভাবে?'

'ব্যবস্থা একটা করতেই হবে।'—আজাদ বলল, 'ব্যবস্থা না হওয়া অবদি হাঁটা ছাড়া উপায় নেই। তাড়াতাড়ি নাও।'

একটা ইঞ্জিনের শব্দ ভেসে এলো দূর থেকে। কান পেতে শোনার চেষ্টা করল আজাদ। তারপর, ব্যস্ত গলায় ও বলল, 'ইয়াসমিন, পিস্তলটা দাও।'

পিস্তলটা কোমর থেকে বের করে দিয়ে ইয়াসমিন আজাদের একটি হাত ধরে বলল, 'কি করতে চাও তুমি?'

উত্তর না দিয়ে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে দরজা খুলে ফেলল আজাদ।

কেউ নেই বাইরে। ইয়াসমিনের দিকে ফিরে ও বলল, 'আমি না ফেরা অবদি দরজার বাইরে বের হয়ো না। বন্ধ করে দাও দরজা।'—ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল আজাদ।

কুঁড়ে ঘর থেকে অনেকটা দূরে চলে এলো আজাদ পামগাছ আর ঝোপ-ঝাড়ের ভিতর দিয়ে। আরো দশ

গজ এগোল ও। সামনে ফাঁকা জায়গা। বালুকাবেলা। দূরে সমুদ্র।

বালুকাবেলায় একটি স্টার্ট দেয়া জীপ দাঁড়িয়ে রয়েছে। একজন মাত্র লোক জীপের পিছনে বসে কি যেন দেখছে নত হয়ে।

পা বাড়াল আজাদ। ওর হাতে উদ্যত পিস্তল। এয়ারপোর্টে যে জীপগুলো দেখেছিল আজাদ এটা সে-গুলোরই একটা।

একটি ঝোপের আড়ালে বসে প্রস্রাব করতে করতে আর একজন লোক আজাদকে দেখামাত্র শিউরে উঠল। প্রস্রাব বন্ধ করে চুপচাপ বসে রইল সে। প্রায় পাশ ঘেঁষে চলে গেল আজাদ। লোকটাকে দেখতে পেল না ও।

আজাদ জীপের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। লোকটা পিছন ফিরে বসে দেখছে জীপের তলাটা। বোধ হয় কোনও গোলমাল হয়েছে ইঞ্জিনে।

'শুনছ?'—বলল আজাদ।

চমকে উঠে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল লোকটা। আনিসের গার্ড, আমেরিকান।

'উঠে দাঁড়াও।'

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল লোকটা।

'পিছন ফেরো।'

লোকটা তাকিয়ে আছে আজাদের হাতের পিস্তলের

দিকে। মনিবের নিজস্ব শখের পিস্তল আজাদের হাতে দেখে হা হয়ে গেছে তার গাল।

ধমকে উঠল আজাদ, 'শুনতে পাচ্ছ না? ঘুরে দাঁড়াও বলছি।'

লোকটার দৃষ্টি পলকের জন্যে আজাদকে ছাড়িয়ে দূরে গিয়ে পড়ল।

ঘুরে তাকাতে গেল আজাদ। কিন্তু তার আগেই প্রচণ্ড একটা আঘাত খেল ও মাথায়।

ঢলে পড়ে গেল আজাদ। জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে ও মাথায় আধসের ওজনের পাথরের ঘা খেয়ে।

নয়

সামনে মাহমুদ। পিছনে আরো দুজন চাকর। করিডোরের শেষ মাথায় একটি দরজা। মাহমুদ আজাদের দিকে তাকাল, 'ভিতরে মিঃ আনিস অপেক্ষা করছেন।'

পর্দা সরিয়ে রুমের ভিতর ঢুকল আজাদ। একটি কিশোরী স্বাস্থ্যবতী মেয়েকে নিজের কোলে ফেলে চুমো খাচ্ছে আনিস। আজাদের দিকে না তাকিয়েই সে বলে উঠল, 'এসো, বসো।'

দূরের একটা সোফায় বসে সিগারেট ধরাল আজাদ।

মেয়েটা উঠে বসেছে সোফায়। আনিস তার দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুমি বাইরে গিয়ে খানিকক্ষণ বেড়িয়ে এসো, কেমন লিজা?'

লিজা উঠে চলে গেল নিঃশব্দে।

মুখোমুখি একটি সোফায় এসে বসল আনিস। ওর হাতে দুটো গ্লাস। একটা গ্লাস আজাদের দিকে সে বাড়িয়ে দিল, 'ব্যথাটাথা নেই তো কোথাও?'

মৃদু হেসে আজাদ বলল, 'নেই।'

'দুঃখিত।'—বলল আনিস, 'যা ঘটেছে তা ঘটা উচিৎ হয় নি। দু'জন লোককে হারিয়েছি আমি। রোকন মারা গেছে, শুনেছ নিশ্চয়ই ?'

'শুনি নি।'

'মারা গেছে।'—বলল আনিস শান্ত ভাবে, 'যাকগে, কাজের কথা হোক, কেমন ?'

'বলো।'—হুইস্কিতে চুমুক দিল আজাদ।

জ্ঞান ফিরেছিল ওর বারটার দিকে। তারপর ঘুমিয়ে পড়েছিল। ঘুম থেকে চারটার সময় উঠে ওষুধ খেয়েছে ও। তারপর আবার ঘুমিয়েছে। এরপর ঘুম ভেঙেছে ওর রাত আটটায়। এখন ন'টা। কোথাও কোনও অসুবিধে নেই শরীরে। ইঞ্জেকশন দিয়েছে আনিসের ডাক্তার চারটের সময়। ব্যথা দুর হয়ে গেছে একটা ইঞ্জেকশনেই।

দাঁত বের করে হাসল আনিস।

বলল, 'প্ল্যান বদল করতে হয়েছে আমাদের। আমি ভেবেছিলাম আমার দুত হিসেবে সুইটজারল্যাণ্ডে সরাসরি চলে যাবে তুমি শ্যাটো থেকে। কিন্তু তা আর হলো কই। গ্রেনেডের শব্দ আর রকেটের আলো সব ভণ্ডুল করে দিয়েছে। যাকগে, সুইটজারল্যাণ্ডের বদলে তুমি যাও পশ্চিম জার্মানীতে। ওখানে বাংলাদেশ ব্যাঙ্কের ব্রাঞ্চ আছে—ইয়েস। ম্যানেজারকে চেনো—? আমি জানি, চেনো। নাম বলব ? কোথায় তার সাথে শেষবার

দেখা হয়েছে, কি মদ খেয়েছ তোমরা, কি কি কথা হয়েছে —বলব সব ?'— হাসল আনিস, 'অবাক হয়ো না। আমি সব জানি। দরকার পড়লে অনেককেই অনেক কিছু জানতে হয়। যাকগে, একটা কথা জানো না তুমি। লণ্ডনের রাশিয়ান অ্যামবাসী প্রথমে অস্বীকার করেছিল তাদের প্লেন সম্পর্কে প্রাথমিক রিপোর্ট। তারপর তারা স্বীকার করল যে, হাঁ, একটা যাত্রীবাহী প্লেন নিখোঁজ হয়েছে তাদের। তারও পরে, যখন প্রত্যক্ষদর্শীরা সাংবাদিকদের কাছে জানাল যে তারা রাশিয়ান প্লেনটাকে ইংলিশ চ্যানেলে পড়ে ডুবে যেতে দেখেছে, তখন রাশিয়ানরা স্বীকার করল যে, হ্যাঁ, তাদের একটি প্লেন বিয়াল্লিশ টন সোনা এবং প্রায় সতের মিলিয়ন পাউণ্ড মূল্যের ডায়মণ্ড নিয়ে ইংলিশ চ্যানেলে ডুবে গেছে।'--আনিস মুচকি মুচকি হাসছে, 'কিন্তু তুমি তো জানই যে প্লেনটা ইংলিশ চ্যানেলে ডোবেনি। আসলে তোমার জানাটা ভুল, এক অর্থে। গোটা পৃথিবীর লোক জানে প্লেনটা ইংলিশ চ্যানেলেই ডুবেছে। পৃথিবীর সব সংবাদপত্রে এই খবরই বেরিয়েছে। ইংলিশ চ্যানেলে মাছ ধরছিল এমন পাঁচটা ছোট ছোট বোটের বিশজন লোক স্বচক্ষে দেখেছে প্লেনটাকে ডুবে যেতে। বিশদ বিবরণ দিয়েছে তারা। তাদের সাক্ষাৎকার বেরিয়েছে পৃথিবীর সব পত্রিকায়। একদল ডুবুরী নেমেছিল খবরটা ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে। এবং সত্যি

সোনার পাঁচটা ইট তারা সংগ্রহ করেছে ইংলিশ চ্যানেলের নীচে থেকে। রাশিয়ানরা সেই সোনা পরীক্ষা করে বলেছে, এই সোনাই তাদের প্লেনে ছিল। বলবে নাই বা কেন? সত্যি সত্যি তাই ছিল। আসল ব্যাপারটা কি জানতে চাও? আসল ব্যাপারটা প্রত্যক্ষদর্শীরা আমার নিজের লোক। তারাই ডুবুরীদেরকে জায়গাটা দেখায়। দেখাবার আগে পাঁচটা সোনার ইট আমার কাছ থেকে নিয়ে তারা নির্দিষ্ট জায়গাটিতে ফেলে দেয়। রাশিয়ান উদ্ধারকারী দল ক' দিন পরই সেই জায়গায় তল্লাশী চালায়। কিন্তু ডুবুরীরা লোকেশনটা ঠিক করতে পারে নি পরে। বুঝতে কোনও অসুবিধে হচ্ছে না তো কথা গুলো?'

উত্তর না দিয়ে গ্লাসে চুমুক দিল আজাদ।

আনিস বলল, 'রাজী তাহলে তুমি, কেমন?'

'পরিষ্কার করে বলো।'—সিগারেট ধরাল আবার আজাদ।

'তোমাকে কেন আমাদের মধ্যে নিয়েছি জানো?'—হাসল আনিস, 'তোমাকে দিয়ে একটা কাজ করিয়ে নেবো বলে। বাংলাদেশ সিক্রেট সার্ভিসের জাকি আজাদ তুমি। কে তোমাকে চেনে না? তুমি যদি বাংলাদেশ ব্যাঙ্কের বনের ব্রাঞ্চ ম্যানেজারকে বলো—ব্যাপারটা খুব গোপনীয় তাহলে কাউকে সে একটা কথাও বলবে না, সন্দেহ করবে না তোমাকে। তুমি সন্দেহের উর্ধ্বে, সবাই তা জানে। বলবে, এটা সিক্রেট অপারেশন। প্রচুর পরিমাণ সোনা আছে

তোমার কাছে, সেটা স্থানীয় বাজারে বিক্রি করে দিতে হবে। এক কথায় রাজী হয়ে যাবে সে। না না, সোনার সাথে তোমার প্রত্যক্ষ কোনও সম্পর্ক থাকবে না। চোখেই দেখবে না তুমি জিনিসগুলো। ম্যানেজারকে তুমি নির্দেশ দেবে উপযুক্ত পার্টি যোগাড় করতে। পার্টিকে তোমাদের ম্যানেজার বলবে যে এই সোনা বাংলাদেশ সরকারের, গোপনে বিক্রি করা হচ্ছে অস্ত্র কেনার জন্যে। মার্কেট রেটের চেয়ে ছ'পার্সেন্ট কম দেবো। পার্টি লুফে নেবে প্রস্তাব। পার্টির পরিচয় ম্যানেজার তোমাকে বলবে। তুমি বলবে আমাদেরকে।'

'যদি তোমার কথায় রাজী না হই ?'

গম্ভীর গলায় জানতে চাইল আজাদ।

হাসল আনিস। বলল, 'আমি জানি তুমি বনবনকে ভালবাসো। বড় ভাল মেয়ে। তুমি ভাগ্যবান, স্বীকার না করে উপায় নেই—সে-ও তোমাকে ভালবাসে। বনবনের কিছু হোক তা কি তুমি চাও ?'

আজাদ বলল, 'এক ঘণ্টা ভাবার সময় দাও আমাকে।'

'অবশ্যই।'—বলল আনিস, 'লিজাকে দেব ? একটু ফুর্তি করবে ওকে নিয়ে ?'

'ঠিক আছে।'—বলল আজাদ। উঠে দাঁড়িয়ে দরজার দিকে পা বাড়াল ও।

ঘণ্টাখানেক পরই ফিরে এলো আনিসের রুমে আজাদ। বলল, 'ঠিক আছে। জিতেছ তুমি। কখন রওনা হবো আমি ?'

অনেক ভেবেচিন্তে দেখেছে আজাদ। আনিসের প্রস্তাবে রাজী হলে ইয়াসমিনকে হারাতে হয়। দ্বীপ থেকে ওকে নিয়ে এসে ভুলই করেছে সে। আজাদ পশ্চিম জার্মানীর উদ্দেশ্যে রওনা হলেই ইয়াসমিনকে আবিষ্কার করে ফেলবে ওরা এবং খুন করবে।

আনিসের প্রস্তাবে রাজী না হলে আরও বিপদ। সেক্ষেত্রে বনবনকে হারাতে হবে সবচেয়ে আগে। আনিস তার চোখের সামনে খুন করবে বনবনকে। তারপর তাকে এবং ইয়াসমিনকেও খুন করবে। এই উষর মরুভূমির নীচে ওদের লাশ পচবে, কেউ জানতেও পারবে না।

শেষ অবদি একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছে আজাদ। সেটা ভয়ঙ্কর।

রাত আড়াইটা। লিজা ঘুমের ঘোরে হেসে উঠল। নিঃশব্দে বিছানা থেকে নামল আজাদ। শব্দ হলো পিছনে। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল ও।

কিশোরী লিজা সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে ঘুমোচ্ছে। ঘুমের মধ্যে পাশ ফিরল সে।

পোশাক পরে নিল আজাদ। দরজা পরীক্ষা করে নিরাশ হলো ও। বাইরে থেকে বন্ধ।

জানালার শার্সি সরিয়ে বাইরের দিতে তাকাল আজাদ।

অন্ধকার তেমন গাঢ় নয়। কিন্তু চাঁদ ওঠে নি। বাওরার হুইল চেয়ারের শব্দ ভেসে আসছে নীচের কোথাও থেকে। জানালার ঠিক নিচে, আবছা অন্ধকারে বসে রয়েছে একজন গার্ড একটা সিমেন্ট করা বেঞ্চির উপর।

লোকটার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল আজাদ। ঢুলছে লোকটা ঘুমে। জানালার গ্রিলের খুলে ফেলল আজাদ। জানালার উপর দাঁড়িয়ে লক্ষ স্থির করল তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে নীচের দিকে তাকিয়ে। তারপর লাফ দিল ও খাড়া।

খাড়া ভাবে সবেগে লোকটার কাঁধের উপর নামল আজাদ ত্রিশ ফুট উপর থেকে।

মাটিতে পড়ে গেল আজাদ লোকটাকে নিয়ে। প্রায় সাথে সাথে বাঁ হাতের মাংসপেশী ম্যাসেজ করতে করতে উঠে দাঁড়াল ও।

নড়ছে না লোকটা। পরীক্ষা করে আপন মনে হেসে ফেলল আজাদ। অচেতন হয়ে গেছে ব্যাটা।

বাওরার ফোরসিটার হুইল চেয়ারের পপ্ পপ্ শব্দ এখন আর শোনা যাচ্ছে না। পা বাড়াল আজাদ দ্রুত।

মিনিট পাঁচেক পর পাঁচিলের ধারে চলে এলো আজাদ। বাঁ দিকে একটা আউট বিল্ডিং। কান পাতল ও।

পপ্! পপ্।

বাওরা আসছে। ঝোপের আড়ালে বসে পড়ল আজাদ। পনের ফিট দূরে দেখা গেল বাওরাকে হঠাৎ।

আউট বিল্ডিংয়ের সামনে হুইল কার থেকে নামছে সে।

বসা অবস্থায় বানরের মতো লাফিয়ে লাফিয়ে গাড়ী থেকে নেমে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে বাওরা।

বারান্দায় উঠে একটা প্যাসেজের ভিতর অদৃশ্য হয়ে গেল সে।

ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে প্রকাণ্ড হুইলকারের সামনে এসে দাঁড়াল আজাদ।

চাঁদ আর মেঘ লুকোচুরি খেলছে। পেট্রল ট্যাঙ্কটা খুঁজে পাচ্ছে না আজাদ। সময় বয়ে যাচ্ছে।

বারবার তাকাচ্ছে আজাদ আউটবিল্ডিংয়ের বারান্দার দিকে। যে-কোনো মুহূর্তে এসে পড়তে পারে কেউ। হুইলকারের ভিতর অসংখ্য সুইচ। ব্যাপার কি? শেষ অবদি পেল আজাদ পেট্রল ট্যাঙ্কের মুখটা।

মুখ খুলে মাটি, বালি, ঘাস, নুড়ি পাথর যা পারল সব ভরতে শুরু করল আজাদ ট্যাঙ্কের ভিতর।

ট্যাঙ্কের মুখ বন্ধ করা শেষ হতেই আজাদ বাওরাকে দেখতে পেল। দ্রুত সরে গেল ও ঝোপের আড়ালে।

বাওরা সেই অদ্ভুত ভঙ্গিতে নেমে এলো সিঁড়ি টপকে। হুইলকারে চড়ে স্টার্ট দিল সে। চলতে শুরু করল গাড়ীটা। আজাদ আশা করল খানিকপরই অচল হয়ে যাবে জিনিসটা।

বাওরা অদৃশ্য হয়ে যেতে পাঁচিল ঘেঁষে এগিয়ে যেতে শুরু করল আজাদ।

রোকন যেখানে কোনঠাসা করেছিল ওকে সেখানে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল আজাদ। প্রায় পঞ্চাশ-ষাট গজ দূরে দুটো সিগারেটের আগুন।

ওদিকেই ইউক্যালিপটাস গাছটা। পাহারা দিচ্ছে আনিসের লোক। চাঁদের আলোয় চকচক করে উঠল একটা জিনিস।

চকচক করে উঠল আজাদের চোখ জোড়াও। এগিয়ে গেল ও। দুটো হাঙ্গর ধরার রডের মধ্যে একটি এখনও আছে। হুকটা চকচক করছে চাঁদের আলোয়।

রডটা হাতে নিয়ে—হুক খুলে কর্ড টেনে বের করল আজাদ রীল থেকে।

প্রথমবার পাঁচিলের মাথায় আঁটকালো না হুকটা। কিন্তু দ্বিতীয় বার সফল হলো আজাদ।

পাঁচিলের উপর উঠে পড়ল আজাদ। পাঁচিলের অপরদিকে নেমে যতোদূর দেখা যায় দেখে নিল ও। চাঁদের আলোয় চারিদিকে ছোট বড় বালিয়াড়ি দেখা যচ্ছে শুধু। কোথাও কেউ নেই।

ছুটল আজাদ।

কুঁড়ে ঘরের দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়ে আজাদ নীচু গলায় ডাকল, 'ইয়াসমিন, জেগে আছ?'

উত্তর দিল না ইয়াসমিন। কোনও সাড়া শব্দ নেই ভিতরে। নেই নাকি ইয়াসমিন? আনিসের লোকেরা খোঁজ

পেয়ে ধরে নিয়ে গেছে?

দরজা হঠাৎ খুলে গেল। খপ্ করে হাত ধরল ইয়াসমিন আজাদের।

ভিতরে ঢুকল আজাদ। বলল, 'চলো, পালাচ্ছি আমরা।'

'দাঁড়াও।'—প্রায় ফিসফিস করে বলল ইয়াসমিন 'আমার কাছে একটা আগ্নেয়াস্ত্র আছে।'

'মানে! কোথায় পেলে?'—অবাক হয়ে বলে উঠল আজাদ।

ইয়াসমিন আজাদের হাত ছেড়ে দিয়ে অন্ধকার ঘরের এক কোণে চলে গেল। তখুনি ফিরে এসে সে একটি কারবাইন তুলে দিল আজাদের হাতে। আজাদ সবিস্ময়ে দেখল লিভার-অ্যাকশন অটোম্যাটিক কারবাইন জিনিসটা। আমেরিকান জিনিস, মারলিন কোম্পানীর।

'কোথায় পেলে তুমি এটা?'

'গতকাল কয়েকজন লোক একটা জীপ নিয়ে এদিকে এসেছিল। খানিক পর একজন লোক ছাড়া বাকী সবাই চলে গেল দেখলাম। সে লোকটাও কিছুক্ষনের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ল। আমি পা টিপে টিপে জীপের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে দেখি এটা জীপের একটা সিটে পড়ে রয়েছে। আস্তে করে নিয়ে পালিয়ে এলাম। লোকটার ঘুম ভাঙেনি।'

'বাপরে বাপ।'—হেসে ফেলল আজাদ, 'কি সাংঘাতিক মেয়েরে বাবা!'

'পালাব, কিভাবে আমরা, আজাদ?'

'একটা জীপ চুরি করতে হবে।'—বলল আজাদ।

ঝুঁড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে ডান দিকে হাঁটতে লাগল ওরা।

পাঁচ মাইল পথ হাঁটতে হবে কম করেও। আনিসের বাড়ীর পিছন দিকের গ্যারেজ থেকে ওর রুম প্রায় সাড়ে তিন মাইল। ওয়র রুমের পাশ ঘেঁষেই যেতে হবে ওদেরকে। খানিকটা দূরে একটা গ্যারেজ আছে। ওয়র রুম থেকে বেরুবার সময় সেদিন দেখেছিল আজাদ। গ্যারেজে জীপ ছিল দুটো।

ঘুর পথে যেতে হবে ওদেরকে। উঁচু বালিয়াড়ির জন্য দিক ভুল হওয়া খুব সহজ। সেক্ষেত্রে সারারাত ঘুরে মরতে হবে মরুভূমিতে।

প্রায় আধঘণ্টা পর বাঁ দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল ইয়াসমিন।

'কি হলো?'—ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল আজাদ।

'দেখো।'—বাঁ দিকে আঙুল নির্দেশ করল ইয়াসমিন।

চাঁদের আলোয়, অদূরে একটি বালিয়াড়ির উপর, দেখা গেল বালি উড়ছে। ধূলো-বালির মেঘটা দ্রুত এগিয়ে আসছে ওদের দিকে।

'দৌড়োও, ইয়াসমিন।'

ছুটতে শুরু করল আজাদ। অনুসরণ করল ইয়াসমিন।

পঁচিশ গজ দৌড়ে একটি বালিয়াড়ির আড়ালে চলে এলো ওরা।

এগিয়ে আসছে বাওরার হুইলকারের পপ্ পপ্ শব্দ। খানিক পর শব্দটা অস্পষ্ট হতে শুরু করল। আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো আজাদ। দিক পরিবর্তন করে সমুদ্রের দিকে যাচ্ছে বাওরা।

বাওরা ওদেরকে খুঁজছে। ওয়র রুমের ওদিকে সে উদ্দেশ্যেই গিয়েছিল সে। তারমানে আনিস অন্য দিকে গেছে।

বাওরা যেদিক থেকে এসেছে সেদিকেই দ্রুত এগিয়ে চলল ওরা। এবার পথ হারাবার কোনও আশঙ্কা নেই।

ওয়র রুমের পাশ ঘেঁষে, পা টিপে টিপে, এগিয়ে গিয়ে গ্যারেজের সামনে গিয়ে দাঁড়াল ওরা।

একটা টয়োটা জীপ এবং একটা পগেট মোপেড মটর সাইকেল রয়েছে গ্যারেজে। জীপে চড়ে কারবাইনটা কোলের উপর রাখল আজাদ। স্টার্ট দিয়ে জীপ ছেড়ে দিল ও।

মরুভূমির উপরকার চওড়া রাস্তা দিয়ে বিশ মিনিট নিঃশব্দে গাড়ী চালাবার পর আজাদ ইয়াসমিনের দিকে তাকাল, বলল, 'আকাশের দিকে চোখ রাখো। স্পুটার প্লেনের শব্দ শুনতে পাচ্ছি। খুঁজছে আমাদেরকে।'

দশ মিনিট পর ইয়াসমিন বলল, 'প্লেনটা চলে গেল।'

'দেখে নি ব্যাটারা জীপটাকে।'—আজাদ শিস দিয়ে

বলে উঠল।

আরো বিশ মিনিট পর একটা সাইন পোষ্ট দেখে জীপ দাঁড় করাল আজাদ। সাইন পোষ্টে লেখা: সোলান ওয়ান সিক্সটি কিলোমিটার: আহ্ ফীর ওয়ান সেভেনটি ফাইভ কিলোমিটার। ইয়াসমিন বলল, 'আহ্ ফীর, ওখানেই আনিসের ফ্যাক্টরী আছে একটা। অ্যারোমাক্স। ওদের কথাবার্তায় শুনেছিলাম আমি।'

সকাল সাড়ে সাতটার সময় ইয়াসমিন বলল, 'পেয়ে গেছে ওরা আমাদেরকে। একটা ভ্যান আসছে পিছু পিছু।'—

ভিউ মিররে তাকিয়ে দেখল আজাদ।

ভ্যানের সামনের সিটে দু'জন। একজনকে আজরা বলে মনে হলো। পাশের এবং পিছনের লোকগুলোকে ভালো করে দেখতে পেল না আজাদ।

টয়োটা জীপের সর্বশক্তি ব্যবহার করে চালাচ্ছে আজাদ।

কাছাকাছি এসে পড়েছে ওরা শহরের। বেশ বড় শহর সোলান, শুনেছে আজাদ।

শহরে ঢুকে ভ্যানকে খসিয়ে দিল আজাদ। একটা সাইড রোড দিয়ে মরোক্কান মিলিটারী ট্রাক হঠাৎ সামনে এসে পড়ল জীপের। কিন্তু ব্রেক কষল না আজাদ।

তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চিৎকার করে উঠল ইয়াসমিন। অ্যাক্সিডেন্ট নির্ঘাৎ ঘটতে যাচ্ছে। কিন্তু পাশ কাটিয়ে শাঁ করে বের করে নিয়ে গেল আজাদ জীপটাকে।

ইউনিফর্ম পরা সৈন্যগুলো চিৎকার করে গালাগালি করতে লাগল। আজাদ পিছনদিকে না তাকিয়ে মোড় নিল ডান দিকে। সেই থেকে ভ্যানটাকে দেখে নি ওরা।

সোলান সত্যি বড় শহর। অলিতি গলিতে এভিনিউয়ে উৎসবমুখর জনতা দামী পোশাক পরে ভীড় করেছে। জাতীয় কোনো উৎসবের দিন আজ। নিরাশ হলো আজাদ। মেন পোষ্ট অফিসে গিয়ে খোঁজ নেয়ার ইচ্ছা ছিল ওর ইন্টারন্যাশনাল ফোনের ব্যবস্থা আছে কিনা। অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে সরকারী অফিস আদালত সব বন্ধ।

মেলা বসেছে একটি এভিনিউয়ের মোড়ে। মোড়ের এক মাথায় একটি সিনেমা হল। একজন স্থানীয় লোককে পোষ্ট অফিস কোথায় জিজ্ঞেস করতে বোকার মতো তাকিয়ে রইল সে, উত্তর দিল না।

মেলায় নানা ছেলে ভুলানো জিনিস বিক্রি হচ্ছে। একটি কাঠের দেয়ালের গায়ে বেলুন ঝুলছে। এয়ারগান দিয়ে ছেলেমেয়েরা সেই বেলুনে গুলি করছে। চরকী ঘুরছে কয়েকটা। নাগরদোলাও দেখল ওরা। বিক্রি হচ্ছে নাশপাতি, আপেল, আঙ্গুর। হাত পাখা থেকে শুরু করে মেয়েদের চুলে দেবার জন্যে প্লাস্টিকের ফুল, সবই আছে।

দ্রুত হাঁটছিল ওরা ভীড়ের মধ্যে দিয়ে। হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল ইয়াসমিন।

'কি হলো?'— চাপা কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল আজাদ।

'দেখো!'—সামনের দিকে না তাকিয়েই বলে উঠল ইয়াসমিন। পিছন ফিরে দাঁড়িয়েছে সে।

আজাদ ঘাড় ফিরিয়ে সামনের দিকে তাকিয়েই আজরাকে দেখতে পেল।

এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে আজরা ডান দিক ঘেঁষে চলে যাচ্ছে।

ইয়াসমিনের দিকে তাকাল আজাদ।

নেই ইয়াসমিন।

ঘুরে দাঁড়াল আজাদ। চোখ পড়ল ইয়াসমিন ছুটে পালাচ্ছে।

আজরা অদৃশ্য হয়ে গেছে। ইয়াসমিন যেদিকে গেছে সেদিকে ছুটল আজাদ।

মিনিট খানেক পর আজাদ দেখতে পেল ইয়াসমিনকে। সিনেমা হলের ভিতর ঢুকছে সে।

হঠাৎ পিছন ফিরে তাকাল আজাদ।

আজরা! ছুটে আসছে সে আজাদের পিছু পিছু।

গেটম্যান দু'হাত মেলে দিয়ে বাধা দিল আজাদকে। ধাক্কা দিয়ে লোকটাকে সরিয়ে হলের ভিতর ঢুকল আজাদ।

আলো থেকে অন্ধকারে এসে বোকা বনে গেল আজাদ। কয়েক মুহূর্ত আধ হাত দূরের জিনিসও দেখতে পেল না ও। তারপর পর্দার দিকে চোখ পড়ল। ওয়েষ্টার্ণ একটি ছবি দেখানো হচ্ছে।

অন্ধকার চোখে সয়ে আসার পর আজাদ দেখল প্যাসেজের দু'পাশের শত শত সিটে বসে আছে মানুষ। সবাই নিঃশব্দে দেখছে ছবি। কিন্তু স্টেজের কাছাকাছি একটি দরজার সামনে শোরগোল হচ্ছে। ইয়াসমিন?

দ্রুত পা চালাল আজাদ। কিন্তু হঠাৎ পিছনে শব্দ হলো। পিছন ফিরে তাকিয়ে আজাদ দেখল আজরা ঢুকছে ভিতরে।

বাঁ দিকের একটি সিট খালি দেখে ধপ্ করে বসে পড়ল আজাদ। আসছে আজরা। ওর দিকেই সোজা আসছে সে।

আজাদ দেখল আজরার হাতে একটা রিভলবার। পিস্তলও হতে পারে ওটা।

আজাদের পাশে থামল না আজরা। চলে গেল হাঁটতে হাঁটতে পাশ ঘেঁষে।

যে-দরজাটার সামনে ভীড় জমে উঠেছে সেটার দিকে এগিয়ে গেল আজরা।

আজাদ দেখল ভীড়ের মধ্যে মিশে গিয়ে কথা বলছে আজরা। এক মুহূর্ত পরই বেরিয়ে গেল সে দরজা দিয়ে

হলের বাইরে।

ইয়াসমিন কোথায়? বেরিয়ে গেছে হল থেকে? নাকি হলের ভিতরই বসে আছে?

'ইয়াসমিন!'

চিৎকার করে উঠল আজাদ সিট থেকে উঠে দাঁড়িয়ে। হলের চারিদিক থেকে একটা অসন্তোষসূচক গুঞ্জন উঠল।

ইয়াসমিন নেই হলে। থাকলে সাড়া দিত।' দরজার দিকে পা বাড়াল আজাদ।

হল থেকে বেরিয়ে চারিদিকে তন্নতন্ন করে খুঁজল আজাদ ইয়াসমিনকে।

এভিনিউয়ের কোথাও ইয়াসমিন বা আনিসের কোনও লোককে দেখতে পেল না ও।

দু'তালা একটি হোটেলে ঢুকে একটি রুম ভাড়া নিল আজাদ। ম্যানেজারের সাথে আলাপ জমিয়ে ফেলল ও। অনেক তথ্য পাওয়া গেল। কিন্তু নিরাশ হতে হলো। সোলান থেকে বাইরের দুনিয়ায় যোগাযোগ করার আধুনিক কোনও ব্যবস্থা নেই।

রাত্রে বের হলো আজাদ। পোর্টার একটা ট্যাক্সি ডেকে দিল।

ড্রাইভারের উদ্দেশে আজাদ বলল, 'অ্যারোমাক্স, আহ ফীর।'

দশ

শহরের শেষ মাথায় ফ্যাক্টরীটা। রাস্তায় আলো নেই বললেই চলে। ফ্যাক্টরীর গেটের কাছ থেকে বেশ খানিকটা দূরে থাকতেই ট্যাক্সি থেকে নামল আজাদ।

পাঁচিল ঘেঁষে এগোবার সময় আজাদ অনুমান করল প্রায় আধমাইল জায়গার উপর ফ্যাক্টরীটা।

গেটের সামনে এসে আজাদ দেখল ছোট একটা উঠোন। উঠোনের শেষ মাথায় দুটো ট্রাক দাঁড়িয়ে আছে। কাউকে দেখা যাচ্ছে না।

গেট পেরিয়ে ট্রাকগুলোর দিকে এগিয়ে গেল আজাদ। পিছনের ট্রাকটার বাঁ পাশে একটি দেয়াল। দেয়ালের উপর একটি জানালা। আলো বেরিয়ে আসছে জানালা দিয়ে।

ট্রাকের উপর উঠল আজাদ। জানালা দিয়ে ভিতরে তাকিয়ে দেখল একটা ল্যাভরেটরী। ল্যাভরেটরীর দরজা খোলা।

খোলা দরজা দিয়ে একটি অফিসরুম দেখা যাচ্ছে। দুটো ডেস্ক, কয়েকটি চেয়ার দেখা যাচ্ছে। কেউ নেই অফিসে।

ট্রাক থেকে নেমে সিঁড়ির কয়েটা ধাপ টপকে বারান্দায় উঠল আজাদ। অফিসের আর একটি দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকল ও। রুমটার মাঝখানে একটা পার্টিশন। পার্টিশনের দরজা পেরিয়ে আসতেই থমকে দাঁড়াল আজাদ। স্টেনলেশ স্টীলের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ভ্যাট একটার পর একটা দেখতে পেল ও। প্রায় দেড় মানুষ উঁচু ফোলা বেলুনের মতো এক একটা ভ্যাট। ভ্যাটগুলোর মাঝখান দিয়ে রাস্তা। রাস্তার মাঝখানে একটি লোহার সিঁড়ি। উপরে একটি লোহার মাচা। ভ্যাটও আছে।

কোথাও কোনও শব্দ নেই। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখতে লাগল আজাদ। কোথাও কিছু নড়ছে না।

সরু পথ দিয়ে খানিকটা এগিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল আজাদ। কেঁপে উঠল পায়ের তলার মেঝে!

কোথাও একটা মেশিন চালু হলো। সবচেয়ে কাছের ভ্যাটের ভিতর ছলাৎ ছলাৎ শব্দ হচ্ছে। ভ্যাটটার গায়ে একটি ইলেকট্রিক প্যানেল দেখতে পেল আজাদ। লেখা রয়েছে: Mixing : on. off

বুঝতে পারল আজাদ। টাইম সুইচ দিয়ে চালু করার ব্যবস্থা আছে মেশিনে।

ফিরে এলো আজাদ অফিসে। কিন্তু পার্টিশনের দরজা টপকে অফিসের দরজায় পা ফেলতেই মুখোমুখি একটি দরজায় দেখা গেল একটি সাত ফুট লম্বা লোককে।

অস্কার !

কালো একটা স্যুট পরণে অস্কারের। শিশুর মতো মুখটা ভেজা ভেজা। ভন ভন করছে একদল মাছি তার মাথার উপর। আজাদের দিকে তাকিয়ে আছে সে। দরজার উপর দাঁড়িয়ে। হাত দুটো নড়ছে না, চোখের পাতা নড়ছে না।

কাঁধ নত করে ধীরেসুস্থে একটি লোহার চেয়ার তুলে নিল অস্কার। বিদ্যুতবেগে লাফ দিয়ে অস্কারের সামনে গিয়ে পড়ল আজাদ। লোহার ভারী চেয়ারটা ছোঁ মেরে কেড়ে নিল ও। তারপর প্রচণ্ড শক্তিতে অস্কারের মাথা লক্ষ্য করে চেয়ারটা নামিয়ে আনল।

অস্কারের কাঁধে আঘাত করল চেয়ারটা। কিন্তু প্রায় সাথে সাথে ডান হাত দিয়ে চেয়ারটা ধরে ফেলে হেচকা টান দিয়ে কেড়ে নিলে সেট আজাদের হাত থেকে। কেড়ে নিয়ে দূরে ফেলে দিল অস্কার সেটা।

কাঁধের আঘাত খেয়ে কিছুই হয় নি অস্কারের।

দরজা ছেড়ে পিছিয়ে এলো আজাদ। পকেটে হাত দিল ও ছোট একটা ছুরি বের করার জন্যে। অস্কার একটা ট্রলি তুলি ধরেছে মাথার উপর।

সবেগে উড়ে এলো ট্রলিটা আজাদের দিকে। নিজেকে সরিয়ে ফেলার সময় পেল না আজাদ। ট্রলিটা এসে পড়ল ওর হাঁটুর উপর।

পড়ে গেল আজাদ।

অস্কার সামনে এসে দাঁড়াল। উঠে বসেছে আজাদ। ঝুঁকে পড়ে আজাদের গলা পেঁচিয়ে ধরতে গেল অস্কার।

গায়ের সবটুকু শক্তি দিয়ে ঘুষি মারল আজাদ অস্কারের নাক লক্ষ্য করে।

পাথরের মূর্তিকে ঘুষি মারল যেন আজাদ। হাতটা ব্যথা করে উঠল।

পড়ে যাচ্ছিল অস্কার, কিন্তু সামলে নিল সে। লাথি চালাল হঠাৎ আজাদের মাথা লক্ষ্য করে।

লাফিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে এক পাশে সরে গেল আজাদ। এদিক ওদিক তাকাল ও। পাশেই একটা ওয়র্কবেঞ্চ। ছোঁ মেরে সেটা থেকে একটা ইলেকট্রিক ড্রিল তুলে নিল ও। বিদ্যুতবেগে ড্রিল ছুড়ে মারল আজাদ অস্কারের মাথা লক্ষ্য করে।

অস্কার দু'হাত সামনে বাড়িয়ে দিল ড্রিলের হাত থেকে বাঁচার জন্যে। বাঁ হাতের আঙুল স্পর্শ করে ড্রিলটা আঘাত করল তার কপালে।

চোখের পলকে গোল আলুর মতো ফুলে উঠল অস্কারের কপাল। কিন্তু চোখ মুখ এতোটুকু বিকৃত হতে দেখল না আজাদ।

অস্কারের প্রকাণ্ড মাথাটা এদিক ওদিক নড়ছে। একটা অস্ত্র খুঁজছে সে। আশপাশে কিছু দেখতে না পেয়ে আজাদের দিক পা বাড়াল এবার।

কোণঠাসা হয়ে পড়েছে আজাদ। শেষ মাথায় একটা লোহার সিঁড়ি। কিন্তু সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করলেই অস্কার ধরে ফেলবে তার পা দুটো।

দিশেহারার মতো ভ্যাটের এদিক ওদিক তাকাল আজাদ। একটি ভ্যাটের গায়ে ফোম ফায়ার এক্সটিনগুইসার দেখতে পেয়ে হুক থেকে সেটা তুলে নিয়ে প্রচণ্ড ঘা মারল অস্কারের মুখের দিকে ও।

আর্তনাদ করে উঠল অস্কার।

চমকে উঠল আজাদ। কে বলল অস্কারের অনুভূতি নেই! দু'হাতে মুখ ঢেকে ফেলেছে অস্কার। আজাদ ফায়ার এক্সটিনগুইসারের ট্রিগার টিপে ধরল। কটুগন্ধী ফেনায় ঢেকে গেল অস্কারের গোটা মুখটা।

দু'হাত দিয়ে ফেনা সরিয়ে চোখ মেলে তাকাল অস্কার। আজাদ উঠতে শুরু করেছে লোহার সিঁড়ি বেয়ে। দোতালায় উঠে গেছে প্রায়।

সিঁড়ির মাথায় কয়েকটা বোতল। রঙিন পানি ভিতরে। দুটো বোতল তুলে নিল আজাদ।

সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসছে অস্কার। পরপর দুটো বোতল ছুড়ে মারল আজাদ।

একটা বোতল লক্ষ্য হারাল। দ্বিতীয়টা অস্কারের কাঁধে গিয়ে লাগল। ভেঙে গেল দুটোই একতালার মেঝেতে পড়ে।

আরো দুটো বোতল তুলে নিল আজাদ।

অস্কার সিঁড়ির মাঝখানে দাঁড়িয়ে মুখের রক্ত মুছছে। আজাদ আবার একটা বোতল ছুড়ে মারল। মাথার ডান পাশে গিয়ে লাগল বোতলটা। কিছুই হলো না। মুখ তুলে উপর দিকে তাকাল অস্কার। আবার একটি বোতল ছুড়ল আজাদ।

লাগল না।

শেষ বোতলটা অস্কারের পায়ে গিয়ে লাগল। কোনও ভ্রুক্ষেপ নেই। উঠে আসছে সে।

পিছিয়ে এলো আজাদ। পায়ের সাথে ধাক্কা লাগল কিসের সাথে যেন। চোখ নামিয়ে আজাদ দেখল একটা খেলনা—পুতুল।

পুতুলটা সরু পথের মাঝখানে রেখে ভ্যাটের আড়ালে গা ঢাকা দিল আজাদ।

নিজের বোকামিটা হঠাৎ টের পেল ও।

দোতালায় উঠে আসা ওর উচিৎ হয় নি। কোণ-ঠাসা করে ফেলেছে এবার সত্যি সত্যি অস্কার ওকে। এদিকে কোনও সিঁড়ি নেই। নীচে নামা অসম্ভব।

উঁকি মারল আজাদ।

পুতুলটার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে অস্কার। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সে পুতুলটার দিকে। তারপর ধীরে ধীরে সে নুয়ে পড়ল।

পুতুলটা তুলে নিয়ে নেড়ে চেড়ে দেখতে লাগল অস্কার।

সোজা হয়ে দাঁড়াল আজাদ। অস্কার আবার এগিয়ে আসবে। এবার কোথায় পালাবে সে?

পিঠে কি যেন ঠেকল। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল আজাদ।

একটি ফায়ার বাকেট। বালি ভর্তি।

হুক থেকে বাকেটটা তুলে নিয়ে এক পা সামনে বাড়ল আজাদ। মাথার উপর তুলল ও সেটাকে। হঠাৎ পিছন ফিরে তাকাল অস্কার। নেমে এলো আজাদের হাতের ভারী ফায়ার বাকেট।

থ্যাচ্ করে শব্দ উঠল একটা। গোটা মুখটা থেতলে গেল অস্কারের। প্রচণ্ড একটা লাথি মারল আজাদ তার কোমরে। দেয়ালে লাথি লাগল যেন। রেলিংয়ে গিয়ে ঠেকল অস্কারের দেহটা। আজাদ লাফ দিয়ে অস্কারের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। আর একটা লাথি।

ডান হাত দিয়ে তলপেট চেপে ধরল অস্কার। নাক ভেঙে গেছে তার। নাকের গর্ত দিয়ে দরদর করে বেরিয়ে আসছে রক্ত। চোখের পাতায়ও রক্ত।

নীচু হয়ে আজাদ দুটো পা ধরে ফেলল অস্কারের। পা দুটো উপর দিকে তুলে ধরল ও।

রেলিংয়ের সর্ব শেষ উঁচ রডের উপর ঝুলতে শুরু করল অস্কারের দেহ। একটা ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল আজাদ দেহটাকে।

টগবগ করে ফুটছে নীচের একটা ভ্যাটে তরল পদার্থ।

উত্তপ্ত তরল পদার্থে পড়ল অস্কার। তীক্ষ্ণ একটা চিৎকার উঠল। কিন্তু পরমুহূর্তে আর শোনা গেল না চিৎকারটা। রেলিংয়ের উপর পেট রেখে নীচের দিকে ঝুঁকে পড়ল আজাদ।

ভ্যাটের ভিতর দেখা যাচ্ছে না অস্কারকে। নেমে গেছে সে ফুটন্ত তরল পদার্থের নীচে।

গোটা ফ্যাক্টরী খুঁজে আর কাউকে দেখতে পেল না আজাদ। প্রায় আধঘণ্টা পর গেট পেরিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলো ও।

হঠাৎ পাশের একটি গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো একজন লোক। আজাদের পিছনে এসে দাঁড়াল লোকটা। তারপর বিদ্যুৎ বেগে একটা কালো ব্যাগ পরিয়ে দিল আজাদের মাথায়।

ব্যাগের ফিতে শক্ত ভাবে চেপে বসল আজাদের গলায়। দম বন্ধ হয়ে এলো ওর।

জ্ঞান ফেরার পর আজাদ দেখল সকাল হয়ে গেছে। ধড়মড় করে উঠে বসতে গিয়ে বাধা পেল ও। হাত পা বাঁধা ওর।

চারপাশে তাকাল। প্রকাণ্ড একটি বড় রুমের ভিতর

একা মেঝের উপর পড়ে রয়েছে ও। কোন আসবাব পত্র নেই রুমের ভিতর। জানালা দরজা সব বন্ধ।

হাতের বাঁধন পরীক্ষা করে খুশী হয়ে উঠল আজাদ। বড় জোর পাঁচ মিনিটের ব্যাপার। তার আগে কেউ না ঢুকলেই হয়।

পাঁচ মিনিট নয়, দশ মিনিট পর দরজার তালায় চাবী ঢোকাবার শব্দ পেলো আজাদ। বাইরে থেকে তালা খুলছে কেউ।

কে হতে পারে?

দরজার পাশে গা ঢাকা দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল আজাদ নিঃশব্দে। দরজার কবাট দুটো ফাঁক হলো। ভিতরে ঢুকল আজরা।

হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল আজরা। সবিস্ময়ে তাকিয়ে আছে সে যেখানে হাত-পা বেঁধে রেখে গিয়েছিল আজাদকে।

পিছন থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ল আজাদ। কিন্তু আক্রান্ত হবার একমুহূর্ত আগে শোল্ডার হোলষ্টার থেকে পিস্তলটা টেনে বের করে ফেলল আজরা।

আজাদ লাফিয়ে পড়ে ঘুষি মারল আজরার চোয়ালে।

ছিটকে পড়ে গেল আজরা। ডাইভ দিয়ে পড়ল আজাদ আজরার বুকের উপর।

পিস্তলটা কায়দা করে ধরার চেষ্টা করছে আজরা।

লোকটার নাকে একটা ঘুষি মেরে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল আজাদ। খপ্ করে ধরে ফেলল ও আজরার হাতের পিস্তল। একটা পা রাখল আজাদ লোকটার মুখে।

ছেড়ে দিল আজরা পিস্তলটা।

পর পর দুটো গুলি করল আজাদ আজরার বুকের উপর। গুলি করে লাফ দিয়ে উদ্যত রিভলবার হাতে বাইরে বেরিয়ে এলো ও।

বাইরে বেরিয়ে ওয়র-রুমের দরজা চিনতে পেরে হতবাক হয়ে গেল আজাদ। আল তাবেলায় নিয়ে আসা হয়েছে তাকে গতরাতে!

ওয়র-রুমের ভারী স্টীলের দরজা বন্ধ। কার্পেট বিছানো করিডোর দিয়ে এগিয়ে চলল ও। সামনে একটি দরজা খোলা।

প্রকাণ্ড একটা সার্কুলার রুম। জানালাহীন। সিলিংয়ের মাঝখানে ঝুলছে প্রকাণ্ড একটা শ্যাণ্ডেলিয়ার —ঝাড়। ঝাড়ের সারা গায়ে স্বচ্ছ স্ফটিকের মতো তরল ফোঁটা ঝুলছে। একটু নাড়া পেলেই ফোঁটাগুলো ঝরে পড়বে যেন। কিন্তু পড়ছে না একটাও। লম্বা লম্বা কাঠিও ঝুলছে অনেক গুলো, ঝাড় বাতির সাথে সংযুক্ত। লক্ষ করে আজাদ ভুল বুঝতে পারল। ওগুলো কাঠের কাঠি নয়, স্টীলের সরু সরু শিক।

ঝাড়ের ঠিক নিচে, একটি চেয়ারের সাথে হাত পা

বাঁধা অবস্থায় দেখা যাচ্ছে বনবনকে।

অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল আজাদ। বনবনও তাকিয়ে আছে।

'বনবন!'—ডাকল আজাদ। পা বাড়াল ও। ঠিক তখনই আজাদ লক্ষ্য করল ছুটো স্বচ্ছ স্ফটিক ফোঁটা ঝরে পড়ল ঝাড় থেকে।

বনবনের উরুর উপর পাশাপাশি পড়ল ফোঁটা ছুটো। আজাদ দেখল মাংস পুড়িয়ে তরল ফোঁটা ছুটো ভিতরে ঢুকে যাচ্ছে—অ্যাসিড!

এতোটুকু শব্দ করল না বনবন। চোখমুখ বিকৃত হয়ে উঠেছে তার।

বনবন নীল মুখ তুলে তাকাল।

'কি ব্যাপার?'

এবার একটা স্টীলের সরু শিক ঝরে পড়ল বনবনের কাঁধে। গেঁথে গেল সেটা মাংসে। সামনে পা বাড়াল আজাদ। আর একটা ক্ষুদ্র বর্শা বিঁধল বনবনের কাঁধে।

দাঁড়িয়ে পড়ল আজাদ। আতঙ্ক ফুটে উঠেছে বনবনের ছু'চোখে।

হঠাৎ বুঝতে পারল আজাদ ব্যাপারটা। রুমটার প্রকাণ্ড একটা যান্ত্রিক কান আছে। ক্যামাসের নামটা মনে পড়ল। এটা নিশ্চয়ই তার একটা এক্সপেরিমেণ্ট। আনিস বলেছিল ক্যামাস অস্ফুট শব্দকে বিশ মাইল দূরে

পাঠিয়ে দিতে পারে। এই অদ্ভুত রুমটার সাথে ব্যাপারটার কোনও সম্পর্ক আছে নিশ্চয়ই।

পা টিপে টিপে বেরিয়ে এলো আজাদ রুমের ভিতর থেকে। হাত-ইশারায় বনবনকে অপেক্ষা করতে বলল ও।

আনিসের অফিস রুমে ঢুকে আজাদ দেখল বেতের চেয়ারের গদীগুলো যথাস্থানেই আছে। সেগুলো নিয়ে বনবনের রুমে ফিরে এলো ও।

দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে একটি তুলোর গদী রুমের মেঝেতে অত্যন্ত ধীরে নামিয়ে রাখল আজাদ। সেটার উপর পা রাখল ও হালকাভাবে। তারপর আর একটা গদী রাখল ও মেঝেতে, এক হাত দূরে।

বনবনের কাছে পৌঁছে পকেট থেকে ছোট ছুরিটা বের করল আজাদ।

নড়ে উঠল বনবন।

টপ করে একফোঁটা অ্যাসিড পড়ল আজাদের হাতে। সাথে সাথে মাংস পুড়ে গেল।

চিৎকার করে উঠতে চাইল আজাদ ব্যথায়। কোনও রকমে সহ্য করল ও জ্বালাটা। বনবন সহ্য করছে কিভাবে?

বনবনের হাত পায়ের বাঁধন খুলে ফেলল আজাদ। লাফিয়ে সরে এলো সে ঝাড়ের নীচে থেকে।

রুম থেকে বেরিয়ে হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলল বনবন।

বৃষ্টির শব্দে রুমের ভিতর তাকাল আজাদ। বনবনের চিৎকারে

ঝাড় থেকে অ্যাসিড এবং বর্শা বৃষ্টি হচ্ছে।

'কি ব্যাপার, বনবন?'—আজাদ জিজ্ঞেস করল, 'তোমার এরকম অবস্থা কে করল?'

বনবন মাথা তুলল আজাদের বুক থেকে। বলল, 'আনিস।'

'কেন?'

'বনবন চোখের জল মুছে তাকাল আজাদের চোখের দিক। বলল, 'তার আগে একটা কথা তোমার জানা দরকার, আজাদ।'

'কি কথা?'

'আমি আনিসের কথায় তোমার বিরুদ্ধে লেগেছিলাম। নিউইয়র্কের পার্টিতে তোমার সাথে আমার পরিচয় হয়েছিল। ঘটনাটা স্বাভাবিক নয়। পরিকল্পিত।'

'বনবন, তুমি···।'

বনবন বলে ওঠল, 'হ্যাঁ, আমি তখন আনিসকে ভালবাসতাম। সেও বাসতো, সে এখনও আমাকে ভালবাসে। কিন্তু আমি, আমি এখন আর তাকে ভালবাসি না। কারণ ···কারণ আমি তোমাকে প্রথম দর্শনেই ভালবেসে ফেলি আজাদ!'

'তারপর?'

'আগে ও যা বলতো করতাম। কিন্তু তোমার সাথে পরিচয় হবার কিছু দিন পর থেকে ওর সব কথা আমি

শুনছিলাম না। গত কয়েকদিন আগে সে আমাকে পশ্চিম জার্মানীতে যাবার প্রস্তাব দিয়েছিল।'

'কারণ ?'

'কারণ সেখানে নাকি তুমি যাবে। এবং আমার দায়িত্ব তোমাকে খুন করা।'

'মাই গড!'

'আমি রাজী হইনি, তাই ও আমাকে এতো কষ্ট দিয়ে মেরে ফেলার ব্যবস্থা করেছিল।'

আজাদ জিজ্ঞেস করল, 'দ্বীপে যেতে বলেছিলে কেন তুমি আমাকে, বনবন? জানতে ওখানে ইয়াসমিন আছে?'

'জানতাম।'—বনবন বলল, 'ও-কথাটাও আমি তোমাকে আনিসের নির্দেশে জানিয়েছিলাম।'

'তারমানে!'

'আনিসের ওই নির্দেশটাই আমি শেষ বারের মতো পালন করেছি। ওর ধারণা ছিল ইয়াসমিন দ্বীপে বন্দী আছে জানতে পারলে তুমি তার প্রস্তাব গ্রহন না করে পারবে না। ওরা কি আর ভেবেছিল যে তুমি ইয়াসমিনকে দ্বীপ থেকে নিয়ে চলে আসবে!'

'আনিস কোথায়?'

'আজ সকালে চলে গেছে সে। ফ্রান্সে ওদের একটা গোপন ঘাঁটি আছে। সোনাগুলো সেখানেই রাখা হয়েছে আপাততঃ। সেখানেই গেছে।'

'জায়গাটা ঠিক কোথায় জানো?'

'জানি।'

'ইয়াসমিন?'

'আনিস নিয়ে গেছে ইয়াসমিনকে।'

নাশপাতি গাছের পাশে ওরা একটা গাড়ী দেখল। বনবন বলল, 'আজরার গাড়ী।'

'মরা মানুষের গাড়ী থাকে না।'—গাড়ীতে চড়ে স্টার্ট দিতে দিতে বলল আজাদ।

রনি
@roni060007

এগারো

চার্টার করা প্লেন নামছে Bordeaux- এর Merignac এয়ারপোর্টে। জানালা দিয়ে পাইন বনের দিকে তাকিয়ে একটা কথাই ভাবছে আজাদ—দেরী হয়ে গেল বুঝি···দেরী হয়ে যাচ্ছে বুঝি···। গাড়ীতে কাসাবালাঙ্কায় পেঁছে বাংলাদেশ সিক্রেট সার্ভিসের স্থানীয় এজেন্ট ইমরুলের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল আজাদ। ইমরুলই প্লেন চার্টার করার ব্যবস্থা করেছিল। মধ্যবর্তী সময়ে আজাদ লণ্ডনের কর্ণেল আলমগীর কবীরের কাছে সব খবর জানিয়ে সিগন্যাল পাঠায়। তিনজন লোককে চেয়েছে ও।

কাসাবালাঙ্কায় বনবনকে রেখে এসেছে আজাদ। ইমরুলের দায়িত্বে থাকবে সে।

'ল্যাণ্ডিং নাউ।'—স্টুয়ার্ড বলল, 'স্যর।'

পাঁচ মিনিট পরই প্লেন রানওয়েতে থামল। সিঁড়ি বেয়ে নামতে নামতে হাসল আজাদ। লণ্ডন থেকে এসেছে তিনজন বন্ধু—কায়েস, আহাদ, সাদেক।

জড়িয়ে ধরল ওরা আজাদকে।

সাদেক বলল, 'তোমার মেসেজ দেখেছি আমরা। ব্যাপার কি, আজাদ ?'

'গাড়ী নিয়ে এসেছ ?'—জানতে চাইল আজাদ।

তিনজন একযোগে বলে উঠল, 'অবশ্যই।'

গাড়ীতে উঠল ওরা এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে এসে।

স্টার্ট দিল সাদেক গাড়ীতে।

আজাদ বলল, 'আমি যা জানি তোমরাও প্রায় তাই জানো সবাই। জায়গাটার নাম লা কাজাক। ওখানেই আনিসের গোপন ঘাঁটি। খুঁজে বের করতে হবে। বনবন ঠিক ঠিক বলতে পারে নি।'

'বনবন কে ?'

'শয্যাসঙ্গিনী।'—মুচকি হেসে বলল আজাদ।

'বলে কি রে শালা !'—চেঁচিয়ে উঠল কায়েস, 'মরতে মরতেও তুই মৌজ করতে ছাড়িস নি !'

'বাজে কথা বাদ দে।'—আজাদ বলল গম্ভীর হয়ে, 'উপযুক্ত সাহায্য নিয়ে হানা দেয়ার সময় নেই। এমনিতেই যথেষ্ট দেরী হয়ে গেছে। ঘটনা যেভাবে ঘটবে সেভাবেই গ্রহণ করতে হবে। হয়ত গিয়ে দেখব সোনাগুলো সব উবে গেছে। পেতে পারি শুধু একটি নগ্ন নারীর মৃতদেহ···।'

দেড় ঘণ্টা কেউ কথা বলল না। একসময় শুধু আজাদ বলে উঠল, 'আরো একটু জোরে চালানো যায় না,

সাদেক ?'

আশি থেকে বিরাশির ঘরে গিয়ে কাঁপতে লাগল স্পীড মিটারের কাঁটা।

লা কাজাকে পেঁাছে ওরা বৃষ্টির মধ্যে নামল গাড়ী থেকে। ছুটতে ছুটতে শহরের একমাত্র রেস্তোঁরায় গিয়ে ঢুকল ওরা।

কফি খেতে খেতে রেস্তোঁরার মালিকের সাথে আলাপ জমিয়ে ফেলল আজাদ। লোকটাকে ও জিজ্ঞেস করল, 'লে গিরন দ কাজাক মানে কি? ছোট ছোট অনেকগুলো সাইন বোর্ডে তীর চিহ্ন দিয়ে লেখা রয়েছে কথাটা ?'

মালিক লোকটা বুড়ো। চুরুটে টান দিয়ে সে বলল, 'গিরন মানে গুহা। ওটা শহর ছাড়িয়ে দূরে। প্রায় এক কিলোমিটার দূরে।'

'গুহা ? কিসের বলুন তো ?'

'প্রিহিস্টোরিক কেভ্। একসময় এ অঞ্চল খুব বিখ্যাত জায়গা ছিল।'—গল্পের ভঙ্গিতে বলে চলল বৃদ্ধ, 'এখন কেউ আসে না। ধ্বংস হয়ে গেছে। কিছু নেই। আদিম যুগের পেন্টিংগুলো নষ্ট হয়ে গেছে। বড় বড় ঘাস জন্মেছে চারিদিকে।'

'আজকাল কেউ যায় না ওখানে ?'

'কে যাবে ? কি আছে ওখানে দেখার আর ?'—বৃদ্ধ অভিযোগের সুরে বলল, 'তবে এখন কেউ যেতে

চাইলেও যেতে পারবে না। বিক্রি হয়ে গেছে জায়গাটা। একজন বিদেশী কিনে নিয়েছে ওটা। লোকজন নাকি বাস করে ওখানে—মিস্ত্রি সব। একটা বড় ফ্যাক্টরী না কি যেন হবে। মাঝে মাঝে মিস্ত্রিরা আবার চলেও যায়। খামখা!'—বৃদ্ধ বিরক্ত হয়ে বলে উঠল, 'খামখা টাকা খরচ! ফ্যাক্টরী চলবে নাকি!'

পাঁচ মিনিট পর বেরিয়ে এলো ওরা রেস্তোঁরা থেকে। গাড়ীতে চড়ে কায়েস একটা কোল্ট কোবরা স্পেশাল সিক্স-শট বাড়িয়ে দিল। বিনাবাক্যব্যয়ে সেটা পকেটে ভরল আজাদ। সাদেক গাড়ী চালাচ্ছে।

এক কিলোমিটারের মতো এগোবার পর একটা সাইন দেখল ওরা। তীরচিহ্নটা একটা সাইড রোডের দিকে নির্দেশ করছে। গাড়ী ছেড়ে খানিকদূর যাবার পর প্রকাণ্ড একটা চওড়া জায়গা। জায়গাটা গিয়ে শেষ হয়েছে নীচু একটা খাড়া পাথরের ক্লিফের উপর। জায়গাটায় লম্বা পুরনো ধাঁচের একটা প্যাভিলিয়ন বিল্ডিং। দোতালা। সিঁড়ি নেমে এসেছে বিশাল একটা জায়গা নিয়ে।

ক্লিফের পঞ্চাশ গজ সামনে, প্যাভিলিয়ন বিল্ডিংয়ের পর, সার্কুলার লোহার তারের একটা বেড়া। বেড়াটা প্রায় দশ ফিট উঁচু। আকাশের দিকে খোলা। বিরাট এলাকা নিয়ে অবস্থিত গুহাটা বোঝা যায়। ভীতিপ্রদ একটা ভাব জাগে মনে।

আজাদ বলল, 'কায়েস এবং সাদেক টপ্ ফ্লোরে উঠে যা। আহাদ, একা থাকতে পারবে তো? ফার্স্ট ফ্লোরে পাঠাতে চাই তোমাকে।'

দাঁত বের করে হাসল আহাদ। কথা বলল না। দুঃসাহসী ছেলে। কথা কম বলে।

লোহার গেটের মাথার উপর উঠল ওরা। গেটের ওপারে, পাথরের মেঝেতে নামল আজাদ সবার আগে।

উদ্যত রিভলবার হাতে নিয়ে তিনজন ছুটল সিঁড়ির দিকে।

সিঁড়ির পাশ দিয়ে একা ছুটল আজাদ। পুরনো একটা ক্যাশ ডেস্ক ছাড়িয়ে মিনিট দুয়েক এক নাগাড়ে দৌড়ুবার পর পাথরের করিডোরের শেষ মাথায় এসে থামল আজাদ। লোহার গ্রিল দেখা যাচ্ছে। ভিতরে প্রকাণ্ড একটা লিফট।

লিফটের পাশ দিয়ে পাথরের সিঁড়ি নেমে গেছে নীচের দিকে। উঁকি দিয়ে তাকাল আজাদ। গভীর গুহা। উপর থেকে দিনের আলো খুব বেশী দূর যায় নি। গুহার ঢালু গায়ে ছোট ছোট ঝোপ গাছ। পানির স্রোতের মৃদু শব্দ ভেসে আসছে অনেক নীচে থেকে।

সন্তর্পনে সিঁড়ি বেয়ে নামতে শুরু করল আজাদ।

আস্তে আস্তে আলো কমে যাচ্ছে। যতোই নীচের দিকে নামছে আজাদ ততই অন্ধকার বাড়ছে চারিদিকে।

সিঁড়ির শেষ ধাপটি অতিক্রম করে আজাদ একটি

প্যাসেজে এসে দাঁড়াল। সোজা চলে গেছে প্যাসেজটা ডান দিকে। প্যাসেজের শেষ মাথায় একটা ইলেকট্রিক বালব্ জ্বলছে।

কান পাতল আজাদ। পানির কলকল শব্দ ছাড়া আর কোথাও কোনও শব্দ নেই। খানিক আগে বৃষ্টি হয়ে গেছে। সেই বৃষ্টির পানি গুহার অসংখ্য মুখ দিয়ে উপর থেকে নীচের দিকে পড়ছে। প্যাসেজের দু'দিকের গায়েই শ্যাওলা জমেছে। বিশ্রী একটা দুর্গন্ধ আসছে আশপাশ থেকে—পেচ্ছাবের। প্রিহিস্টোরিক যুগের চেয়েও এ জায়গাটা বর্তমানে অনেক বেশী নোংরা।

প্যাসেজের শেষ মাথায় এসে কিছুই দেখল না আজাদ। বাল্ব একটা জ্বলছে মাথার উপর। কিন্তু চারিদিকে পাথরের শ্যাওলা ঢাকা গা ছাড়া কিছু দেখা যাচ্ছে না। প্যাসেজের পর একটা ফাঁকা জায়গা, অন্ধকারে ঢাকা। তারপর, অনেকটা দূরে আর একটা বাল্ব জ্বলতে দেখা যাচ্ছে।

অন্ধকারে প্রবেশ করল আজাদ। বহুদূরে দেখা যাচ্ছে একটি বাল্ব। কিন্তু তার আলো এতদূর পৌঁছুচ্ছে না। পানির স্রোতের শব্দ হঠাৎ যেন কেমন বদলে গেল। আজাদ শ্যাওলা ঢাকা এক দিকের পাথরের দেয়ালে হাত দিয়ে দিয়ে এগোচ্ছিল। হঠাৎ ও অনুভব করল ডান দিকে একটি প্যাসেজ।

প্যাসেজের দিকে তাকাল আজাদ। শেষ মাথায় একটা

বালব্ দেখা যাচ্ছে।

কোন্ দিকে যাওয়া যায়? সামনে—দূরে? না প্যাসেজ ধরে খানিকটা গিয়ে দেখবে ওদিকে কিছু আছে কিনা? পানির শব্দ ওদিক থেকেই আসছে।

প্যাসেজ ধরেই পা বাড়াল আজাদ। ডান হাতে রিভলবার। বাঁ হাতে টর্চ।

প্যাসেজের শেষ মাথায় এসে নিরাশ হলো আজাদ। প্যাসেজের পর খানিকটা জায়গা বালবের আলোয় আলোকিত। বড় বড় পাথর দেখা যাচ্ছে জায়গাটায়। প্রকাণ্ড মাঠের মতো জায়গা। জায়গাটা কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছে বোঝার কোনও উপায় নেই। খানিকটা আলোকিত কিন্তু তারপর গাঢ় অন্ধকারে ঢাকা।

আলোকিত জায়গার এক ধারে একটি লোহার সিঁড়ি চোখে পড়ল আজাদের। সোজা উপরে উঠে গেছে সিঁড়িটা। বাঁক নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেছে পাথরের আড়ালে।

সিঁড়ির দিকে পা বাড়াল আজাদ।

লাফিয়ে বেরিয়ে এলো সিঁড়ির পাশের একটা বড় পাথরের আড়াল থেকে একটা মস্ত পিস্তল ধরা হাত। শব্দ হলো গুলির।

সাঁ করে সরে গেল আজাদ। ছোট একটি পাথরের আড়ালে আত্মগোপন করে উঁকি দিল আজাদ। হঠাৎ অন্ধ হয়ে গেল প্যাসেজের মাথার উপরের বালব্টা।

টর্চের আলো ফেলল আজাদ।

সিঁড়ির পাশের বড় পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে ছুটছে একজন লোক। টর্চের আলো তার পিঠে গিয়ে পড়ল। বিদ্যুতবেগে ঘুরে দাঁড়িয়ে গুলি করল সে টর্চের দিকে।

আনিস!

টর্চ নিভিয়ে পাথরের আড়াল থেকে কাঙ্গারুর মতো লাফ দিয়ে বেরিয়ে ছুটতে শুরু করল আজাদ।

আনিস ছুটছে। অন্ধকারে তার পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে।

হঠাৎ ধাক্কা খেল আজাদ। বুক চেপে ধরে পিছিয়ে এলো এক পা। চারিদিকে অন্ধকার। পাথরের সাথে ধাক্কা খেয়েছে ও।

মিলিয়ে গেছে আনিসের পদশব্দ। সামনে কোথাও থেকে পানির কলকল শব্দ আসছে। প্যাসেজের বালব্‌টা জ্বলছে না আর।

বুক চেপে ধরে পা বাড়াল আজাদ। টর্চ জ্বালার পরিণাম ভয়ঙ্কর হতে পারে। আনিস হয়ত আছে পাশেপাশে কোথাও।

প্রায় মিনিট তিনেক ধরে এগোল আজাদ। কলকল শব্দ কাছে এসে পড়েছে। সামনে হাত বাড়িয়ে দেখে নিতে হচ্ছে ওকে কোন্ দিকে পাথর আছে আর কোন দিকে নেই।

খানিক পর নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে কান পাতত আজাদ।

কোথায় রয়েছে সে এখন! ভাবল আজাদ। আনিস তাকে কৌশলে গুহার অভ্যন্তরে নিয়ে এসেছে। ফিরে যাবার পথ কি চিনতে পারবে আজাদ এই অন্ধকারে?

হঠাৎ, মাত্র তিনহাত দূরে, জ্বলে উঠল একটি উজ্জ্বল বাল্‌ব।

চমকে উঠে তাকাল আজাদ। ঝলসে গেল ওর চোখ উজ্জ্বল, অসহ্য আলোয়। বাঁ দিকে একটি দেয়াল। পাথরের। বাল্‌বটা জ্বলছে সেখানেই।

আলো চোখে সয়ে ওঠার আগেই একটি পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো আনিস। মাত্র চার ফিট দূরে থেকে পর পর তিনবার ট্রিগার টিপল সে পিস্তলের।

প্রথম বুলেটটা কাঁধের সংযোগস্থলে আঘাত করল আজাদকে। দ্বিতীয় বুলেটটা লাগল বাহুতে। তৃতীয় বুলেটটা কোথায় লাগল ঠিক টের পেল না আজাদ।

বসে পড়ল আজাদ। আনিস ঘুরে দাঁড়িয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল পাথরের আড়ালে! নিভে গেল বালব্‌টা আবার।

ধীরে ধীরে উঠে বসল আজাদ। অসহ্য ব্যথা হচ্ছে কাঁধে। হাতে কি যেন ঠেকল একটা। তুলে নিল আজাদ পাথরের মেঝে থেকে জিনিসটা আঙুল দিয়ে।

একটি বুলেট।

পায়ের শব্দ হচ্ছে। টর্চ জ্বালল আজাদ মুহূর্তের জন্যে। আনিসকে দেখা গেল। ছুটছে সে। বসে বসেই

গুলি করল আজাদ।

পদশব্দ থামল না। তার মানে গুলি লাগে নি।

উঠে দাঁড়াল আজাদ। টর্চ আবার জ্বালল! দেখে নিল সামনের পথটা। তারপর ছুটতে শুরু করল।

অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না। প্রায় মিনিট খানেক ছুটে একটি গুহা মধ্যস্থ পাহাড়ী নদীর সামনে এসে দাঁড়াল ও। পানির কলকল ছলছল শব্দ ছাড়া কিছুই শোনা যাচ্ছে না। কোথাও এক বিন্দু আলো নেই। পানির কলকল ছলছল শব্দকে ছাড়িয়ে মাঝে মাছে খট্ খট্ শব্দ হচ্ছে কাঠের সাথে কাঠের বাড়ি লাগার।

নদীর দিকে টর্চের আলো ফেলল আজাদ।

আনিস নৌকায় বসে রয়েছে। অনেকটা দূরে চলে গেছে সে। ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাল। ভূতের মতো রক্ত শূন্য, ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে মুখটা। দাঁত বের করে রয়েছে।

চঞ্চল চোখে নদীর কিনারার দিকে তাকাল আজাদ টর্চের আলো ফেলে। ছোট একটা নৌকো দেখা যাচ্ছে। লাফ দিয়ে নৌকোয় গিয়ে উঠল ও।

টর্চ আর কোল্ট কোবরাটা কোলের উপর রেখে বৈঠা চালাতে শুরু করল ও।

মিনিট খানেক পর টর্চ জ্বেলে বোকা বনে গেল আজাদ। কোথাও দেখা যাচ্ছে না আনিসের নৌকাটাকে। সামনে

পরিষ্কার নদীর গা, একেবারে ফাঁকা।

নদীর দু'তীরেই আলো ফেলল আজাদ। বড় বড় পাথর নদীর তীরের কাছে, অর্ধেক ডুবে রয়েছে পানিতে। কিন্তু নৌকোটা নেই।

তারপর হঠাৎ আজাদ দেখতে পেল একটি বড় পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে দুলছে পানির সাথে আনিসের নৌকার পিছনের অংশটা।

আনিসের নৌকের পাঁচ গজ দূরে থাকতেই তীরে নেমে টর্চ নিভিয়ে ফেলল আজাদ।

টর্চ জ্বালা বোকামি। আনিস আশপাশেই লুকিয়ে আছে।

অপেক্ষা করাই ভাল।

সময় বয়ে চলল।

একটানা একঘেয়ে, বিরক্তিকর কলকল, ছলছল শব্দ।

হঠাৎ, দূরে মাথার উপর মচমচ শব্দ উঠল। টর্চ জ্বালল আজাদ। লোহার একটা সিঁড়ি উঠে গেছে উপরে। সিঁড়ির মাথার কাছ থেকে একটি কাঠের পুল শুরু হয়েছে। নদীর উপর পুল। আনিস পুলের উপর দিয়ে পা পা করে এগিয়ে যাচ্ছে। অত্যন্ত সাবধানে, ধীরে ধীরে, প্রায় এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি করে এগোচ্ছে।

টর্চ নিভিয়ে দিয়ে ছুটল আজাদ সিঁড়ির দিকে। সিঁড়িটাও নড়বড়ে, লোহার হলে হবে কি, যে-কোনো মুহূর্তে ভেঙে পড়তে পারে।

প্রায় ঝড়ের বেগে সিঁড়ির মাথায় গিয়ে দাঁড়াল আজাদ। পুলের উপর পা ফেলার আগেই আজাদ টের পেল পুলটা নড়ছে। টর্চ জ্বালল আজাদ। পুলের প্রায় শেষ মাথায় পৌঁছে গেছে আনিস। আর মাত্র হাত দুয়েক।

কিন্তু হাত দুয়েক দূরত্ব অতিক্রম করার জন্যে লাফ দিতে পারছে না আনিস।

পুলটা যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে পাথরের মেঝে নেই। ভেঙে গেছে পুলটা। ভাঙা মাথা থেকে পাথরের মেঝের দূরত্ব প্রায় তিন হাত। তিনহাত দূরে একজন মানুষ দাঁড়াবার মতো একটা পাথরের তাক।

পুল থেকে লাফিয়ে পড়ে সেই তাকে দাঁড়াবার চেষ্টা করা কঠিন ঝুঁকি নেবার ব্যাপার হবে। উপর দিকে তাকিয়ে আছে আনিস।

উপরের পাথরের তাকটা বরং ভাল। লাফিয়ে তাকের উপর হাত রেখে ঝুলে পড়তে পারলে কষ্টেসৃষ্টে উপর দিকে উঠে যাওয়া যায়।

পুলটা ভেঙে পড়তে শুরু করল হঠাৎ। শত বছরের পুরনো কাঠ। আনিসের ভার সহ্য করার মতো মজবুত নয়।

লাফ দিল আনিস। তাছাড়া আর কোনও উপায় তার ছিল না।

উপরের তাকের ভিতর হাত ঢুকিয়ে দিয়ে ঝুলছে আনিস। ডান পা'টা সে তোলবার চেষ্টা করছে তাকের উপর।

প্রায় পনের সেকেণ্ড ধরে লক্ষ্য স্থির করল আজাদ।

গুলির শব্দ হবার পরমুহূর্তে তীক্ষ্ণ আর্ত চিৎকার শুনতে পেল আজাদ।

ছুটন্ত পদশব্দ এগিয়ে আসছে।

একটা হাত দিয়ে তাক ধরে ঝুলছে আনিস। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাবার চেষ্টা করল সে আজাদের দিকে। কিন্তু হাতটা ক্রমশ তাক থেকে সরে আসছে। দেহের সম্পূর্ণ ভার রাখার ক্ষমতা নেই হাতটার।

প্রাণপণ চেষ্টায় ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল আনিস আজাদের দিকে।

শক্ত পাথরের মেঝে প্রায় চল্লিশ ফিট নীচে।

তাকিয়ে আছে আনিস।

হাত তুলল আজাদ। লক্ষ্যস্থির করার জন্যে দু'সেকেণ্ডের বেশী সময় না নিয়ে গুলি করল ও।

আবার একটি তীক্ষ্ণ চিৎকার কানে ঢুকল আজাদের।

পিছনে পদশব্দ এগিয়ে এসেছে। টর্চ এসে পড়ল আজাদের গায়ে।

তাক থেকে খসে গেল আনিসের হাতটা। আর্তনাদ ক্রমশঃ নেমে যেতে লাগল নীচের দিকে।

কাঁধে হাত দিয়ে বসে পড়ল আজাদ পাঁচ সেকেণ্ড পরই। সিঁড়িতে শোনা গেল কায়েসের কণ্ঠস্বর, 'আজাদ! আজাদ! কোথায় তুই?'

পাশে এসে দাঁড়াল কায়েস আর সাদেক।

'কি হয়েছে ?'—জিজ্ঞেস করল সাদেক।

আঙুল বাড়িয়ে পুলের শেষ মাথাটা দেখিয়ে দিল আজাদ, 'ওখান থেকে পড়ে গেছে আনিস। মারা গেছে এতোক্ষণ। কুকুরটা গুলি করেছে আমার কাঁধে আর কনুইয়ের ওপর। আহাদ কোথায় ? তোদের রিপোর্ট কি ?'

'পাঁচজনকে পাকড়াও করেছি আমরা অতর্কিতে রুমের ভিতরে ঢুকে পড়ে।'—বলল কায়েস, 'বাকী সব ঠিক আছে। হ্যাঁ, সোনার ইটগুলোও পাওয়া গেছে। লিফটের পশ্চিম দিকের একটা চোরা সুড়ঙ্গ থেকে।'

'তারপর ?'

'কিন্তু ডায়মণ্ড মাত্র একবাক্স পেয়েছি আমরা···।'

'ধুত্তোরী ছাই ডায়মণ্ড—ইয়াসমিন কোথায় ? দেখেছিস ওকে ?'

হেসে ফেলল কায়েস, 'ইয়াসমিন ভাবী ভালই আছেন। হাত-পায়ের বাঁধন কেটে দিতে গিয়ে বিপদে পড়ে গিয়েছিলাম—সে কি কান্না !'

'কেন ?'

'আমার হাত দিয়ে দড়ির বাঁধন কাটতে চায় না। বলে, আজাদ আসুক, সে কেটে দেবে।'—বলল কায়েস, 'তোর জন্যে অপেক্ষা করছে ও।'

সাদেক জিজ্ঞেস করল, 'কাঁধে গুলি লেগেছে ? রক্ত কই ?

আজাদ শিস দিয়ে উঠে দাঁড়াল।

বলল, 'মাত্র চারফুট দূর থেকে কুকুরটা গুলি করেছিল আমাকে। জ্যানিস, বুলেটগুলো কেন কাজ করে নি? শেলগুলো ছিল আমার, থারটি এইটি ক্যালিবার, কুকুরটার পিস্তলের জন্যে খুব বেশী ছোট। ওর পিস্তলে শেলগুলো ভরার সময় কথাটা একবার ভেবেছিলাম আমি কিন্তু এমন লুজ ফিট হবে ভাবিনি। আনিস যখন গুলি করল তখন সব কিছুই হলো, কিন্তু বুলেটের সে গতি হলো না। ধাক্কা মেরে আমাকে ফেলে দিয়েছিল ঠিকই, বাট নো হোল, গর্ত করতে পারে নি।

'বাই গড!'—বলে উঠল সাদেক।

আজাদের পোশাক খুলে দিল ইয়াসমিন।

মাথা তুলে চোখ মেলল আজাদ।

'খবরদার!' চোখ রাঙাল ইয়াসমিন, 'চুপচাপ লক্ষ্মী ছেলের মতো ঘুমাও। ওকি, চোখ বন্ধ করলে না যে এখনও?'

আজাদ বালিশে মাথা নামিয়ে চোখ বন্ধ করল। বলল, 'ইয়াসমিন, আমার যে ঘুম পাচ্ছে না।'

'তাহলে চুপচাপ পড়ে শুয়ে থাকো।'

নগ্ন আজাদের সর্ব শরীরের মাংস টিপে দিচ্ছে ইয়াসমিন। কিন্তু বেশীক্ষণ লক্ষ্মী হয়ে থাকতে পারল না আজাদ। হঠাৎ বিছানায় উঠে বসে ও বলল, 'এটা অন্যায়।'

'কোনটা?'

'তুমি একা কষ্ট করবে আর আমি একা আরাম করব—না, বিবেক বলে তো একটা জিনিস আছে? শোনো, এবার তুমি শোও, আমি তোমার শরীর ম্যাসেজ করে দিই।'

'তবে রে দুষ্টু, পাজী, বদমাশ .....।'

ইয়াসমিনের উদ্যত হাত ধরে ফেলল আজাদ। জোর করে খুলে নিল ও ইয়াসমিনের গাউন।

'মনে আছে, এই গাউন আমিই তোমাকে দিয়েছিলাম?'

'শয়তানি হচ্ছে, না? জানো দান করা জিনিস ফেরত হয় না?'

'ধার দিয়েছিলাম, দান করিনি।'—বলল আজাদ, 'এখন অবশ্য একটি জিনিস দান করব।'

'কি গো?'—কৌতূহলী হয়ে জানতে চাইল ইয়াসমিন।

'আদর। দেখো, ফিরে চাইব না কখনো।'

খিলখিল করে হেসে উঠল ইয়াসমিন, 'দেখো, সন্তান দান করতে চেয়ো না যেন, নেবো না কিন্তু!'

'কী সংঘাতিক মেয়েরে বাবা!'

আজাদ চুমু খেল ইয়াসমিনের ঠোঁটে।

পাশের রুমে ওরা তিনজন তাস খেলছে। গলা শোনা যাচ্ছে ওদের। রাতটা জেগেই কাটিয়ে দেবে সবাই। আগামী-কাল পৌঁছে যাবেন কর্ণেল আলমগীর কবীর। ফ্রেঞ্চ সরকারের পররাষ্ট্র সেক্রেটারীকে নিয়ে আসবেন কর্ণেল। ওয়াকি-টকিতে কথাবার্তা হয়েছে আজাদের সাথে খানিক আগে।

'এই, অতো জোরে না!'—ইয়াসমিন প্রায় চিৎকার করে উঠল। পাশের রুমে হেসে উঠল ওরা তিনজন।

ইয়াসমিনের গলা বোধহয় শুনতে পেয়েছে ওরা।

সমাপ্ত